পরিচয়

New York Vol. 33, Issue 1658, Saturday, December 06, 2025 FREE www.parichoy.com

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

'ইসলামোফোবিয়া' নিয়ে মুখ খুললেন পোপ, ইউরোপকে শিক্ষা নিতে বললেন লেবানন থেকে

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ফিফার প্রথম শান্তি পুরস্কার পেলেন ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে বড়লোক তারা, যারা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে ফেরত দেয় না বললেন অন্তবর্তী সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টা - ৫ম পাতায়
- খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় বিদেশ নিতে দেরি হচ্ছে - ৫ম পাতায়
- শেখ হাসিনা ভারতে থাকবেন কি না সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে বললেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর - ৫ম পাতায়
- আমি ২৫ বছর আগের চেয়েও চটপটে'-দাবির পর ফের মন্ত্রিসভার মিটিংয়ে এক ঘণ্টা ধরে ঝিমোলেন বাইডেনকে স্লিপি জো বলে উপহাসকারী ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা ছেড়ে মাদুরোকে পালাতে বলেছিলেন ট্রাম্প- ৬ষ্ঠ পাতায়
- হঠাৎ কেন ভেনেজুয়েলার মাদুরোর ওপর ক্ষেপেছেন ট্রাম্প?- ৬ষ্ঠ পাতায়
- ৫০ বছরে 'মাদকবিরোধী যুদ্ধে' যুক্তরাষ্ট্রের অর্জন কী - ৬ষ্ঠ পাতায়
- তারেকের দেশে ফেরার তথ্য নেই, হাসিনাকে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে ভারত ইতিবাচক সাড়া দেয়নি জানালেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা - ৮ম পাতায়
- তারেক রহমানের বাংলাদেশে ফেরা অনিশ্চিত হলেও ঢাকায় পৌঁছুল ২ কোটি ৭৬ লাখ টাকার গাড়ি -৮ম পাতায়

১০০ বছর পর জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে শুনানিতে সম্মত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

নতুন বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে গণভোট

বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE YOUR HEALTH OUR CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: SCHEV; NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● যদি আমরা আমাদের দেশে আবর্জনা ঢুকতে দিতেই থাকি, তবে আমরা ভুল পথে চলে যাব। ইলহান ওমর আবর্জনা। তাঁর বন্ধুরাও আবর্জনা। - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জ্বালানি কিনতে পারলে, ভারত কেন পারবে না ?- রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি বাণিজ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মধ্যেই ভারত সফরে এসে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

● বিশ্বে যখন বিশ্বাসের সংকট আসে, তখন বিশ্বাসের স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হয় ভারত - ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

● গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এখনও অর্জিত হয়নি। এটা তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন ইসরাইলি বাহিনী পুরোপুরি ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে সরে আসবে। - কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি

● সমালোচনা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রই ইউরোপের সবচেয়ে বড় মিত্র - ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কালাস।

● ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একটি স্থিতিশীল, ইতিবাচক, গঠনমূলক, দূরদর্শী এবং পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক চায় যেখানে দুই দেশের জনগণই প্রধান অংশীদার। - ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা

● যারা ব্যাংক ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না এবং গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন না, তারাই মূলত এ দেশে বড়লোক - বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

● আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিল, টাকা দিতে ছেয়েছিল। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। আমরা ২-৪টা আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না। - গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর

ফিফার প্রথম শান্তি পুরস্কার পেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ‘শান্তি পুরস্কার’ নামের নতুন এক বার্ষিক পুরস্কার দেওয়ার পন্থা চালু করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)। প্রথমবার এই পুরস্কারটি জিতে নিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির জন এফ কেনেডি সেন্টারে চলছে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান। যদিও মূলপর্বে এখনো শুরু হয়নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর দেওয়া হলো শান্তি পুরস্কার। ফিফার ভাষায় শান্তির জন্য অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেওয়া এবং বিশ্বের মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা লোকই পাবেন এই পুরস্কার। সেই বিবেচনায় এবার শান্তি পুরস্কার পেলেন ট্রাম্প। পুরস্কার পেয়ে ট্রাম্প বলেন, এটি সত্যিই আমার জীবনের অন্যতম সেরা সম্মাননা। আমরা লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিড়উদাহরণ হিসেবে কঙ্গো, যেখানে ১ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল এবং পরিস্থিতি খুব দ্রুতই আরও ১ কোটি মৃত্যুর দিকে যাচ্ছিল। ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও আমরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগেই তা থামাতে পেরেছি।

ট্রাম্প আরও বলেন, জিয়ান্নি (ফিফা সভাপতি) অসাধারণ কাজ করেছে, টিকিট বিক্রিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে।

ফুটবল অথবা যেটাকে আমরা ‘সকার’ বলিড়এর জন্য এটি সুন্দর এক স্বীকৃতি। এখন পৃথিবী আরও নিরাপদ। এক বছর আগেও যুক্তরাষ্ট্র ভালো অবস্থায় ছিল না, আর এখন আমরা বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত দেশ।

ফুটবলের নাম বদলানোর প্রস্তাব ট্রাম্পের

২০২৬ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ড্র-এর অনুষ্ঠানে এক চমকপ্রদ মন্তব্য করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ‘সকার’ নামে পরিচিত হলেও সারা বিশ্বের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বড়লোক তারা, যারা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে দেয় না

বললেন অন্তবর্তী সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, যারা ব্যাংক ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না এবং গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন না, তারাই মূলত এ দেশে বড়লোক। তবে উপদেষ্টার এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ব্যবসায়ীরা বলেছেন, টাকা পাচার ও বিত্তবান হওয়ার দৌড়ে কেবল ব্যবসায়ীরা নন, আমলারাও জড়িত।

বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর বিডা ভবনে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় বিদেশ নিতে দেরি হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় তাকে বিদেশ নিতে দেরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি।

জাহিদ হোসেন বলেন, “খালেদা জিয়ার শারীরিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে মেডিকেল বোর্ড। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স প্রস্তুত আছে, তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনায়, বিদেশে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।”

তিনি বলেন, “গত ৬ বছর ধরে মেডিকেল বোর্ড প্রতিকূল পরিবেশেও খালেদা জিয়ার চিকিৎসা দিয়ে আসছে এবং এখনো পেশাগত দক্ষতার সঙ্গে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে।”

“চিকিৎসা সমন্বয়ের কাজে জুবাইদা রহমান সকালবিকেল বোর্ডের বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। পরিবারের সদস্য শামিলা রহমান, শামীম স্কান্দারসহ অন্যরাও নিয়মিতভাবে অবহিত হচ্ছেন।”

খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা থ াকলে গুজব না ছড়িয়ে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

শেখ হাসিনা ভারতে থাকবেন কি না সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে বললেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর

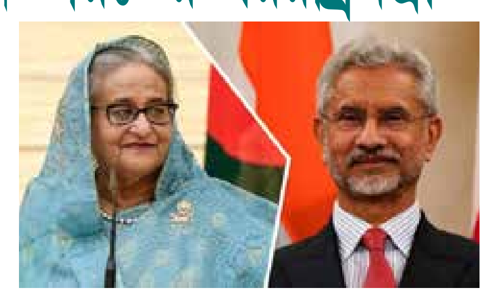

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) নয়াদিল্লিতে এইচটি লিডারশিপ সামিটে এনডিটিভির প্রধান নির্বাহী ও সম্পাদক রাহুল কনওয়ালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জয়শঙ্কর এ মন্তব্য করেন।

জয়শঙ্কর বলেন, যে পরিস্থিতিতে তিনি ভারতে এসেছিলেন, সেই বাস্তবতাই এটি প্রভাবিত করেছে। শেষ পর্যন্ত তাকেই নিজের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শেখ হাসিনার অবস্থানকাল নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ভিন্ন বিষয়। তিনি যে পরিস্থিতিতে এসেছেন, সেটাই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবে। তবে এটি এমন একটি বিষয়, যেখানে শেষ পর্যন্ত তাকেই নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতি প্রসঙ্গে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা শুনেছি, বাংলাদেশে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর অভিযোগ, আগের নির্বাচনের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের শিক্ষার্থী ভর্তিতে কঠোর বিধিনিষেধ

পরিচয় ডেস্ক: অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি ‘ভিসা প্রসেসিং সময়’-এর কারণ দেখিয়ে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত স্নাতক কোর্সে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি স্থগিত করেছে। ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহার এবং যুক্তরাজ্যের হোম অফিসের কঠোর বিধিনিষেধের কারণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অন্তত ৯টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই দুটিওউচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সীমিত করেছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী বাওজেনুইন স্টুডেন্ট ভর্তি নিশ্চিত করার চাপে পড়েই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

আমি ২৫ বছর আগের চেয়েও চটপটে’-দাবির পর ফের মন্ত্রিসভার মিটিংয়ে এক ঘণ্টা ধরে ঝিমোলেন বাইডেনকে স্লিপি জো বলে উপহাসকারী ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: বাইডেনকে ‘স্লিপি জো’ বলতেন, এখন নিজেই ক্যামেরার সামনে ঘুমে আচ্ছন্ন ট্রাম্প। অতীতে ট্রাম্প এমন আচরণকে অন্য কোনো প্রেসিডেন্টের ধৈর্যশক্তি ও কাজের উপযোগীতার অভাবের প্রমাণ হিসেবে সমালোচনা করতেন।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরের একটু পর একটি মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বভাবসিদ্ধভাবেই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ওস্লিপি জো্র বলে উল্লেখ করেন।

এসময় ট্রাম্প দাবি করেন, তিনিও২৫ বছর আগের চেয়েও বেশি চটপটে্ এবং দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রকাশিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনের তীব্র নিন্দা করেন। ঐ প্রতিবেদনে ৭৯ বছর বয়সি ট্রাম্পের কর্মতৎপরতা দ্বিতীয় মেয়াদে কেমন মন্থর হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছিল।

সংবাদপত্রটির উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন,ওট্রাম্প চটপটে, কিন্তু তারা চটপটে নয়।্র

ট্রাম্প তার স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা নিয়ে সাংবাদিকদের অন্যায্য আচরণের জন্য তাদের তিরস্কার করেন এবং বলেন, “আপনারা সবাই পাগল।চ

কিন্তু পরবর্তী এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিট, ট্রাম্প সেই চটপটে ভাব এবং প্রাণশক্তি প্রদর্শনে সংগ্রাম করে গেছেন ঘুমের সঙ্গে।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি মধ্যাহ্নভোজের পর ঘুমের সঙ্গে একটি দীর্ঘ এবং প্রায়ই হেরে যাওয়া লড়াই চালাচ্ছেন বলে মনে হয়েছিল। এমনকি যখন তার মন্ত্রিসভা একত্রিত হয়েছিল তার প্রিয় একটি কার্যক্রমের জন্যড়্ট্রাম্পের প্রশংসা করাড় তবুও তিনি বারবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন।

এ ধরনের দৃশ্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি বিদ্রূপের বিষয়ও: অতীতে ট্রাম্প এমন আচরণকে অন্য কোনো *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

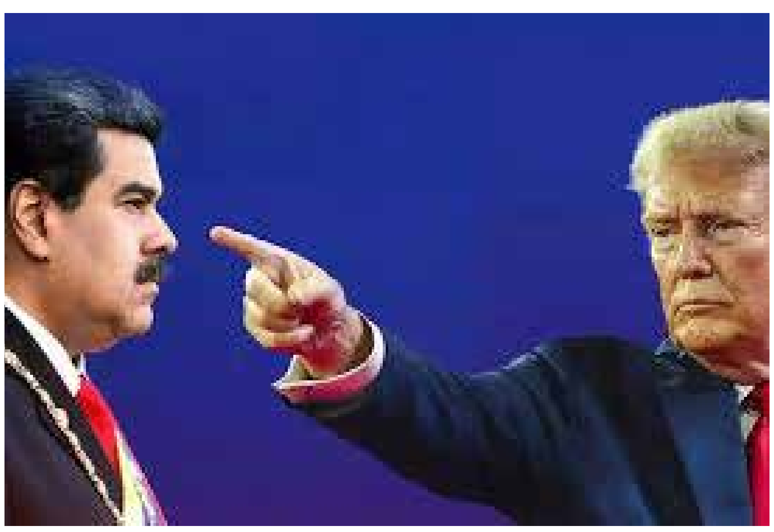

ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা ছেড়ে মাদুরোকে পালাতে বলেছিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি দুই নেতার মধ্যে এক ফোনালাপে এমনটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। রোববার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘আলোচনা ভালো বা খারাপ হয়েছেড়এমনটা বলব না, এটি কেবল একটি ফোনালাপ ছিল।’

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়ার আল্টিমেটাম দিয়েছিলেন। তবে মাদুরো তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজের ও মিত্রদের জন্য বিশ্বজুড়েওসাধারণ ক্ষমা্র দাবি জানান। একাধিক সূত্রের বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মিয়ামি হেরাল্ড।

সম্প্রতি দুই নেতার মধ্যে এক ফোনালাপে এমনটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। রোববার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ওআলোচনা ভালো বা খারাপ *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

হঠাৎ কেন ভেনেজুয়েলার মাদুরোর ওপর ক্ষেপেছেন ট্রাম্প?

পরিচয় ডেস্ক: শোনা যাচ্ছে, গত ২১ নভেম্বর ডোনাল্ড ট্রাম্প ফোনে মাদুরোকে সোজা জানিয়ে দিয়েছেনড়ক্ষমতা ছেড়ে দেশ থেকে চলে যেতে। যাকে বলে একেবারে ‘আল্টিমেটাম’।

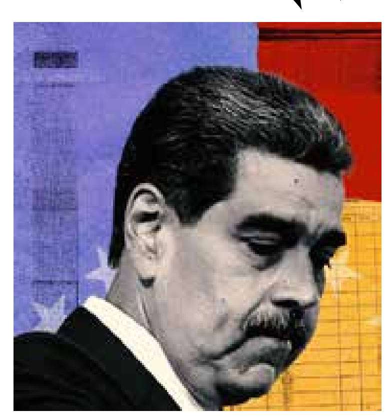

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ওপর চাপ ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মাদুরোকে ধরিয়ে দিতে পারলে যে পুরস্কারের ঘোষণা ছিল, ট্রাম্প প্রশাসন তা দ্বিগুণ করেছে। এমনকি মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো এখন ভেনেজুয়েলার খুব কাছে, বলা যায় হামলার আওতার মধ্যেই অবস্থান করছে। মাদক পাচারের অভিযোগে ওই অঞ্চলের নৌকাগুলোর ওপর হামলায় ইতিমধ্যে বহু মানুষ নিহত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, গত ২১ নভেম্বর ডোনাল্ড ট্রাম্প ফোনে মাদুরোকে সোজা জানিয়ে দিয়েছেনড়ক্ষমতা ছেড়ে দেশ থেকে চলে যেতে। যাকে বলে একেবারেওআল্টিমেটাম্র।

কে এই নিকোলাস মাদুরো?

বামপন্থী নেতা হুগো শ্যাভেজের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন নিকোলাস মাদুরো। একসময় তিনি বাস চালাতেন, ছিলেন শ্রমিক নেতা। শ্যাভেজের মৃত্যুর পর ২০১৩ সালে তিনি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হন। শ্যাভেজ ও মাদুরো মিলে গত ২৬ বছর ধরে দেশটি শাসন করছেন। দেশটির পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনড়সবই তাদের দলের দখলে।

২০২৪ সালের নির্বাচনে বিরোধীরা দাবি করেছিল তাদের প্রার্থী এডমুন্ডো গঞ্জালেজ বিপুল ভোটে জিতেছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন মাদুরোকেই বিজয়ী ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ এই নির্বাচন মেনে নেয়নি। তারা গঞ্জালেজকেইওনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সেনাবাহিনী ও পুলিশ মাদুরোর হাতে থাকায় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

৫০ বছরে ‘মাদকবিরোধী যুদ্ধে’ যুক্তরাষ্ট্রের অর্জন কী

পরিচয় ডেস্ক: ৫০ বছরেরও বেশি আগে ১৯৭১ সালের গ্রীষ্মে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মাদককেওএক নম্বর গণশত্রু্ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন, যা পরবর্তীতে ওমাদকবিরোধী যুদ্ধ্র নামে পরিচিত হয়। এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তাঘাটকে মাদকমুক্ত করা, পাচার নেটওয়ার্ক গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং মার্কিন নাগরিকদের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

এইচ-১বি ভিসার অপব্যবহার করছে আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো, তবে বাতিল করা সমাধান নয় বললেন ইলন মাস্ক

পরিচয় ডেস্ক: মাস্ক বলেন, ‘আমাদের এই ব্যবস্থার সঙ্গে কারসাজি বন্ধ করতে হবে। তবে আমি অবশ্যই সেই দলে নই যারা এইচ-১বি কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে। ডানপন্থীদের কেউ কেউ এটি চান। আমার মনে হয় তারা বুঝতে পারছেন না যে এটা আসলে খুবই খারাপ হবে।’

কিছু ওআউটসোর্সিং কোম্পানি্র নিজেদের স্বার্থে এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থার অপব্যবহার করছে বলে মন্তব্য করেছেন টেসলা প্রধান ইলন মাস্ক। তবে তিনি মনে করেন, এর সমাধান পুরো ব্যবস্থাটি বাতিল করা নয় বরং এই অপব্যবহার বন্ধ করা। খবর বিবিসি্র।

যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে দক্ষ বিদেশি কর্মী নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া এই ভিসার প্রায় ৭০ শতাংশই ব্যবহার করেন ভারতীয় নাগরিকরা যারা মূলত প্রযুক্তি এবং চিকিৎসা খাতে কর্মরত।

গত সেপ্টেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচির আবেদনকারীদের ওপর এক লাখ ডলার ফি আরোপ করেন যা ভারতীয় কর্মী এবং নিয়োগদাতাদের মধ্যে তীব্র উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রকাশিত ভারতীয় উদ্যোক্তা নিখিল কামাতের পডকাস্টে কথা বলার সময় মাস্ক এসব মন্তব্য করেন। আলাপচারিতায় তিনি শুল্ক থেকে শুরু করে অভিবাসন এমন নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

১০০ বছর পর জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে শুনানিতে সম্মত যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া শিশুর নাগরিকত্ব পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার আছে কি-না তা নিয়ে শুনানি করতে সম্মত হয়েছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই অবৈধভাবে বসবাস করা পিতামাতার সন্তানদের জন্য জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সুবিধা বন্ধ করে আদেশ জারি করেছিলেন। কিন্তু পরে সেটি কয়েকটি নিম্ন আদালতে আটকে যায়।

সুপ্রিম কোর্টের শুনানির এখনো কোনো তারিখ ঠিক হয়নি। রায় পেতেও কয়েক মাস সময় লাগবে। তবে আদালত যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, ট্রাম্পের অভিবাসন অভিযান ও আমেরিকান সিটিজেন বলতে কি বোঝায়, তার ওপর এর প্রভাব পড়বে।

প্রায় একশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী এই নীতিই প্রতিষ্ঠা করেছে যে দেশটিতে কেউ জন্ম নিলে সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবে। তবে কূটনীতিক ও বিদেশি সামরিক বাহিনীর বিষয়ে এটি প্রযোজ্য নয়। ওই সংশোধনীতে বলা হয়েছে: “যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বা নাগরিকত্ব পাওয়া সব ব্যক্তি এবং এর এখতিয়ারের আওতায় থাকা ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক”। ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের উদ্দেশ্য হলো: যেসব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করছে কিংবা অস্থায়ী ভিসায় দেশে রয়েছে তাদের সন্তানদের জন্মগত নাগরিকত্ব সুবিধা না দেওয়া। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং যেগুলোকে ট্রাম্প প্রশাসন “জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি” বলে মনে করে, সেগুলোর মোকাবিলায় নেওয়া বৃহত্তর উদ্যোগের একটি অংশ। ট্রাম্প প্রশাসনের যুক্তি হলো: ১৪তম সংশোধনীতে “সাবজেক্ট টু দ্যা জুরিসডিকশন দেয়ারঅফ” বলতে যারা স্থায়ী কিংবা আইনসম্মতভাবে নেই তারা ওই সংশোধনীর আওতায় পড়বে না। বোঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলার বাদী হলেন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন। এর ন্যাশনাল লিগ্যাল ডিরেক্টর সেসিলিয়া ওয়াং সিবিএসকে বলেছেন কোনো প্রেসিডেন্টই ১৪তম সংশোধনীতেনাগরিকত্ব বিষয়ক মৌলিক অঙ্গীকারের পরিবর্তন করতে পারেন না। দেড়শ বছর ধরে এটা ছিলো আইন ও আমাদের জাতীয় প্রথা যে, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে যারা জন্ম নিবেন তারা জন্ম থেকেই একজন নাগরিক,” মিজ ওয়াং এক বিবৃতিতে বলছিলেন। তিনি বলেন, “আমরা এই মেয়াদে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে চিরদিনের জন্য নিষ্পত্তি করার দিকে তাকিয়ে আছি”। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ত্রিশটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

অ-ইউরোপীয় ১৯ দেশের অভিবাসন আবেদন স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: এর আগে গত জুন মাসে দেশগুলোর ওপর আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এবার অভিবাসনের ওপর আরও কঠোর বিধিনিষেধ জারি হলো।

জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ইউরোপের বাইরের ১৯টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসনসংক্রান্ত সব ধরনের আবেদন প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার পরিধি বাড়ছে, তালিকায় থাকতে পারে ৩০টির বেশি দেশ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় থাকা দেশগুলোর তালিকা বড় হতে যাচ্ছে। নতুন তালিকায় নিষেধাজ্ঞা পাওয়া দেশের সংখ্যা ৩০টির বেশি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম। গত বৃহস্পতিবার (০৪ ডিসেম্বর) সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন তিনি।

আলাপচারিতার সময় নোমকে প্রশ্ন করা হয়: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পাওয়া দেশের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩২টি করবে কি না? জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় এই কর্মকর্তা বলেন, ‘আমি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সংখ্যা বলব না। তবে নিষেধাজ্ঞায় থাকা দেশের সংখ্যা ৩০টির বেশি হবে। আর প্রেসিডেন্ট এখনো দেশগুলো যাচাইবাছাই করে দেখছেন।’

এর আগে গত জুনে একটি ঘোষণায় সই করেছিলেন ট্রাম্প। তাতে ১২টি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া আরও সাত দেশের ওপর ভ্রমণ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, নিরাপত্তা হুমকি থেকে সুরক্ষা পেতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় ১২টি দেশের অভিবাসী ছাড়াও পর্যটক, শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীরা ছিলেন। সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টি নোম বলেননি কোন কোন দেশকে তালিকায় যুক্ত করা হবে। তিনি শুধু বলেন, ‘ওই দেশগুলোয় যদি স্থিতিশীল সরকার না থাকে, যদি তাদের টিকে থাকার

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

সোমালি অভিবাসীদের ট্রাম্প ‘আবর্জনা’ বলার জবাবে কী বললেন ইলহান ওমর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় বসবাস করা সোমালি অভিবাসীদের নিয়ে আবারও আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প তাঁদের ‘আবর্জনা’ বলেছেন। পাল্টা জবাবে ডেমোক্রেটিক দলীয় কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমর বলেছেন, তাঁর প্রতি ট্রাম্পের আসক্তি বিরক্তিকর।

ইলহান সোমালি বংশোদ্ভূত প্রথম নারী, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। মিনেসোটা থেকে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য হয়েছেন।

গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ট্রাম্প কংগ্রেস সদস্য ইলহান ও অন্য সোমালি অভিবাসীদের ‘আবর্জনা’ বলে উল্লেখ করে তাঁদের

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

সোমালিয়ার অভিবাসীদের ‘আবর্জনা’ বললেন ট্রাম্প, ‘পাল্টা জবাব না দেওয়াই ভালো’ বললেন সোমালি প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী হামজা আবদি বলেন, ‘ট্রাম্প যে কেবল আমাদের দেশকেই অপমান করেন, বিষয়টি এমন নয়। নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আরও অনেক দেশকে অপমান করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তর না দেওয়াটাই শ্রেয়’।

সম্প্রতি সোমালিয়ার অভিবাসীদের ‘আবর্জনা’ বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এমন বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের জবাবে সোমালিয়ার প্রধানমন্ত্রী হামজা আবদি বারে বলেছেন, এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানোই ভালো।

গত মঙ্গলবার (০২ ডিসেম্বর)হোয়াইট হাউসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে ট্রাম্প ওই মন্তব্য করেন। এর পরদিন বুধবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে একটি সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন প্রধানমন্ত্রী হামজা আবদি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী হামজা আবদি বলেছেন, ‘ট্রাম্প যে কেবল আমাদের দেশকেই অপমান করেন, বিষয়টি এমন নয়। নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আরও অনেক দেশকে অপমান করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তর না দেওয়াটাই শ্রেয়’।

সোমালিয়ায় প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ মানুষের বাস। সশস্ত্রগোষ্ঠী আল-শাবাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে তারা দীর্ঘদিনের মিত্র মনে করে। বিদেশি সহায়তা কমালেও ২০২৫ অর্থবছরে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র সোমালিয়াকে প্রায় ১২ কোটি ৮০ লাখ ডলার সহায়তা দিয়েছে।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

তারেকের দেশে ফেরার তথ্য নেই, হাসিনাকে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে ভারত ইতিবাচক সাড়া দেয়নি

পরিচয় ডেস্ক: শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে ভারত এখনও ইতিবাচক সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকালে রংপুরে সরকারি সফরে এসে সার্কিট হাউসে গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, “আমরা তো চেয়েছি শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানো হোক, যেহেতু তিনি একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামি। সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা তাকে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা ইতিবাচক কোনো সাড়া এখন পর্যন্ত পাইনি। এটা নিয়ে আমার মনে হয় স্পেকুলেট না করাই ভালো। দেখা যাক কী হয়।”

তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে আমরাও তাদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছি, যোগ করেন তিনি।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরে কোনো তথ্য নেই বলেও উল্লেখ করেন উপদেষ্টা।

রংপুর অঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তৌহিদ হোসেন জানান, চীনের

সহায়তায় নীলফামারী জেলায় ১০০০ শয্যার একটি হাসপাতাল হবে। তিনি বলেন, “এটা ঢাকায় করার অনেকের চেষ্টা ছিল। কিন্তু আমরা বলেছি, ঢাকায় তো অনেক কিছুই আছে। উত্তরবঙ্গে অনেক কিছুরই শর্টেজ (ঘাটতি) আছে। তাই হাসপাতালটা ওখানে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “এই হাসপাতালটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যাতে শুধু নীলফামারী নয়, পুরো অঞ্চলের মানুষ সেবা পায়। এমনকি ভুটান বা ভারত থেকেও চিকিৎসার জন্য রোগীরা আসতে পারেন। কারণ ভারতের এই অঞ্চলে খুব ভালো ফ্যাসিলিটিজ নেই।”

আগামী ফেব্রুয়ারিতে সঠিকভাবে নির্বাচন হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, “আমাদের সময় খুবই সীমিত। আমরা আশা করছি যে খুব সঠিকভাবে নির্বাচন হয়ে যাবে ফেব্রুয়ারিতে। এবং আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দেশের ভার দিয়ে সরে যাব।”

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, “আমরা গত এক-দেড় বছর যাবত চেষ্টা করছি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমানের বাংলাদেশে ফেরা অনিশ্চিত হলেও ঢাকায় পৌঁছুল ২ কোটি ৭৬ লাখ টাকার গাড়ি

পরিচয় ডেস্ক: নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রাজধানীর তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডে অবস্থিত এশিয়ান ইমপোর্টস লিমিটেডের শো-রুমে গাড়িটি দেখা গিয়েছিল। সে সময় শো-রুমের কর্মচারীরা গাড়িটির ছবি তুলতে বাধা দেন এবং এটি কার জন্য আনা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সব নির্বাচনের পরে আক্রান্ত সংখ্যালঘুরা’, ৯ দফা দাবিতে সরব হিন্দুরা

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির তরফ থেকে সভায় বলা হয়, “নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুদের অতীত অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেদনার, একই সঙ্গে উদ্বেগ ও শঙ্কার। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ২০০৮ সালের নির্বাচন। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে প্রত্যেকটি নির্বাচনে, নির্বাচনের আগে ও পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছে।”

বাংলাদেশে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। এরই মাঝে বাড়ছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। এহেন পরিস্থিতিতে নির্বাচনের আগে ও পরে অন্তত এক মাস ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় সেনা মোতায়েনের দাবি জানাল বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি। আজ ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভায় এই দাবি জানানো হয়। মহানগর *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সার্বজনীন পূজা কমিটির তরফ থেকে সভায় বলা হয়, “নির্বাচন নিয়ে সংখ্যালঘুদের অতীত অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বেদনার, একই সঙ্গে উদ্বেগ ও শঙ্কার। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ২০০৮ সালের নির্বাচন। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে প্রত্যেকটি নির্বাচনে, নির্বাচনের আগে ও পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছে।” *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্রিফ করলো জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে জাতিসংঘ। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ঢাকায় জাতিসংঘ কার্যালয়ে এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।

এতে জানানো হয়, ব্রিফিংয়ে নির্বাচন কমিশনকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কী ধরনের কারিগরি সহায়তা দেওয়া হবে তার একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়।

জাতিসংঘ কার্যালয় জানায়, ব্যালট প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কার্যকর সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ভোটার ও নাগরিক শিক্ষা, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহসহ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি ও সঠিক তথ্য নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ যে বিভিন্ন সহযোগিতা দিচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়।

জাতিসংঘ জানায়, এই সহায়তা জাতিসংঘের মূল নীতিমালার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকার।

২০২৫ সালের মে মাসে শুরু হওয়া ব্যালট প্রকল্পের মাধ্যমে এরই মধ্যে নিবন্ধিত ১২ কোটি ভোটারের পাশাপাশি আরও প্রায় ৮০ লাখ নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে পৌঁছেছে ৬১ হাজার টন গম

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬০ হাজার ৯৫০ টন গম নিয়ে আসা এমভি লোল্যান্ডস প্যাট্রাশে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা চুক্তির আওতায় এ গম এসেছে। গতকাল শুক্রবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ এরই মধ্যে সরকার টু সরকার (জিটুজি) ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করছে।

এই চুক্তির আওতায় মোট চার লাখ ৪০ হাজার টন গম *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

নতুন বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে গণভোট বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সময় একইসাথে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে, যা আগামীর বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। গণভোটের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন ভিত্তি পাবো সেটা শতবর্ষ ধরে এই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এবারের নির্বাচন কোনো সাধারণ নির্বাচন নয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যারা শহিদ হয়েছে, তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই নির্বাচন। তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে সেই স্বপ্নকে আমরা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব। ড. ইউনূস বলেন, সামনের নির্বাচনে বিদেশ থেকে অনেক প্রতিনিধিদল, নির্বাচন পর্যবেক্ষক আসবেন। তারা যেন এই নির্বাচনকে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারেন,

সেই লক্ষ্যে পুলিশ সুপারদের কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, অতীতের নির্বাচনগুলো আমরা সবাই দেখেছি। কেউ প্রহসনের নির্বাচন বলে, কেউ বলে প্রতারণা আর তামাশার নির্বাচন। সেখান থেকে বেরিয়ে অনেক ওপরে উঠে আমাদের একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। সেই পরিবর্তন নিয়ে আসাই পুলিশ বাহিনীর বড় দায়িত্ব।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আগামী নির্বাচন সকলের জন্য একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে জেলা পুলিশ সুপারদের ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সব কথা তো কাগজে লিখে দেওয়া যায় না। দায়িত্ব পালনের সময় আপনারা চিন্তা করবেন, কীভাবে কাজটি আরও সুন্দরভাবে করা যায়।

পুলিশ সদস্যদের কাজের মান উন্নত করতে ও কাজে আনন্দ বাড়াতে জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতে পারে বলে জানান ড. ইউনূস। এ ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় বলেও তিনি পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে ভোট প্রদানে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৭৪ প্রবাসীর নিবন্ধন

পরিচয় ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৭৪ জন প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার নিবন্ধন করেছেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পোস্টাল ভোটিং আপডেট থেকে এ তথ্য জানা যায়।

তথ্যানুযায়ী, 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে মোট ১ লাখ ৯৩ হাজার ৮৭৪ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে এক লাখ ৭৪ হাজার ৯০৯ জন পুরুষ ও ১৮ হাজার ৯৬৫ জন নারী রয়েছেন।

সঠিক ঠিকানা প্রদান

পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনের সময় সঠিক ঠিকানা দেওয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনুরোধ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ইসি থেকে পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপে নিবন্ধনের সময় আপনার (প্রবাসী) অবস্থানকালীন দেশের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সঠিক ঠিকানা দিন। প্রয়োজনে কর্মস্থল অথবা পরিচিতজনের ঠিকানা দিন।

আরো বলা হয়, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

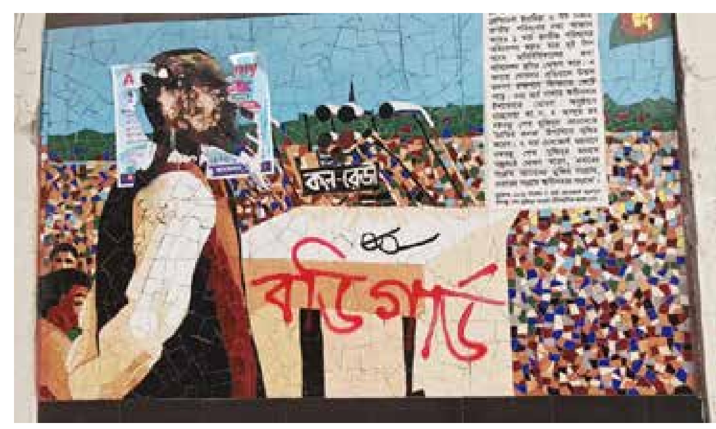

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন: আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংকে নজর, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: নিষিদ্ধ 'আওয়ামী লীগের ভোটের্ব্র দিকে নজর রাখছে সব রাজনৈতিক দল। কোথাও কোথাও আওয়ামী লীগের স্বজন বা গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতাদের ছাড়িয়ে নিতেও দেখা গেছে জামায়াতকে। আওয়ামী লীগের কি এখন আর ভোট ব্যাংক নেই? ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কার্যক্রম নিষিদ্ধ 'আওয়ামী লীগের ভোটের্ব্র দিকে নজর রাখছে সব রাজনৈতিক দল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দল হিসেবে সেই ভোট দাবি করছে বিএনপি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের কখনো ভাই, কখনো বন্ধু সম্বোধন করে ভোট চাইছেন জামায়াত নেতারা।

কোথাও কোথাও আওয়ামী লীগের স্বজন বা গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতাদের ছাড়িয়ে নিতেও দেখা গেছে জামায়াতকে। তবে আওয়ামী লীগের এখন আর ভোট ব্যাংক নেই বলে দাবি করছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি।

অজ্ঞাতস্থান থেকে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী আরাফাত এ রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, "ফেব্রুয়ারিতে যে ভোট হতে যাচ্ছে, তাতে দেশের মানুষের আগ্রহ নেই। সেই প্রবাদের মতো 'আমরা আর মামুরল্ব - এমন ভোট হতে যাচ্ছে। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, জাতীয় পার্টি, ১৪ দলীয় জোটের কাউকেই তো তারা ভোট করতে দিচ্ছে না। ফলে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় যে জোট ছিল, তারাই ভোট করছে। ফলে মানুষ ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত। এই কারণে তাদের আগ্রহ নেই। তারা ভোট দিতে যাবেন না। দল হিসেবে আমরা জনগনকে ভোট দিতে না যেতে বলবো। অন্যদিকে এই সরকার যে গণভোট করতে যাচ্ছে সেটাও অবৈধ। এই সরকারের ম্যান্ডেটই নেই। কিভাবে গণভোট হতে পারে সে ব্যাপারে সংবিধানে পরিস্কার উল্লেখ আছে।"

ভোটের হিসাব-নিকাশ

বাংলাদেশে ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনকে সকল দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। ওই চারটি নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট পেয়েছে ৩০.০৮ শতাংশ, ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩৭.৪৪ শতাংশ, ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪০.১৩ শতাংশ ও ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪৮.০৪ শতাংশ। এরপর তিনটি জাতীয় নির্বাচন হলেও সেগুলো ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।

অন্যদিকে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ভোট পেয়েছে ৩০.৮১ শতাংশ, ১৯৯৬ সালের *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা ভারতের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সীমান্তে নতুন ধরনের কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের পরিকল্পনা করছে ভারত। রোববার (৩০ নভেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের ত্রিপুরা

ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল অলোক কুমার চক্রবর্তী।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইকে অলোক কুমার জানান, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার সঙ্গে রয়েছে ৮৫৬ কিলোমিটার সীমান্ত। তবে বেশিরভাগ জায়গায় কাঁটাতারের বেড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের বেড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই নতুন করে বেড়া স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার নতুন নকশার প্রস্তাব কেন্দ্রের বিবেচনাধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

অলোক কুমার দাবি করেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক'। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী এবং বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী (বিজিবি) এর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক। আমাদের দেশে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গল্প যতটা শোনা যায়, দারিদ্র্য হ্রাসের চিত্র

ততটা আশাবাদী নয়। একসময় ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকা দারিদ্র্যের হার এখন অনেক ধীরগতিতে নেমে আসছে। চার বছর ধরে বাড়ছে দারিদ্র্যের হার।

বলা হচ্ছে, প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও তার সুফল সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের ঘরে পৌঁছাচ্ছে কম।

বরং বৈষম্য আরো গভীর হচ্ছে,

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে তুলে এনেছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র পারেনি, কারণ তারা ‘চায়নি’

পরিচয় ডেস্ক: দারিদ্র্যসীমার নিচে ধুঁকতে থাকা মানুষদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে চীনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র বেশ পিছিয়ে। চীনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু অর্থনৈতিক উৎপাদন ৬ গুণ বেশি। অথচ, চীনের চেয়ে ‘হতদরিদ্র’ মানুষের সংখ্যা এখন যুক্তরাষ্ট্রেই বেশি।

বিশ্বায়নের সুফল যে চীন সবচেয়ে বেশি পেয়েছে, তা নিয়ে দ্বিমতের সুযোগ কম। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে দেশটিতে দিনে ৩ ডলারের (২০২১ সালের মান অনুযায়ী) কম আয়ে চলা মানুষের সংখ্যা ছিল ৯৪ কোটি ৩০ লাখ; যা ছিল দেশটির মোট জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ। ২০১৯ সালে এসে চীন অভাবনীয়ভাবে এই সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে এনেছে।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রটি উল্টো। যুক্তরাষ্ট্রের অবিরাম সাফল্যের যে গল্প শোনানো হয়, দারিদ্র্যের এই পরিসংখ্যান তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। দেশটিতে এখন ৪০ লাখের বেশি মানুষ দিনে ৩ ডলারের কম আয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। যা মোট জনসংখ্যার ১ দশমিক ২৫ শতাংশ। ৩৫ বছর আগের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে এই অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা তিন গুণের বেশি বেড়েছে।

এটা ঠিক যে ইউরোপের দেশগুলোর চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতা এখন অনেক বেশি। কর্মীপ্রতি উৎপাদন বা আয়ে বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশই কেবল তাদের সমকক্ষ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের কল্যাণে দেশটি হয়তো আরও অনেকটা এগিয়ে যাবে। কিন্তু অর্থনীতির এত অগ্রগতির পরও দরিদ্র মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি দেশটির জন্য অস্বস্তিকরই বটে।

যুক্তরাষ্ট্র তার বিপুল সম্পদ কীভাবে খরচ করে বা কাদের পেছনে ব্যয় করে, সেই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। একটি সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা কতটা সফল, তা শুধু মোট সম্পদ দিয়ে মাপা যায় না। সেই সাফল্যের সুফল সমাজের সব স্তরে কীভাবে পৌঁছাচ্ছে এবং ব্যর্থতার দায় কীভাবে মেটানো হচ্ছে, সেটাও বিবেচ্য।

দারিদ্র্যসীমার নিচে ধুঁকতে থাকা মানুষদের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে চীনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র বেশ পিছিয়ে। চীনের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু অর্থনৈতিক উৎপাদন ছয় গুণ বেশি। অথচ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, চীনের চেয়েওহতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

ব্যয় বাড়লেও মূল্য স্থির, সংকটে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পড় যা বহু দিন ধরে দেশের সবচেয়ে সফল উৎপাদন খাতগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিতড়এখন গভীর সংকটে পড়েছে। কারণ উৎপাদন ব্যয় লাগামছাড়া বাড়লেও সরকারের নির্ধারিত মূল্যসীমা ২০২২ সালের পর থেকে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

শিল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ২০২২ সালের পর থেকে মূল্য সমন্বয় বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি, ডলারের দরে অস্থিরতা, বিদ্যুৎগ্যাসের দাম বাড়া এবং ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদড়সব মিলিয়ে অনেক কোম্পানি টানা লোকসানে পড়েছে। কয়েকটি প্রয়োজনীয় ওষুধ ইতোমধ্যে উৎপাদন লাইন থেকে উঠে গেছে, ফলে রোগীরা বাধ্য হয়ে বহুগুণ বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিশ্ববাজারের সাথে যুক্ত করতে শীঘ্রই বাংলাদেশে আসছে পেপ্যাল

জানালেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়েওপেপ্যাল্ল শীঘ্রই বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করতে চাইছে এবং এর ফলে দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সাররা সহজেই আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও চ্যানেল আই আয়োজিতওঅ্যাগ্রো অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর এই তথ্য জানান।

গভর্নর বলেন,ওপেপ্যাল বাংলাদেশে ব্যবসা করতে আগ্রহী। ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খোলার মাধ্যমে ছোট চালানে পণ্য রপ্তানি করা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। পেপ্যালের মতো আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম চালু হলে তারা সহজেই ইউরোপ, আমেরিকা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে পণ্য পাঠাতে পারবেন এবং দ্রুত পণ্যের দাম দেশে আনা সম্ভব হবে৷

তিনি আরও করেন, ওবর্তমানে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ের অভাবে আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেকে বিদেশ থেকে টাকা আনার সময় বিড়ম্বনায় পড়েন। অনেক সময় তারা তাদের পারিশ্রমিকও পান না। পেপ্যাল চালু হলে এই সমস্যার সমাধান হবে৷

পেপ্যাল একটি বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা, যা ব্যবহারকারীরা অনলাইনে টাকা পাঠানো ও গ্রহণ করা, বিল পরিশোধ করা এবং আন্তর্জাতিক কেনাকাটা করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীর ব্যাংক বা কার্ডের সঙ্গে নিরাপদভাবে সংযুক্ত হয়ে দ্রুত লেনদেন সম্পন্ন করে। বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

ব্যবসায়ীরা নন, অর্থপাচারে আমলারাই বেশি এগিয়ে বললেন এপেক্স গ্রুপের নাসিম মঞ্জুর

পরিচয় ডেস্ক: ব্যবসায়ীরা নয় বরং দেশের আমলারাই সবচেয়ে বেশি অর্থপাচার করেছে বলে মন্তব্য করেছেন এপেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) অর্থপাচার এবং দেশে বেসরকারি খাতের বিকাশের পদ্ধতি নিয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এই অভিযোগ করেন।

বিডায় বিনিয়োগ সংলাপে অংশ নিয়ে নাসিম মঞ্জুর বলেন, বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

রন্ধনশিল্পই যখন ভিসা: দেশের শেফ প্রশিক্ষণ যেভাবে বাংলাদেশি তরুণদের বিদেশে কাজের সুযোগ করে দিচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: লন্ডন, গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তির সবকিছুই প্রায় চূড়ান্ত সাদিক নিশাতের। আইইএলটিএস স্কোরও ৭। তবে দেশ ছাড়ার আগে তাঁর মনে একটিই ইচ্ছাড়রান্নাটা শিখে যেতে হবে।

সেই আপাত সাধারণ ইচ্ছা থেকেই ভর্তি হন খলিল কালিনারি আর্টস সেন্টারের একটি কোর্সে। সেখান থেকেওফুড অ্যান্ড বেভারেজ্ব বিষয়ে তিন মাসের প্রশিক্ষণও সম্পন্ন করেন। সেখানকার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল? নিশাতের কথায়, বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

‘ইসলামোফোবিয়া’ নিয়ে মুখ খুললেন পোপ, ইউরোপকে শিক্ষা নিতে বললেন লেবানন থেকে

পরিচয় ডেস্ক: পোপ লিও চতুর্দশ বলেছেন, ইউরোপে “ইসলামোফোবিয়া” হলো বিভিন্ন ধর্ম বা জাতিগত পটভূমির লোকদের বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ। তিনি জোর দিয়ে বলেন, লেবাননে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সহাবস্থান ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার জন্য শিক্ষা। প্রকৃত সংলাপ ও শ্রদ্ধার পথ অনুসরণ করতে হবে।

কয়েকদিনের তুরস্ক এবং লেবানন সফর শেষ করে মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিশেষ বিমানে রোমে ফেরার সময় পোপ এ কথা বলেন।

বিমানে থাকা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়, তিনি এই সফরের মূল্যায়নের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে কথা বলেন।

ইউরোপে “ইসলামোফোবিয়া” নিয়ে তিনি বলেন, “আমি জানি যে মাঝে মাঝে ইউরোপে ভয় থাকে, কিন্তু প্রায়শই তারাই এই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যারা অভিবাসনের বিরোধিতা করে এবং যারা অন্য দেশ, অন্য ধর্ম বা অন্য জাতিগত পটভূমি থেকে আসা লোকদের বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে।”

তিনি বলেন, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সংলাপ এবং বন্ধুত্ব সত্যিই সম্ভব।

“আমি মনে করি লেবানন বিশ্বকে যে মহান শিক্ষা দিতে পারে তা হলো, এটি এমন একটি দেশ, যেখানে ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম উভয়ই বিদ্যমান এবং সম্মানিত, যেখানে সহাবস্থান ও বন্ধুত্ব সম্ভব।”

“গত দুই দিনে আমরা যে গল্পগুলো শুনেছি, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের একে অপরকে সাহায্য করার সাক্ষ্য - এমনকি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলোতেও। সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যা ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকাতেও শোনা উচিত। সম্ভবত আমাদের একটু কম ভীত হওয়া উচিত এবং প্রকৃত সংলাপ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধির উপায়গুলো সন্ধান করা উচিত।” লেবাননে ইসরায়েলের আক্রমণ বন্ধে এবং এই অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি সম্ভব কিনা- এমন প্রশ্নের উত্তরে পোপ বলেন, “হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যে টেকসই শান্তি সম্ভব।” ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যবহার করে লেবাননে আক্রমণ বন্ধ করতে সাহায্য করতে চান কিনা - এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আমি আপনার উল্লেখ করা কিছু নেতার সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছি, এমনকি খুব সীমিত উপায়েও। আমি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের শুল্কের আঘাতে বড় সংকটে ভারত

শশী থারুর : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করেছেন। অনেক পণ্যে শুল্ক ২৫ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশে পৌঁছেছে। ফলে ভারতের রপ্তানি অর্থনীতি বড় ধাক্কা খাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় পণ্য দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে সুলভ ছিল। কিন্তু ভারতের প্রায় অর্ধেক পণ্য এখন যুক্তরাষ্ট্রে এত ব্যয়বহুল হয়ে গেছে যে সেগুলো মার্কিন বাজারে বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব পড়ছে ভারতের সাধারণ মানুষের ওপর।

গত দুই দশকে বৈশ্বিক রপ্তানিতে ভারতের অংশ ২০০৫ সালের ১ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে বেড়ে ২ দশমিক ৪ শতাংশে পৌঁছেছে। সংখ্যাটি ছোট মনে হলেও এর পেছনে ছিল রপ্তানিকারক, নীতিনির্ধারক ও শ্রমিকদের দীর্ঘ পরিশ্রম। তাঁরা জানতেন, উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার জন্য বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন

ট্রাম্পের শুল্কনীতি সেই অগ্রগতিকে কয়েক ধাপ পিছিয়ে দিতে পারে অথবা আরও খারাপ কিছু ঘটাতে পারে।

পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। সেপ্টেম্বর মাস ছিল শুল্ক কার্যকর হওয়ার প্রথম পূর্ণ মাস। ওই মাসে ভারতের পণ্য আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি বেড়ে ৩২ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। এটি ছিল গত ১৩ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘাটতি। আগস্টে এ ঘাটতি ছিল ২৬ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি ৬ দশমিক ৯ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

দুকূলই কি রাখতে পারবেন মোদি?

পরিচয় ডেস্ক: ভারত সফর করছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। নয়াদিল্লিতে নেমেই তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। এই আলিঙ্গন ইঙ্গিত দেয় যে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়লেও রাশিয়ার শক্তিশালী মিত্রের অভাব নেই।

কিছুক্ষণ থেমে একটি ঐতিহ্যবাহী নাচ দেখার পর দুজনই একই গাড়িতে ওঠেন এবং মোদির বাসভবনে ব্যক্তিগত নৈশভোজে যোগ দিতে রওনা হন। পুতিনের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেও মোদি রাশিয়ার প্রধান বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও কৌশলগত অংশীদারত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।

ভারতের একদিকে উন্নত রাশিয়ান যুদ্ধবিমান কেনার সম্ভাবনা, সস্তা তেল এবং শীতল যুদ্ধ থেকে তৈরি অটুট বন্ধুত্ব; অন্যদিকে প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা—এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শাস্তিমূলক শুল্ক তুলে নেবেন, এই প্রত্যাশা।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত তার বড় বাজার আর ইন্দো-প্যাসিফিকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া—দুই দেশকেই নিজের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য করেছে।

যুদ্ধ শুরুর পর পুতিন প্রথমবার ভারত সফর করছেন। তবে এই সফর মোদির জন্য কূটনৈতিকভাবে বেশ কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

অন্যদিকে নয়াদিল্লি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি জরুরি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এর অর্ধেকই ছিল রাশিয়া থেকে সস্তা তেল কেনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের ওপর সরাসরি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

ওয়াশিংটনকে সন্তুষ্ট করতে নয়াদিল্লি সম্প্রতি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে—রাশিয়ান তেল কেনা কমিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২২ লাখ টন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) কেনার বিষয়েও সম্মত হয়েছে।

পুতিনের সফরের এই আলোচ্য তালিকায় ওপরের দিকে রয়েছে সম্ভাব্য নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি। ভারত মনে করে, রুশ অস্ত্র কেনা পাকিস্তান ও চীনকে মোকাবিলায় নিজেদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক বছরে দুই দেশের সঙ্গেই সীমান্ত বিরোধে জড়িয়েছে দেশটি।

আবার রাশিয়া চীনের ঘনিষ্ঠ মিত্র, আর বেইজিং আবার পাকিস্তানের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। এই সমীকরণ দেখায় যে ভারত কতটা জটিল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।

অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ কান্তি বাজপাইয়ের মতে, পুতিনকে এমন জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে নয়াদিল্লি পশ্চিমাদের এবং চীনকে বার্তা দিচ্ছে যে ভারতের সামনে—বিকল্প *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ইমরান খান বেঁচে আছেন, দেশ ছাড়তে চাপ দিচ্ছে সরকার

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রধান ইমরান খানের মৃত্যু নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন দলটির সিনেটর খুররম জিশান।

ভারতের সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শনিবার (৩০ নভেম্বর) তিনি বলেন, ইমরান খান বেঁচে আছেন এবং বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি আছেন।

সিনেটর জিশান অভিযোগ করেছেন, ইমরান খানকে পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য করার কৌশল হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবে জেলের ভেতরে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়েছে। এএনআইকে তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ইমরান খানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তাকে ভয় পাচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়েই তারা ইমরান খানের কোনো ছবি বা ভিডিও প্রকাশ করতে দিচ্ছে না।’

চলতি সপ্তাহের শুরুতে আফগানিস্তানের কিছু সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে গুজব ছড়ানো হয়, কারাগারে ইমরান খানকে হত্যা করা হয়েছে– আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও গত এক মাস ধরে তার বোনদের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়ায় এই গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে সিনেটর জিশান বলেন, ‘এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রায় এক মাস ধরে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তার পরিবার, আইনজীবী, এমনকি দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদেরও তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটি মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। মনে হচ্ছে, তারা তাকে কোনোকিছুতে বাধ্য করার চেষ্টা করছে।’ তবে তিনি নিশ্চিত করেন, ‘তিনি (ইমরান খান) বেঁচে আছেন এবং বর্তমানে আদিয়ালা জেলেই আছেন। তিনি সুস্থ আছেন।’

পাকিস্তান সরকার ইমরান খানের সঙ্গে কী ধরনের সমঝোতা করতে চাইছে– এমন প্রশ্নের জবাবে এই সিনেটর *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

রটে গেছে-নির্বাচন হবে না, এই গুজব কেন?

মহিউদ্দিন আহমদ

গুজব কী? এর সরল অর্থ হলো মিথ্যা রটনা। কেউ এমন একটা কিছু বলল, যেটা বাস্তবে নেই, কিন্তু সেটাকেই সত্য বলে প্রচার করা। কথায় আছে, একটা মিথ্যা বারবার বললে সেটি সত্য হয়ে যায়। মানুষ সেটিই বিশ্বাস করতে থাকে। তখন আসল সত্যটি হারিয়ে যায়। আর আসল সত্যের কথা তখন কেউ যদি উচ্চারণ করে, সে পড়ে যায় মহাঝামেলায়।

একটা প্রবচন আছে, 'দশচক্রে ভগবান ভূত'। শব্দশিল্পীরা চমৎকার কিছু কথা আউড়ে গেছেন, যেমন 'মিথ্যার মতো সুন্দর' কিংবা 'সত্যের মতো বদমাশ'।

ইন্টারনেট ঘেঁটে গুজব প্রসঙ্গে বেশ কিছু উদ্ধৃতি পেয়েছি। একেকটা উদ্ধৃতির সঙ্গে বিখ্যাত কোনো মনীষীর নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না:

১. গুজব হলো অপ্রমাণিত সত্যের ছদ্মরূপ: মার্ক টোয়েন।
২. গুজব ছড়ানো সহজ, কিন্তু তা মোকাবিলা করা কঠিন : আলবার্ট আইনস্টাইন।
৩. যে ব্যক্তি গুজব বিশ্বাস করে, সে নিজের বিচারক্ষমতা হারায় : হেলেন কেলার।
৪. যে তথ্য যাচাই ছাড়া ছড়ায়, তা গুজবের সমতুল্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫. গুজবের প্রভাব কখনো হালকা হয় না: নেলসন ম্যান্ডেলা।
৬. গুজব মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং বিশ্বাসকে ক্ষয় করে : চার্লস ডিকেন্স।
৭. গুজব হলো অজ্ঞতার ফল : লিও তলস্তয়।
৮. গুজব ছড়ানো মানে অন্যের মানহানি করা : উইলিয়াম শেক্সপিয়ার।

মানুষ অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়। তারপর ঠেকে শেখে। ওপরের বাক্যগুলো নীতিকথা মনে হলেও এসবই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত উপলব্ধি।

এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। মুসলমানের বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কোরআন। দেখা যাক সেখানে এ প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে। সুরা বনি ইসরাইলের ৩৬ নম্বর আয়াতে তিনি বলছেন, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তা অনুসরণ কোরো না। কান, চোখ, মনড়প্রত্যেকের কৈফিয়ত তলব করা হবে।'

এ দেশে আমরা অনেকেই 'হুইন্যা মুসলমান'। আমাদের যা বলতে ও করতে নিষেধ করা হয়েছে, আমরা তা-ই বেশি বেশি করি। আমরা সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াই, ঝগড়া তৈরি করি। কেন করি? আমার মনে হয়, এর পেছনে দুটি কারণ আছে।

এক. কোনো একটা মতলব থেকে আমরা মিথ্যা প্রচার করি, গুজব রটাই। একটা মিথ্যাকে আমরা এমন নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করি যে মানুষ সেটি বিশ্বাস করে পঙ্গপালের মতো ছোটে। দুই. সমাজে কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে। তারা কাউকে ভালো থাকতে দেয় না। গুজব রটিয়ে মজা পায়। এটা তাদের কাছে বিনোদন। তাদের রটনায় সমাজের যে কত ক্ষতি হয়ে যায়, এ নিয়ে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া মার্ক এলিয়ট জাকারবার্গ এক আজব জিনিস বানিয়েছেনড়ফেসবুক। আমরা এর একটা গালভরা নাম দিয়েছিড় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। তো জাকারবার্গের ফেসবুক এখন একটা গুজবের আড়ত। সম্পাদনার বালাই নেই। মূলধারার গণমাধ্যমে সবার প্রবেশাধিকার নেই।

কিন্তু ফেসবুক হচ্ছে উন্মুক্ত মাধ্যম। এখানে সবাই স্বাধীন, যখন যা খুশি বলতে পারছেন, উগরে দিচ্ছেন। আজকাল এখান থেকেই হচ্ছে সাংবাদিকতা। একে বলা যায় ফেসবুক সাংবাদিকতা। এখানে সংবাদের উৎস হলো ফেসবুকে পাওয়া খবর। যে যা খুশি বলছে, লিখছে। ওপরে ছড়ি ঘোরানোর কেউ নেই।

শুরুতে মনে হয়েছিল, মূলধারার গণমাধ্যমে যে সিন্ডিকেট কাজ করে, তার দেয়াল ভেঙে মুক্ত সাংবাদিকতার স্ফুরণ ঘটবে। মুশকিল হলো, সবার তো শিক্ষা, রুচি আর লক্ষ্য এক নয়। ফলে একটি সম্ভাবনাময় গণযোগাযোগের মাধ্যম এখন মূর্খ আর ভাঁড়দের ভাগাড়ে পরিণত হতে চলেছে। ক্রমাগত চলছে মিথ্যাচার, অপতথ্য ছড়ানো আর চরিত্রহনন। আর আছে অশ্রাব্য শব্দের ব্যবহার, যেটাকে আমরা বলি স্ল্যাং। বাক্যে ও বক্তব্যে স্ল্যাং ব্যবহারের একটা প্রতিযোগিতা চলছে। যাঁরা শোভন বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ফাঁকা বুলির রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্ন আসছে কেন

কল্লোল মোস্তফা

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আলোচনায় সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দটি সম্ভবত 'সংস্কার'। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুরু হয় সংস্কার নিয়ে আলোচনা ও তৎপরতা। গঠিত হয় অনেকগুলো কমিশন, টাস্কফোর্স ও কমিটি। এসব কমিশন, টাস্কফোর্স ও কমিটি থেকে শত শত সুপারিশ ও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ১৫ মাসের মাথায় এসে দেখা যাচ্ছে, মৌলিক আর্থসামাজিক বিষয়ের সংস্কারগুলো আলোচনাতেই নেই।

রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে পাঁচটি সংস্কার কমিশনের সহস্রাধিক সুপারিশ থেকে ঐকমত্য কমিশনে আলোচনা হয়েছে মাত্র ১৬৬টি নিয়ে। এর মধ্যে আবার অনেক মৌলিক সংস্কার বিষয়েই রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়নেও প্রত্যাশিত অগ্রগতি নেই। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো রহস্যজনকভাবে বাদ পড়ে যাচ্ছে বা বদলে দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ পুলিশ ও দুদক সংস্কারের কথা বলা যেতে পারে।

পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত রেখে পেশাদারির সঙ্গে পরিচালনার জন্য অনেক দিন ধরেই আলোচিত হচ্ছে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের বিষয়টি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এই পুলিশ কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু যেভাবে তা গঠিত হচ্ছে, তাতে এই কমিশন বর্তমান দুদকের মতোই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও আমলাতন্ত্রের বশীভূত নখদন্তহীন একটি প্রতিষ্ঠান হবে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পুলিশের মূল সমস্যা হলো অবৈধ আদেশ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার। এ প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও পদায়ন ঘিরে। যদি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের মাধ্যমে এ কাজগুলো করা যায়, তাহলে পুলিশে রাজনৈতিক প্রভাব কমে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার পুলিশ কমিশন গঠনের জন্য যে অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি করেছে, সেখানে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষমতা পুলিশ কমিশনকে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়নি।

অর্থাৎ এগুলো আগের মতোই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় করবে। কমিশনের কাজ হবে এসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও সুপারিশ করা। তবে সেগুলো বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার বিষয়ে অধ্যাদেশে কিছু নেই। এমনকি আইজিপি নিয়োগে স্বচ্ছতার জন্য কমিশনকে তিন সদস্যের একটি প্যানেল গঠনের ক্ষমতা দেওয়ার যে প্রস্তাব করেছিল আইন উপদেষ্টার নেতৃত্বাধীন কমিটি, সেটিও খসড়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ কমিশনের সদস্য বাছাইয়ের জন্য যে কমিটি করা হবে, তার সভাপতি হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ফলে বাছাই কমিটি কতটা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, পুলিশকে আগের মতোই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন রাখার মাধ্যমে কার্যত পুলিশ কমিশনকে 'নখদন্তহীন' করে রাখার তৎপরতা চলছে আমলাদের দিক থেকে। কোনো কোনো রাজনৈতিক মহলও তাই চাইছে। (পুলিশ কমিশনের খসড়ায় আমলাতন্ত্রের 'হস্তক্ষেপ', প্রথম আলো, ৩০ নভেম্বর ২০২৫)

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনেও আমলাতন্ত্রের বাধার বিষয়টি উঠে এসেছিল। সেখানে বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পক্ষ থেকে পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের কাছে পাঠানো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত থেকে দেখা যায়, সেখানে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'স্বাধীন পুলিশ কমিশন করলে নিয়ন্ত্রণকারী কোনো কর্তৃপক্ষ থাকবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা এবং পুলিশ বাহিনীকে যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে না। সুতরাং স্বাধীন পুলিশ কমিশন করার প্রস্তাবের সঙ্গে জননিরাপত্তা বিভাগ যৌক্তিক কারণে দ্বিমত পোষণ করছে।' (পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন, সংলগ্নী-৯) সম্ভবত এ দ্বিমতের প্রতিফলনই ঘটেছে পুলিশ কমিশনবিষয়ক খসড়া অধ্যাদেশে।

যেনতেনভাবে কোনো কমিশন গঠন করলেই যে উদ্দেশ্য সফল হয় না, তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো দুর্নীতি দমন কমিশন বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ঝামেলামুক্ত ও অর্ধেক দামে
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
BOOK NOW 718-721-2012
Emirates
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

মুক্তির স্বপ্ন ভাঙে বাস্তবতার ঘায়ে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

যদি বলা যায় যে মৌলবাদিতা ও মাস্তানি আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, তাহলে উভয় পক্ষই তেড়ে আসবে মারতে। এবং তখনই একটা প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া যাবে যে ওই ধারণাটা মোটেই মিথ্যে নয়। দুটোই রোগ বটে। রোগীর পক্ষে বিপজ্জনক, জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। মৌলবাদিতা ও মাস্তানি এরা উভয়েই উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, জীবনের স্বাভাবিক ধারাপ্রবাহ থেকে বিচ্যুত। উৎপাদনবিরোধী তারা, ধারাপ্রবাহের অন্তরায়। আপাত-দূরত্বের আড়ালে কাছাকাছি তারা, একই রকম অসহিষ্ণু ও উচ্ছৃঙ্খল। জন্ম তাদের সমাজের একই আবিলতায়।

আমেরিকায় মৌলবাদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। হতাশায় উদারনীতি ও আধুনিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল কিছু মানুষ, যারা বলতে চেয়েছিল মোক্ষ রয়েছে বাইবেলে প্রত্যাগমনে। বিবর্তনবাদ পড়ানো যাবে না বিদ্যালয়ে, এ দাবিও তুলেছিল তারা। কিন্তু এই মৌলবাদের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য আছে আমাদের দেশের মৌলবাদের। এখানে সে নিরীহ নয়, আদালতে যায় না। বরং তেড়ে আসে। মৌলবাদ যে কত ভয়ংকর হতে পারে, দেখেছি আমরা একাত্তরে; তখন সে ঘাতক হয়েছিল, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায়।

মৌলবাদীদের তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে মাস্তানদের দৌরাত্ম্য; প্রায় একই মাত্রায়, বলতে গেলে। এ নিয়ে চিন্তিত অনেকেই, উদ্বিগ্ন ভীষণভাবে। গালমন্দও কম হচ্ছে না। কিন্তু এরা থামছে না, বরং যেন শক্তিশালীই হচ্ছে ক্রমাগত। একে নির্মূল করতে চাইলে এই শক্তির উৎস কোথায়, সেটা দেখা দরকার সর্বাগ্রে।

কুসংস্কার বলি, ভাববাদিতা বলি, মৌলবাদের লক্ষণ যেসব, সবই থাকে মানুষের মনে। উগ্রতার বসবাসও সেখানেই, এটা বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মানুষের মনটা থাকে কোথায়? প্রয়োজনীয় প্রশ্ন সেটাই। মন যে স্বাধীন নয়, সে যে নিয়ন্ত্রিত হয় বস্তুগত অবস্থান দ্বারাই, সেটা না বুঝলে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না, মৌলবাদকেও নয়। মৌলবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবিক অবস্থার মধ্যেই পুষ্ট হচ্ছে, সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের মনকে। মনের যা অবদানের, তা কখনোই শক্তিশালী হতো না যদি আনুকূল্য না পেত সমাজ ও রাষ্ট্রের।

মৌলবাদীরা বলে তারা বিপ্লব চায়। জানে, এ যুগ বিপ্লবের যুগ। এখন বিপ্লবের বিরোধিতা করলে মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না। এমনকি ভাত-কাপড়ের কথাও বলে আজকাল, গণতন্ত্রের দাবি তো তোলেই। সবকিছুর পেছনে অভিপ্রায় যেটি, তা হচ্ছে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা। বিপ্লবের কথা বলেই বিপ্লবকে প্রতিহত করবে। যেমন রাজনীতি করার মধ্য দিয়েই মানুষকে পরিণত করবে অরাজনৈতিক প্রাণীতে। অরাজনৈতিক হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না; দেবতা হয়, কিংবা হয় পশু। দেবতা হলে অসুবিধা ছিল না, আকাশে থাকত, কিন্তু পশু হয় বলেই বিপদ ঘটায়। পশু সমাজ মানে, সমাজের পরিবর্তন চায় না। পশু মানুষ হলে তার লাভলোকসানের হিসাব করা কঠিন। কিন্তু মানুষ পশু হলে সমাজ যে অচল হয়, তাতে সন্দেহের অবকাশ দেখি না।

দেশে একদিকে মৌলবাদ প্রবল হচ্ছে, অন্যদিকে প্রকৃত গণতন্ত্র আসছে না। এ দুটি বিচ্ছিন্ন নয় পরস্পর থেকে। গণতন্ত্র পাকিস্তানেও ছিল না, এখনো নেই। মৌলবাদ পাকিস্তানি আমলেও বাড়ছিল, এখনো বাড়ছে। গণতন্ত্র তো কেবল ভোট নয়, যদিও সে ভোটও বটে। গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার, এবং সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। আজ অধিকারও নেই, মূল্যবোধও নেই। যার ফলে পরমতসহিষ্ণুতার অভাব। অভাব সহনশীলতার। যা থেকে বোঝা যায় যে সামন্তবাদ গণতন্ত্রের শত্রু এবং মৌলবাদের মিত্র। গণতন্ত্র নেই বলেই মৌলবাদের এত বাড়বাড়ন্ত। সামন্তবাদে ভক্তি, আনুগত্য, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদির প্রশ্রয় থাকে। তার প্রবণতা স্বৈরাচারমুখী। মৌলবাদও এসবকে আশ্রয় করেই তাজা থাকে। এবং এদের পোক্ত করে প্রাণপণে।

অর্থনীতিতে পুরোপুরি পুঁজিবাদ এসে গেছে। না মেনে উপায় নেই, এখন উৎপাদন হয় মুনাফার স্বার্থে; বিক্রি হয় বাজারে। দ্বন্দ্ব এখন শ্রমের সঙ্গে পুঁজির। কিন্তু এই পুঁজিবাদ সামন্তবাদের বুক চিড়ে বেরিয়ে আসেনি, যার জন্য এর নানা অঙ্গে সামন্তবাদী মূল্যবোধগুলো *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশ বাঁচবে কীভাবে

শোয়েব সাম্য সিদ্দিক

আমরা এখন সেই পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে, যেখানে এআই শুধু উন্নয়ন নয়, মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নতুনভাবে লিখে দেওয়ার শক্তি ধারণ করে। আজকের বাস্তবতা হলো, বিশ্বের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই কর্মী ছাঁটাই করছে এবং সেই কাজগুলো দ্রুত এআই দিয়ে প্রতিস্থাপন করছে। এই পরিবর্তন কাউকে অপেক্ষা করে না। তাই প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি এই রূপান্তরকে ভয় পাবে, নাকি বুঝেশুনে নতুন পথে হাঁটবে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় বিশ্বে এআই সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করছে রুটিনভিত্তিক, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং ডেটানির্ভর কাজগুলোতে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে গত তিন বছরে যে চাকরিগুলো সবচেয়ে বেশি হারিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ডেটা এন্ট্রি, কাস্টমার কেয়ার, বেসিক কোডিং, কনটেন্ট রাইটিং, প্রশাসনিক এবং গ্রাফিকসের প্রাথমিক স্তরের কাজ। অভিজ্ঞতা দেখায় যে নিয়ম মেনে চলা এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ মেশিন মানুষের চেয়ে দ্রুত, সস্তা এবং অনেক কম ভুলের মাধ্যমে করতে পারে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) ফিউচার অব জবস রিপোর্ট ২০২৫-এ বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ৯২ মিলিয়ন চাকরি বিলুপ্ত হতে পারে, তবে ১৭০ মিলিয়ন নতুন চাকরি সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ চাকরির সংখ্যা একই থাকবে, তবে ধরন বদলে যাবে। একইভাবে ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউট (২০১৭) জানিয়েছে, আগামী দশকে ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিয়ন কর্মীকে নতুন দক্ষতা অর্জন করে পুনরায় নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এই ডেটাগুলো প্রমাণ করে যে পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের কোনো ধারণা নয়, এটি এখনই ঘটছে। এখানেই বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা রয়েছে। আমার পর্যবেক্ষণে বিশ্বে এআই সবচেয়ে দ্রুত প্রতিস্থাপন করছে ডেটা এন্ট্রি, কলসেন্টার, টিকিটিং, ব্যাংক টেলার, সাধারণ অ্যাকাউন্টিং, লিগ্যাল রিসার্চ, সাধারণ কনটেন্ট তৈরি, ক্যাশিয়ার, প্রাথমিক গ্রাফিক ডিজাইন এবং পণ্যের বর্ণনা লেখার কাজ। যেহেতু বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের বড় অংশ এখনো এসব কাজের ওপর নির্ভরশীল, তাই এখানেই তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি।

অন্যদিকে যেসব চাকরি বাড়ছে সেগুলো এআই ব্যবহারের ফলে তৈরি হওয়া নতুন প্রয়োজন এবং মানবকেন্দ্রিক দক্ষতার ওপর দাঁড়ানো। অভিজ্ঞতা বলছে মানবিক যোগাযোগ, বিশ্লেষণ, সৃজনশীলতা এবং কৌশলগত চিন্তার জায়গায় মেশিন মানুষের বিকল্প হতে পারে না। তাই বিশ্বে দ্রুত বাড়ছে এআই ট্রেনিং, সাইবার সিকিউরিটি, ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার আর্কিটেকচার, উন্নত ডিজাইন, চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, গবেষণা, শিক্ষা এবং কনসালটিংয়ের মতো পেশা। যদিও এসব দক্ষতা অর্জন কঠিন, কিন্তু একবার দক্ষ হলে চাকরি হারানোর ভয় থাকে না।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় দেখা যায়, আমাদের কর্মশক্তির একটি বড় অংশ এখনো ম্যানুয়াল অথবা প্রাথমিক ডিজিটাল কাজে যুক্ত। ফলে এআই প্রথম আঘাত করবে এখানেই। গ্রাফিকসের প্রাথমিক কাজ, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, বেসিক লেখালেখি এবং সাধারণ সফটওয়্যার টেস্টিং। এসব কাজ আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ববাজারে গুরুত্ব হারাবে। অথচ বাংলাদেশের তরুণদের বড় অংশ ঠিক এই কাজগুলোর ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ছাড়া প্রতিযোগিতায় থাকা কঠিন হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে সুযোগও কম নয়। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম সংখ্যায় বড়, প্রযুক্তি শেখার গতি দ্রুত এবং বৈশ্বিক বাজারে কাজ করার ইচ্ছা প্রবল। ফলে আগামী দশকে আমরা চাইলে ডেটা সায়েন্স, এআই ট্রেনিং, মেশিন লার্নিং অপারেশন, সাইবার সিকিউরিটি এবং ডিজিটাল বিজনেসের বড় সক্ষম শ্রমশক্তি হয়ে উঠতে পারি। কারণ, যত বেশি এআই তৈরি হবে তত বেশি প্রয়োজন হবে দক্ষ মানুষের, যারা এই প্রযুক্তিকে পরিচালনা করবে। তবে এই রূপান্তর সম্ভব হবে তখনই, যখন বাংলাদেশ শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নে সঠিক পথে হাঁটবে। আমার মতে, বাংলাদেশের সামনে পাঁচটি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, স্কিলভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মুখস্থনির্ভর শিক্ষা নয় বরং বিশ্লেষণধর্মী এবং বাস্তবধর্মী জ্ঞানকে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE
Grade 7
SHSAT
UP TO
$200 OFF
KHAN'S SIGNATURE SHSAT
Sale ends Sunday November 16th, 2025
Digital & In-Person At 8 Locations!
SHSAT Group Class
• Saturdays or Sundays
• Fundamentals
Specialized HS Test
• Stuyvesant
• Bronx Science
• Brooklyn Tech
4,862+
Students Accepted Over 30 Years!
Stuyvesant HS
Bronx Science
Brooklyn Tech
Affordable. Proven. Trusted.
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ডায়াবেটিস কি সত্যিই উল্টে যেতে পারে? গবেষণায় যা বলছে

পরিচয় ডেস্ক: টাইপ২ ডায়াবেটিস সাধারণত আজীবন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়ড়ওষুধ, খাদ্যনিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত নজরদারি এবং জটিলতার আশঙ্কা সবসময় সঙ্গে থাকে। তবে ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসগোর সাম্প্রতিক এক গবেষণা জানাচ্ছে, বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে এ রোগকে নন-ডায়াবেটিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

‘রিভার্সাল’ বা ‘রেমিশন’ আসলে কী?

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, টাইপ২ ডায়াবেটিসের রেমিশন বলতে বোঝায়ড়কোনো ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের সক্রিয় চিকিৎসা ছাড়াই দীর্ঘ সময় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ডায়াবেটিস-সীমার নিচে নেমে আসা। এটি স্থায়ী ‘নিরাময়’ নয়, কারণ রোগের মূলে থাকা জৈবিক প্রবণতা থাকে অক্ষত। অনেক ক্ষেত্রেই এটিকে ‘রিভার্সাল’ বলা হয়ড়অর্থাৎ ওষুধ ছাড়াই উল্লেখযোগ্য ও স্থায়ী গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ।

ডায়াবেটিস উল্টে যাওয়ার পেছনের বিজ্ঞান

টাইপ২ ডায়াবেটিস মূলত দুই কারণে হয়:

১. শরীরে ইনসুলিন প্রতিরোধ

২. অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষের দুর্বল ইনসুলিন নিঃসরণ

গবেষণা বলছে, লিভার ও অগ্ন্যাশয়ে অতিরিক্ত চর্বি জমা হলে এই দুই প্রক্রিয়াই দুর্বল হয়ে যায়। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডিসহ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য ওজন কমালে লিভার ও প্যানক্রিয়াসের ফ্যাট কমে, ফলে ইনসুলিন নিঃসরণ বেড়ে যায় এবং শরীর ইনসুলিনকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে। এতে অনেকের ক্ষেত্রেই ডায়াবেটিস রেমিশনে চলে যায়।

এ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে রয় টেইলরের টুইনুসাইকেল হাইপোথেসিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রেমিশন ঘটাতে যে পদ্ধতিগুলো কার্যকর প্রমাণিত

১. ওবেসিটি সার্জারি (বেরিয়াট্রিক সার্জারি)

গুরুতর স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার রোগীদের জন্য বেরিয়াট্রিক সার্জারি কার্যকর চিকিৎসা।

১.সাধারণত বিএমআই ৩২-এর বেশি হলে, অথবা চরম স্থূলতায় বিএমআই ৩৫-এর বেশি হলে এটি সুপারিশ করা হয়।

২. রোবোটিক-সহায়িত সার্জারি বর্তমানে অধিক নিখুঁত, কম রক্তক্ষরণ এবং দ্রুত সুস্থতার সুবিধা দেয়।

ডায়াবেটিস নিয়ে ভুল ধারণা

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের সমাজে ডায়াবেটিস সম্পর্কে কিছু ভূল ধারণা প্রচলিত আছে যার মধ্যে রয়েছে

*মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হয়

শরীর বেশি মোটা হওয়া ডায়াবেটিসের একটি রিস্ক ফ্যাক্টর। তবে মোটা না হলেই যে ডায়াবেটিস হবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই। শরীর মোটা না হলেও অন্য কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলে, ডায়াবেটিস হতে পারে।

*কার্বোহাইড্রেট কি ডায়াবেটিক রোগীদের শত্রু

কার্বোহাইড্রেট মোটেই ডায়াবেটিক রোগীদের শত্রু নয়। রোগী কোন ধরনের কার্বোহাইড্রেট খান এবং কী পরিমাণ খান তা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। যেসব খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম এবং কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটযুক্ত সেগুলো পরিমাণ মতো খেতে পারবেন।

* ওষুধ এবং ইনসুলিন নিলেও খাবারের নিয়ম মেনে চলতে হবে

ডায়াবেটিস ওষুধ চলছে মানেই যা খুশি তাই খাওয়া যায় বিষয়টি কিন্তু তা নয়। ওষুধ ও ইনসুলিন রক্তের চিনির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু যা খুশি তাই খেলে তাতে রক্তের চিনির মাত্রা বাড়তে পারে। তাই ওষুধ ও ইনসুলিন চলাকালীন খাবারের সঠিক গাইডলাইন মেনে চলতে হবে।

* ডায়াবেটিস হলে কোনো ফলমূল খাওয়া যাবে কি

এটি নির্ভর করে ওই খাবারের গ্লাইসেমিক সূচকের ওপর। কোন খাবার কত দ্রুত রক্তে শর্করা বাড়িয়ে দিতে পারে তার পরিমাপই হলো গ্লাইসেমিক সূচক। বেশির ভাগ ফলমূলে প্রচুর আঁশ থাকায় এগুলো ধীরে ধীরে রক্তে শোষিত হয় এবং এদের গ্লাইসেমিক সূচক কম থাকে। তবে মিষ্টি ফলে শর্করা ও প্রাকৃতিক চিনির পরিমাণ বেশি থাকে টক ফলের তুলনায়। এজন্য খাদ্যতালিকায় শর্করার পরিমাণের সঙ্গে মিষ্টি ফলের সমন্বয় করে পরিমাণমতো খেতে হবে। ডায়াবেটিক রোগীদের শুধু অল্প পরিমাণ শর্করাসমৃদ্ধ খাবার খেতে হয়। যেমন-রুটি, ভাত, আলু ইত্যাদি। শুধু শর্করাসমৃদ্ধ খাবার অল্প নয়, প্রতিটি খাবারেই ডায়াবেটিক রোগীদের পরিমাণমতো খাওয়া উচিত। তাই অল্প পরিমাণে নয় অন্য খাবারের সঙ্গে শর্করার অনুপাত ঠিক রেখে খেতে হবে। কেননা, অতিরিক্ত শর্করা খেয়ে অন্য শর্করা না খেলে ওজন বাড়ার আশঙ্কা থাকে।

* বেশি বয়সিদেরই কি ডায়াবেটিস হয়

এটি ভুল ধারণা। টাইপ-টু ডায়াবেটিস কম বয়সি এমনকি শিশুদের মাঝেও দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে অপুষ্টি, অটোইমিউন রোগ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে।

* ডায়াবেটিক রোগীদের কি বিশেষ কোনো ডায়াবেটিক খাবার খেতে হবে

ডায়াবেটিক রোগীদের বিশেষ কোনো ডায়েট নেই। তবে সুষম পুষ্টিকর খাবার খেলেও পরিমাণমতো খেতে হবে, যেটি সাধারণ মানুষের জন্যও প্রযোজ্য। তবে ডায়াবেটিস কত আছে তার ওপর নির্ভর করে খাবার গ্রহণ করতে হবে। আজকাল বাজারে অনেক খাবার ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য বলে থাকেন যা একেবারে ঠিক নয়। কোনো প্যাকেটজাত খাবার সুগার ছাড়া হয় না।

* একবার ইনসুলিন ব্যবহার করলে সারা জীবনই তা দিতে হবে

বিষয়টা আসলে তা নয়। নানা কারণে ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। আবার পরে তা পরিবর্তন করে ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। যেমন-গর্ভবতীর ডেলিভারির পর, অস্ত্রোপচার বা ঘা শুকিয়ে যাওয়ার পর একসময় ইনসুলিন বন্ধ করে আবার ওষুধ খাওয়া যায়।

শীতে বারবার চা-কফি পানে হতে পারে বড় বিপদ

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সকালে চাকফির উষ্ণতা অনেককেই আরাম দেয়। ঠান্ডার সময় শরীর স্বাভাবিকভাবেই উষ্ণতার খোঁজে থাকে, তাই বিরতি পেলেই অনেকে বারবার চা-কফি পান করেন। তবে চিকিৎসকদের সতর্কবার্তা হলোড় শীতে বেশি চা-কফি পান করা ঠিক নয়। এতে শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা ও শক্তভাব হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে।
শীতের আবহাওয়া ও ক্যাফেইনের যৌথ প্রভাবের কারণে শরীরে কিছু স্বাভাবিক জৈব পরিবর্তন হয়, যা সমস্যা বাড়ায়। তাই বুঝে নেয়া জরুরিড়শীতে কেন গাঁটে ব্যথা বাড়ে, চাকফি কেন এটি আরও বাড়াতে পারে এবং এর প্রতিকার কী।
ভারতের অর্থোপেডিক ও স্পোর্টস ইনজুরি বিশেষজ্ঞ ডা. দুষ্মন্ত চৌহান জানান, গরম হলেও চাকফি আসলে হাড় ও জয়েন্টকে শুষ্ক করে তুলতে পারে। হাঁটুর কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি দুই হাড়ের মাঝে কুশনের মতো কাজ করে এবং এর বেশির ভাগ অংশই পানি দিয়ে তৈরি। পানিশূন্যতার কারণে এর স্থিতিস্থাপকতা ও ধাক্কা শোষণ করার ক্ষমতা কমে যায়।
শীতে তৃষ্ণা কম অনুভূত হওয়ায় অনেকেই পানি কম পান করেন। এর বদলে আড্ডায় বা কাজের ফাঁকে চাকফি বেশি পান করা হয়। কিন্তু চাকফি কখনোই শরীরের প্রয়োজনীয় পানির বিকল্প নয়; বরং অতিরিক্ত পানে শরীর থেকে পানি আরও কমে যেতে পারে।
চিকিৎসকদের মতে, ঠান্ডায় রক্তনালি স্বাভাবিকভাবেই সংকুচিত হয় এবং রক্তসঞ্চালন ধীর হয়ে যায়। ফলে জয়েন্ট টিস্যুতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছাতে সময় লাগে। উপরন্তু ক্যাফেইন হালকা ডাইইউরেটিক হওয়ায় প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়ে, শরীরের তরল অংশ কমে যায়। এতে হাঁটুর কার্টিলেজ আরও শুকিয়ে যেতে থাকে।
কার্টিলেজ শুকিয়ে গেলে হাড়ের সঙ্গে হাড়ের ঘর্ষণ বাড়ে, হাঁটু শক্ত হয়ে যায় এবং ব্যথা বাড়তে থাকে। শীতের সকালে বা দীর্ঘ সময় বসে থাকার পর হঠাৎ দাঁড়ালে হাঁটুতে টান লাগেড়এর প্রধান কারণও এই ডিহাইড্রেশনজনিত কার্টিলেজ সমস্যা।
অর্থোপেডিক সার্জন ডা. পি সি জগদীশ বলেন, ক্যাফেইন সরাসরি কার্টিলেজ নষ্ট করে না, কিন্তু শরীরকে ডিহাইড্রেট করে জয়েন্টে সমস্যা বাড়ায়। কার্টিলেজের নমনীয়তা ধরে রাখতে এর ভেতরের তরল অপরিহার্য। পানি কমলে লুব্রিকেশন কমে যায়, ঘর্ষণ বাড়ে এবং ব্যথা বা প্রদাহের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই মূল সমস্যা ক্যাফেইন নয়ড়অজান্তে তৈরি হওয়া দীর্ঘস্থায়ী পানিশূন্যতা।

যে কারণে শীতে প্রতিদিন খাবেন টমেটো সালাদ

পরিচয় ডেস্ক: আমরা টমেটো যেমন রান্না করে খাই, ঠিক তেমনি সালাদ হিসাবেও খেয়ে থাকি। আর টমেটো এমন একটা সবজি, যা খুব কম ক্যালরিতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুণ পাওয়া যায়। কাঁচা টমেটো দিয়ে বানানো সালাদ শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, আপনার শরীরের ভেতরে চলমান নানা জরুরি প্রক্রিয়াকেও সাহায্য করে। আর খুব সহজে হজমও হয় খাবার। আপনি যদি প্রতিদিন নিয়মিত টমেটো সালাদ হিসাবে খান, তবে আপনার শরীর পায় ভিটামিন, খনিজ ও শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা আপনার শরীরের সামগ্রিক সুস্থতায় বড় ভূমিকা রাখে।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে টমেটো। আর টমেটোর সালাদ নিয়মিত খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। পটাশিয়াম রক্তনালির চাপ সামলে রাখতে কাজে দেয়, আর ফাইবার হজম প্রক্রিয়াকে মসৃণ রাখে। যারা ওজন কমানোর পথে আছেন, তাদের প্লেটে টমেটোর সালাদ হতে পারে এক মহাওষুধ। কারণ এতে ক্যালরি কম, পানি ও ফাইবার বেশি। ফলে দ্রুত পেট ভরে আসে। তা ছাড়া সালাদে টমেটোর সঙ্গে শসা, পেঁয়াজ, লেবুর রস, অলিভ অয়েল বা ধনেপাতা যোগ করলে পুষ্টিগুণ আরও বেড়ে যায়। তবে লবণ কমিয়ে দেওয়া ভালো, তা স্বাস্থের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।
আর টমেটোর সালাদের সবচেয়ে উপাদান লাইকোপেনড় একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।
গবেষকরা বলছেন, লাইকোপেন সমৃদ্ধ খাবার হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে এবং ত্বকের ক্ষতি প্রতিরোধেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। এর পাশাপাশি এতে রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম ও ফলেট, যা আপনার শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে চোখের সুস্থতা পর্যন্ত সবকিছুই করে।

ভাতের বদলে রুটি খেলেও ওজন বাড়ে, জেনে নিন কি করবেন

পরিচয় ডেস্ক: ভাতের বদলে রুটি খাচ্ছেন, তাতেও ওজন বাড়ছে? তাই ওজন কমাতে এখন অনেকেই ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কাজে আসছে না। এ বিষয়ে পুষ্টিবিদরা বলছেনড় আটার রুটি মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। বরং বেশি খেলে শুধু ওজনই নয়, বাড়বে সুগারও।
ধারণা এমনড় ভাতের বদলে রুটি খেলে ওজন বাড়বে না। কিন্তু চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদরা বলেছেন, রুটি খাওয়া ভালো, কিন্তু আটার রুটি বেশি খেলে ওজন যেমন বাড়বে, ঠিক তেমনই রক্তে শর্করার মাত্রাও বেড়ে যাবে। ডায়াবেটিসে যদি ভাত খাওয়া বন্ধ করে শুধু রুটি খেতে শুরু করেন, তাহলে সুগার আরও বেড়ে যাবে।
তাই ওজন কমাতে কার্বোহাইড্রেট কম খেতে বলেছেন পুষ্টিবিদরা। এ বিষয়ে পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী বলেছেন, ভাত অল্প করে দুই বেলা খেলে ক্ষতি নেই। পরিমাণ মেপে খেলে হজমও হবে; আবার ক্যালোরিও বাড়বে না। কিন্তু যদি ভাতের বদলে দুই বেলা ৫-৬টি করে আটার রুটি খেতে শুরু করেন, তাহলে ওজন দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। সাদা আটা বা ময়দার রুটি বেশি খাওয়া ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। তবে বাঙালি বাড়িতে রাগি বা বাজরার রুটি সাধারণত হয় না। তাই আটার রুটি খেলে কম খেতে হবে। সারা দিনে ৩-৪টি খাওয়া যেতে পারে, এর বেশি নয়। আর রুটির সঙ্গে সবজি কম মসলায় রান্না তরকারিই খাওয়া খুবই ভালো।
রুটি কেন কাঠগড়ায়?
এখন অনেকেরই মনে হতে পারে, যারা রুটি খান, তাদের সবারই কি ওজন বেশি? তা নয়; তবে স্থূলত্ব থাকলে রুটি কিংবা ভাত যা-ই খান না কেন, তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিসের রোগীদের রুটি কিংবা ভাত মেপেই খাওয়া উচিত। কারণ আটা কিংবা ময়দা প্রক্রিয়াজাত। প্যাকেটজাত যেসব আটা কিংবা ময়দা দোকানে পাওয়া যায়, সেগুলোকে পরিশোধনের জন্য এত বেশি বার প্রক্রিয়াকরণ করা হয় যে, এর থেকে ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবার বেরিয়ে যায়। সেই আটা কিংবা ময়দার রুটি খেলে তখন তা আর কোনো কাজেই আসে না। উল্টে চর্বি হয়ে জমা হতে থাকে। পরিশোধিত শস্য দ্রুত হজম হয় এবং দ্রুত রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। পরিশোধিত আটা কিংবা ময়দার গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও বেশি। তাই খুব বেশি পরিমাণে খেলে ওজনও বাড়বে, সুগারও বাড়বে।

ফুলকপির রোস্ট

পরিচয় ডেস্ক: শীতে নানান ধরনের সবজি পাওয়া যায়। মাছ, মাংসের পাশাপাশি শীতের সবজি দিয়ে মজাদার বিভিন্ন রেসিপি তৈরি করা যায়। ফুলকপি কমবেশি সবারই পছন্দ। কেউ তরকারিতে খেতে পছন্দ করেন, কেউ পাকুরা কিংবা ভর্তা। তবে জানেন কি ফুলকপি দিয়েও মজাদার রোস্ট তৈরি করা যায়।

উপকরণ: ফুলকপি মাঝারি আকারের ১টি, মাংসের কিমা ১ কাপ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, টমেটো সস ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, তেল ১ টেবিল চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, লবণ পরিমাণমতো, পনিরকুচি ৩ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি : ফুলকপির ডাঁটা বাদ দিয়ে ধুয়ে ফুটন্ত গরম পানিতে ৫ থেকে ৬ মিনিট ফুটিয়ে নিন। পানি থেকে উঠিয়ে রাখুন। এরপর ফুলকপি ছাড়া ওপরের বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। ফুলকপি উল্টো করে ফাঁকে ফাঁকে কিমা ঠেসে দিন। এমনভাবে দিতে হবে, যাতে ফুলকপি না ভাঙে। তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে এতে সব বাটা মসলা কষিয়ে নিন। টমেটো সস, লবণ, টক দই দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। অল্প পানি দিতে হবে। ফুটে উঠলে ফুলকপি দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে রান্না করুন। ঝোল কমে এলে অন্য সব উপকরণ দিয়ে কিছুক্ষণ চুলায় রেখে নামিয়ে নিন। এরপর নিজের পছন্দ মতোভাবে ডেকোরেশন করে পরিবেশন করতে হবে।

ফুলকপি দিয়ে কৈ মাছ

পরিচয় ডেস্ক: ফুলকপি দিয়ে কৈ মাছ রান্না করা একটি খুবই জনপ্রিয় ও সুস্বাদু বাঙালি পদ। বিশেষ করে শীতকালে এর প্রচলন বেশি; এটি সাধারণত ঝোল বা ঝাল হিসেবে তৈরি হয়, যেখানে ফুলকপি ও কৈ মাছের সাথে আলু, বড়ি এবং বিভিন্ন মশলা ব্যবহার করে একটি লোভনীয় রেসিপি বানানো হয়, যা ভাতের সাথে খেতে অসাধারণ

প্রধান উপাদান : কৈ মাছ, ফুলকপি, আলু (ঐচ্ছিক, তবে প্রায়ই ব্যবহার হয়), পেঁয়াজ, আদা বাটা, জিরে বাটা, ধনে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা, সর্ষের তেল, নুন, তেজপাতা

রান্নার পদ্ধতি: মাছ ভাজা: কৈ মাছ নুন ও হলুদ মাখিয়ে সর্ষের তেলে হালকা ভেজে তুলে রাখা হয়

ফুলকপি ও আলু ভাজা: একই তেলে ফুলকপির টুকরো ও আলু ভেজে নেওয়া হয়।

মশলা কষানো: তেলে তেজপাতা ও পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা হয়, এরপর আদা বাটা ও গুঁড়ো মশলা (জিরে, ধনে, হলুদ, লঙ্কা) দিয়ে ভালো করে কষানো হয়।

ঝোল: মশলা কষানো হলে জল দিয়ে ফুটিয়ে ভাজা মাছ, ফুলকপি ও আলু দিয়ে ভালোভাবে রান্না করা হয় শেষ: কাঁচা লঙ্কা ও ধনে পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করা হয়।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

আলু ও ফুলকপি দিয়ে রুই মাছ

পরিচয় ডেস্ক: ফুলকপি ও আলু দিয়ে রুই মাছ রান্না করা আরো একটি খুবই জনপ্রিয় ও সুস্বাদু বাঙালি পদ।

যা লাগবে: রুই মাছ টুকরা করা ৮টি। ফুলকাপি ১টি। আলু ২টি। পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল-চামচ। রসুনবাটা ১ চা-চামচ। আদাবাটা ১ চা-চামচ। হলুদগুঁড়া চা-চামচ। ধনেগুঁড়া বা বাটাআধা চা-চামচ। কাঁচামরিচ ৫টি। মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ। জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ। তেল ২ টেবিল-চামচ। পানি পরিমাণমতো। লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালী: মাছ কেটে টুকরা করে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে ভেজে পাত্রে রাখুন। ফুলকপি ও আলু টুকরা করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ লালচে করে ভাজুন।

এখন ফুলকপি ও আলু দিয়ে দিন।

একে একে মরিচগুঁড়া, রসুনবাটা, আদাবাটা, হলুদগুঁড়া, ধনেগুঁড়া বা বাটা এবং লবণ দিয়ে অল্প পানিসহ কষিয়ে আবার পানি দিন।

পানি ফুটে উঠলে উপরে মাছ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন।

নামানোর কিছুক্ষণ আগে কাঁচামরিচ দিন।

পানি শুকিয়ে এলে জিরাগুঁড়া ছিটিয়ে নামিয়ে নিন।

ফুলকপি দিয়ে মুরগির মাংস

পরিচয় ডেস্ক: ফুলকপি দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করা খুবই জনপ্রিয় একটি পদ, যা সাধারণত শীতকালে বেশি খাওয়া হয়, এবং এটি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর একটি খাবার।

উপকরণঃ মুরগি দেড় কেজির ১টি, ফুলকপির মাঝারি আকারের টুকরা ১০-১২টি, সয়াবিন তেল ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা সিকি কাপ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, দারচিনি ২ টুকরা, এলাচ ২টি, গোলমরিচ ১০-১২টি, তেজপাতা ছোট ১টি।

প্রণালীঃ তেল গরম করে এতে পেঁয়াজ কুচি দিতে হবে। সামান্য ভেজে নিতে হবে। সব ধরনের মসলা বাটা ও গুঁড়া মসলা এক কাপ পানিতে মিশিয়ে কড়াইয়ে ঢেলে দিন। এরপর এটি ভালোভাবে কষিয়ে নিন। মসলা ভুনা হয়ে তেলের ওপর উঠে এলে এতে মাংস ঢেলে দিন। এরপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করুন। তিন-চার মিনিট কষানোর পর ফুলকপি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজতে হবে। স্বাদমতো লবণ দিয়ে নেড়েচেড়ে সেদ্ধ হওয়ার জন্য পরিমাণমতো পানি দিন। এরপর চুলায় ঢেকে মাঝারি আঁচে রাখুন। ফুলকপি ও মাংস সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

রন্ধনশিল্পই যখন ভিসা: দেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

“সবজি কাটা ও পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রান্না আর বেকিং পর্যন্ত—একটি রেস্তোরাঁয় পেশাদার হিসেবে কাজ করার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবই শেখানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হতো পরিচ্ছন্নতার ওপর।”

বর্তমানে লন্ডনে পড়াশোনার পাশাপাশি ‘শাহিন রেস্টুরেন্ট’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন নিশাত। তিনি এখন বোঝেন, খলিল সেন্টারের সেই স্বল্পমেয়াদি কোর্সটি তাঁকে কেবল রান্না শেখায়নি, বরং প্রবাসে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথও তৈরি করে দিয়েছে।

ঢাকার সেই রান্নাঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রশিক্ষণের স্মৃতি এখনও তাঁর কাছে টাটকা। “খুব কষ্টের ছিল দিনগুলো, কিন্তু তখনই বুঝেছি এই পেশা কতটা শৃঙ্খলার। এখন লন্ডনের পেশাদার রান্নাঘরে কাজ করার সময় আমার তৎপরতা আর আচরণে সেই প্রশিক্ষণের ছাপটা এখানকার সুপারভাইজাররা ঠিকই ধরতে পারেন,” বলেন তিনি।

শুধু সাদিক নিশাতই নন, তাঁর মতো সারা দেশের শত শত তরুণ-তরুণী এখন আবিষ্কার করছেন এক নতুন দিগন্ত। তাঁরা বুঝতে পারছেন, রন্ধনশিল্পের পেশাদার প্রশিক্ষণই হতে পারে আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে প্রবেশের চাবিকাঠি—সেটি ক্রুজ জাহাজ হোক বা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নামীদামি হোটেলের রান্নাঘর।

এক দশক আগেও বাংলাদেশে আগ্রহী শেফদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সুযোগ ছিল বেশ সীমিত। বেশির ভাগই কাজ শিখতেন হোটেলের রান্নাঘরে হাতেকলমে অথবা কোনো অভিজ্ঞ রাঁধুনির সহকারী হিসেবে।

তবে দিন বদলেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটজুড়ে এখন গড়ে উঠেছে একাধিক রন্ধনশিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। এগুলোর অনেকগুলোই প্রতিষ্ঠা করেছেন বিদেশফেরত শেফ কিংবা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) স্বীকৃত প্রশিক্ষকেরা।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের তথ্যমতে, সরকারি পর্যায়ের প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই) থেকে প্রতি বছর গড়ে দুই হাজার শিক্ষার্থী বেকারি, ফুড প্রোডাকশন, ফ্রন্ট অফিস ও হাউসকিপিংয়ের মতো বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৬০০ জন রন্ধনশিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

বেসরকারি উদ্যোগেও গড়ে উঠেছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব কালিনারি আর্টস, শেফস’ টেবিল অ্যাকাডেমি, খলিল কালিনারি আর্টস সেন্টার এবং চট্টগ্রামের আইসিআর ইনস্টিটিউট অব কালিনারি অ্যান্ড রিসার্চের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক মানের ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করছে।

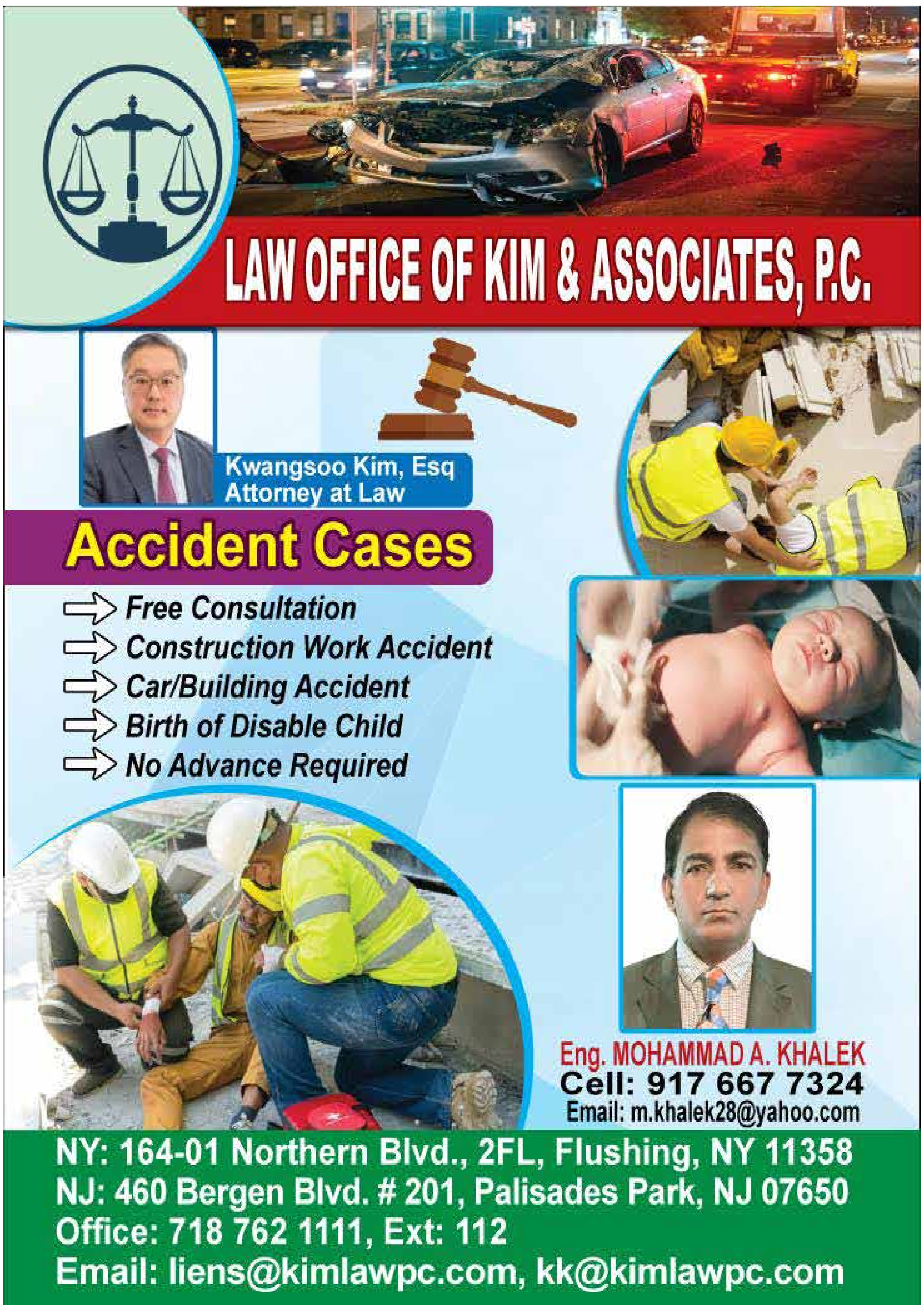

খাতসংশ্লিষ্টদের মতে, দেশে প্রতিবছর আট হাজারের বেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন রন্ধনশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে স্নাতক সম্পন্ন করছেন। তাঁদের মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশই মালয়েশিয়া, দুবাই, কাতার ও ইউরোপের মতো দেশগুলোতে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন।

রান্নাঘরে বৈশ্বিক ছোঁয়া

বিদেশে সাফল্য পেয়ে দেশে ফিরে নতুন প্রজন্মের শেফ তৈরিতে মন দিয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান রেস্তোরাঁ উদ্যোক্তা খলিলুর রহমান। তাঁর প্রতিষ্ঠান খলিল কুলিনারি আর্টস সেন্টারেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সাদিক নিশাত।

খলিল ২০২২ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ‘ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডস’-এ ‘পারসোনালিটি অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কার জেতেন। যুক্তরাজ্যের বাইরে থেকে এই সম্মাননা পাওয়া তিনিই প্রথম শেফ। ২০২৪ সালে ঢাকার পল্টনে তিনি নিজের কুলিনারি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২০০ জন শিক্ষার্থী ও ১৭ জন কর্মী রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৯ জন পূর্ণকালীন প্রশিক্ষক।

খলিল জানালেন, “আমাদের ছয় মাস ও এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স দুটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। কোর্স ফি কিছুটা বেশি হলেও আমরা শিক্ষার্থীদের বিদেশে কাজের সুযোগ পেতে সহায়তা করি। এক বছরের ডিপ্লোমা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ইবি-৩ ভিসা (যা গ্রিন কার্ড রুট নামে পরিচিত) বা জি-১ স্বল্পমেয়াদি পেইড ইন্টার্নশিপের জন্যেও আমরা সহায়তা দিয়ে থাকি।”

খলিলের প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের খাদ্য-সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে তিন মাসের কোর্সের ফি প্রায় ৬৫ হাজার টাকা এবং এক বছরের ডিপ্লোমার জন্য খরচ হয় প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা।

“রান্না তো একটা বৈশ্বিক ভাষা। পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা আর কাজে নিখুঁতভাব—এই তিনটি জিনিস যদি কেউ রপ্ত করতে পারে, তার জন্য পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে কাজের সুযোগ রয়েছে,” হেসে বললেন খলিল।

অভিবাসনের নতুন পথ

দেশের প্রাচীনতম সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (এনএইচটিটিআই) রান্নাঘরের কর্মব্যস্ততা যেন কোনো পেশাদার রেস্তোরাঁর মতোই। শিক্ষার্থীরা শেফ কোট পরে মেন্যু তৈরির খরচ নির্ধারণ করা শিখছেন। আধুনিক হোটেলে রান্নাঘরের আদলে তৈরি ল্যাবে অনুশীলন করছেন।

এনএইচটিটিআইয়ের বেকারি ও পেস্ট্রি প্রোডাকশন ট্রেনার মইনুল ইসলাম বলেন, “আমরা একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আগে শিক্ষার্থীরা মূলত দেশের বাজারে কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে আসত। এখন প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থীই বিদেশে দক্ষ শেফ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয়। রন্ধনশিল্প এখন অনেকের কাছেই অভিবাসনের একটি অন্যতম পথ হয়ে উঠেছে।”

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) স্বীকৃত ‘ফুড প্রোডাকশন অ্যান্ড প্যাটিসেরি’ বিষয়ে দুই বছরের ডিপ্লোমা করতে এখানে খরচ হয় প্রায় এক লাখ টাকা। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীরা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মাধ্যমে অথবা আন্তর্জাতিক হোটেল চেইনগুলোর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে বিদেশে চাকরির আবেদন করতে পারেন।

মইনুল ইসলামের মতে, শুধু রান্নার দক্ষতা নয়, সফট স্কিল বা সাধারণ দক্ষতাও সমান জরুরি। তিনি বলেন, “বিদেশে কাজ করার অর্থ নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং কাজের চাপ সামলানো। আমরা শিক্ষার্থীদের সময়নিষ্ঠা, দলবদ্ধভাবে কাজ করা এবং স্বাস্থ্যবিধির মতো বিষয়গুলো শেখাই, যেগুলোর সঙ্গে কোনো আপস চলে না।”

আত্মবিশ্বাস অর্জনের গল্প

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব কালিনারি আর্টস থেকে স্নাতক ২৩ বছর বয়সী মেহনাজ রহমানের জন্য এই প্রশিক্ষণ ছিল নিজেকে বদলে ফেলার এক অভিজ্ঞতা।

মেহনাজ বলেন, “আগে আমি খুব লাজুক প্রকৃতির ছিলাম। রান্নাঘরের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। দুবাইয়ের একটি হোটেলে ইন্টার্নশিপ করতে গিয়ে বুঝেছি, এই আত্মবিশ্বাসই সবচেয়ে বড় সম্পদ।”

এক বছর পর দেশে ফিরে উত্তরার নিজের বাড়িতেই একটি ছোট ক্যাটারিং ব্যবসা শুরু করেছেন তিনি। মেহনাজের মতে, “সবাই যে বিদেশে পাড়ি জমান, তা নয়। এই প্রশিক্ষণ স্থানীয় পর্যায়েও উদ্যোক্তা তৈরি করছে।”

বস্তুত, দেশের ভেতরেও রন্ধনশিল্প খাত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। নতুন নতুন রেস্তোরাঁ, বুটিক ক্যাফে ও ক্যাটারিং স্টার্টআপ গড়ে ওঠায় প্রশিক্ষিত রাঁধুনির চাহিদা বেড়েছে বহুগুণ। বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট মালিক সমিতির তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের আতিথেয়তা খাতে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ কর্মরত, যাঁদের একটি বড় অংশই প্রশিক্ষিত শেফ।

দক্ষতা রপ্তানির নতুন দিগন্ত

শেফ প্রশিক্ষণের এই ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতি এরই মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে দক্ষ রন্ধনকর্মী সরবরাহকারী একটি দেশ হিসেবে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে।

২০২৩ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ‘শেফ’ ও ‘বেকার’ পদ দুটিকে দক্ষ অভিবাসনের নতুন বিভাগ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। এর ফলে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীরা এখন স্বীকৃত সনদ দেখিয়ে বিদেশে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারছেন।

খাত-বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই ধারা নার্সিং ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মতোই একটি নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। একটা সময় এসব পেশার চাহিদা সীমিত থাকলেও এখন তা দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় ভূমিকা রাখছে।

খলিলুর রহমান বলেন, “পৃথিবীতে খাবারের চাহিদা কখনোই ফুরাবে না। আপনি যখন একজন মানুষকে সঠিকভাবে রান্না করা শেখান, তখন আপনি তাঁকে শুধু একটি চাকরি দেন না, বরং স্বাধীনভাবে চলার পথ তৈরি করে দেন।” তাঁর মতে, বাংলাদেশের রান্না অত্যন্ত সুস্বাদু হলেও সমস্যা অন্যত্র। আমরা এখনো সেই খাবারকে বৈশ্বিক পর্যায়ে উপস্থাপনের মতো দক্ষতা ও পেশাদারত্ব অর্জন করতে পারিনি। স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রেও আমাদের ঘাটতি রয়েছে, অথচ আন্তর্জাতিক রন্ধনশিল্পে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

SYLHET M.C. & GOVT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC
সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্
নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ
২০২৫–২০২৭
SYLHET M.C. & GOVT COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION OF USA INC
আজিমুর রহমান (বোরহান)
সভাপতি
মামুনুর রশিদ (শিপু)
সাধারণ সম্পাদক
শাখাওয়াত আলী
সহ-সভাপতি
গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী
সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
সহ-সভাপতি
মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম
সহ সাধারণ সম্পাদক
আব্দুল্লাহ এস. সাহকির আহমেদ সিকদার
সহ সাধারণ সম্পাদক
মোহাম্মদ আকমল হোসেন খাঁন
কোষাধ্যক্ষ
আশফাক চৌধুরী
ক্রীড়া সম্পাদক
মোঃ আমিনুল হক (চুন্নু)
প্রচার সম্পাদক
সৈয়দ জিয়াউস শামস
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মোহাম্মদ সামাদ মিয়া
দপ্তর সম্পাদক
মোঃ মাহফুজুল বারী চৌধুরী
সদস্য
শফিক উদ্দীন চৌধুরী
সদস্য
দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী
সদস্য
মোঃ শাহনওয়াজ চৌধুরী
সদস্য
দীদার শাহিন
সদস্য
কাজী ওদুদ আহমেদ
সদস্য
মোহাম্মদ সেলিম আদমজী
সদস্য
মোহাম্মদ মতিউর রহমান
সদস্য
রেজাউস সামাদ
সদস্য
প্রতিটি পদে একাধিক প্রার্থী না থাকায়, উপরোক্ত ২১ (একুশ) জন প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো।
Ashif Chowdhury
Election Commissioner
917-741-3308
Moinul Hoque Chowdhury Helal
Chief Election Commissioner
860-938-6718
Tufael Chowdhury
Election Commissioner
917-859-4727

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যালেঞ্জঃ

১৬ পৃষ্ঠার পর

মূল্য দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় পর্যায়ে একটি এআই দক্ষতার রোডম্যাপ প্রয়োজন, যাতে জানা যায় কোন অঞ্চলে কোন দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

তৃতীয়ত, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই এবং ডেটা ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত, কারণ ভবিষ্যতে প্রায় সব চাকরিতেই এআই ব্যবহার করতে হবে।

চতুর্থত, কর্মীদের রিস্কিলিং বা পুনরায় দক্ষতা অর্জনকে নিয়মিত করতে হবে যাতে মাঝবয়সী কর্মীরাও পিছিয়ে না পড়েন।

পঞ্চমত, একটি জাতীয় টেক ইনোভেশন ফান্ড গঠন করতে হবে, যেখানে রাষ্ট্র, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় একত্রে দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে। এদিকে যাঁরা মনে করেন গ্রাফিকস জানা, কনটেন্ট লেখা বা ওয়েবসাইট তৈরি করা যথেষ্ট এবং তাঁরা কখনো চাকরি হারাবেন না, তাঁদের বুঝতে হবে যে এসব কাজ এআই এখন মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত করে। তাই টিকে থাকতে হলে শুধু কাজ জানা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন কাজের গভীরতা, যুক্তি, কৌশল এবং সৃজনশীলভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা। আগের দিনে যে ডিজাইন বানাতে কয়েক ঘণ্টা লাগত, এখন এআই কয়েক সেকেন্ডে সেটার ১০টি বিকল্প তৈরি করে দিতে পারে। যেসব কনটেন্ট লেখায় আগে দীর্ঘ সময় লাগত, এখন এআই তা মুহূর্তেই তৈরি করতে সক্ষম।

ভবিষ্যতের শ্রমবাজার কঠিন এবং নির্মম। সেখানে থাকবে তিন ধরনের মানুষ।

এক. যারা এআই তৈরি করবে।

দুই. যারা এআই পরিচালনা করবে।

তিন. যারা এআইয়ের কারণে পিছিয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে তরুণদের সামনে বড় প্রশ্ন হলো, কোন দক্ষতা শেখা উচিত। আমার মতে, আগামী দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হলো বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা, সমস্যা সমাধান, এআই বুঝতে পারা, সাইবার সচেতনতা, সৃজনশীল যোগাযোগ, ডেটা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, ডিজিটাল ফাইন্যান্স, মানবকেন্দ্রিক নেতৃত্ব, সহানুভূতি এবং বহুবিষয়ক জ্ঞান। এই দক্ষতাগুলো যার আছে তাকে চাকরি খুঁজতে হয় না বরং চাকরিই তার কাছে আসে।

সবশেষে বলা যায়, এআই যুগে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয় পাওয়ার বিষয় হলো প্রস্তুতির অভাব। যারা পরিবর্তনকে গ্রহণ করবে এবং নতুন দক্ষতা শেখার সাহস দেখাবে ভবিষ্যৎ তাদের হবে। আর যারা পুরোনো পদ্ধতিতে আটকে থাকবে, তাদের ঝুঁকি বাড়তেই থাকবে। এককথায় এআই যুগে টিকে থাকার মূল শক্তি হলো মানুষের চিন্তা, সৃজনশীলতা, সহানুভূতি এবং বিশ্লেষণশক্তি। লেখক: ব্যাংকার এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষক। ঢাকার দৈনিক আজকের পত্রিকার সৌজন্যে

ফাঁকা বুলির রাষ্ট্র সংস্কারের

১৪ পৃষ্ঠার পর

(দুদক)। একসময় দেশে দুর্নীতি দমনের জন্য বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে কাজ করত দুর্নীতি দমন ব্যুরো। এই ব্যুরো নির্বাহী বিভাগের অধীন থাকায় এর স্বাধীনতা, কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে ছিল ব্যাপক সংশয় ও জন-অসন্তোষ।

এ রকম একটি পটভূমিতেই দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের অধীন ব্যুরোর পরিবর্তে স্বাধীন কমিশন হিসেবে দুদক গঠন করা হয়। আইন অনুসারে দুদক একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হলেও বাস্তবে তা গঠিত হওয়ার পরের দুই দশক স্রেফ ক্ষমতাসীন দলের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে। এর অন্যতম কারণ হলো বর্তমানে বাছাই কমিটির মাধ্যমে যেভাবে দুদকের কমিশনার নিয়োগ করা হয়, তাতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকে।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত দুদক সংস্কার কমিশন এ সমস্যার সমাধানে কমিশনার নিয়োগে বিদ্যমান ‘বাছাই কমিটি’র বদলে একটি ‘বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি’ গঠনের সুপারিশ করেছিল, যেখানে সরকারের নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি বিরোধী দল ও দুর্নীতি দমন বিষয়ে অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছিল। এই কমিটি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণ করে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ কমিশনার বাছাই করবে। সেই সঙ্গে দুদকের কাজের ষাণ্মাসিক পর্যালোচনা, গণশুনানি আয়োজন ও পরামর্শ প্রদান করবে।

এ বিষয়ে জুলাই সনদে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অভিযোগ করেছে, অন্তর্বর্তী সরকার বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ বাদ দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন অধ্যাদেশ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে।

জুলাই সনদে স্বাক্ষরকারী সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য ও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মতির পরও চূড়ান্ত অধ্যাদেশে এ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকারের অনাগ্রহের ইঙ্গিত বলে উল্লেখ করেছে টিআইবি। বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি ছাড়াও চূড়ান্ত অধ্যাদেশে আরও কিছু ঐকমত্য অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সুপারিশ বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে টিআইবি, যা সরকারের অভ্যন্তরে স্বার্থান্বেষী ও প্রভাবশালী মহলের দুর্নীতি-সহায়ক ও সংস্কার পরিপন্থী অবস্থান ছাড়া আর কিছু হতে পারে না বলে মনে করে টিআইবি। (রাষ্ট্র সংস্কার কি সরকারের কাছে শুধুই ফাঁকা বুলি, প্রশ্ন টিআইবির, প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০২৫)

এভাবে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতির ক্ষমতা ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন বাছাই কমিটির সুপারিশে গঠিত পুলিশ কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে না। একইভাবে বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটিসংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়িত না হলে দুদকে আগের মতোই ক্ষমতাসীনদের কথায় চলবে। অন্যদিকে পুলিশ ও দুদক সংস্কার হয়ে গেছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া হবে। এভাবে চালাকি করে ওপরে ওপরে সংস্কার করে বাহবা নেওয়া গেলেও তা গণতান্ত্রিক রূপান্তরে কোনো ভূমিকা রাখবে না।

পরিস্থিতি এ রকম যে একদিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না, অন্যদিকে যেসব সংস্কার বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেগুলোর অনেকগুলো দায়সারাভাবে করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

শুধু সংখ্যা নয়, সংস্কারের গুণগত মান নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

সুপারিশে ঠিক কী ছিল আর বাস্তবায়ন ঠিক কতটুকু হয়েছে, সেটিও পরিষ্কার করতে হবে। এ জন্য সরকারকে সব কমিশন, টাস্কফোর্স ও কমিটিগুলোর দেওয়া সব সুপারিশের তালিকার পাশে কোনটা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, একটা কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে তার বিস্তারিত প্রকাশ করতে হবে। কল্লোল মোস্তফা বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবেশ ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক লেখক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

রটে গেছে-নির্বাচন হবে

১৪ পৃষ্ঠার পর

ও সুশীল হিসেবে সমাজে পরিচিত, তাঁরা অনেকেই বাজার পাওয়ার লোভে এই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। একটি পত্রিকায় কিংবা টিভি চ্যানেলে আপনি কাউকে অমুক চতুষ্পদের বাচ্চা বলে গালি দিতে পারবেন না। কিন্তু ফেসবুকে তা পারবেন অনায়াসে। যে কথা আপনি আপনার মুবাবা বা সন্তানের সামনে উচ্চারণ করতে লজ্জা পাবেন, তা অবলীলায় ঝেড়ে দিচ্ছেন ফেসবুকে।

তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে গুজব। মূলধারার মাধ্যমগুলো এর মোকাবিলা করতে হিমশিম খাচ্ছে। তারা এখন ‘ফ্যাক্ট চেকার’ দিয়ে তথ্য যাচাইয়ে নেমেছে। কিন্তু তারা অনেকটাই অসহায়। মিথ্যার শক্তি বড় বেশি। মানুষের হাতে হাতে মুঠোফোন। ভাত-কাপড়ের পর এটি জীবনযাপনের প্রধান উপকরণ আর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে।

এতক্ষণ মন খারাপ করা কিছু কথা বললাম। এবার আসি একটি সাম্প্রতিক বিষয়ে। বিষয়টি রাজনৈতিক। দেশে একটা নির্বাচন হবে। অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, পরবর্তী সংসদ নির্বাচন হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে, রোজা শুরু হওয়ার আগে। অনুমান করি, নির্বাচনটি হবে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করলেই জানা যাবে কোন তারিখে হবে ভোটাভুটি।

ইতিমধ্যে রটে গেছে, নির্বাচন নাকি হবে না। কয়েকজন বেশ জোরের সঙ্গেই এ কথা বলছেন। এটা শঙ্কা বা গুজব যা-ই হোক না কেন, সেটি ভালো বাজার পেয়েছে। অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, নির্বাচন হবে না।

যথাসময়ে নির্বাচন না হওয়ার তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক. বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল নির্বাচনে যাবে না; দুই. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন খারাপ হবে যে নির্বাচনের আয়োজন করা আদৌ সম্ভব হবে না; তিন. ভয়ংকর রকমের একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, যেখানে অগুনতি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ ছাড়া নির্বাচন সময়মতো না হওয়ার আর কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে আগেভাগেই নেতিবাচক প্রচারণার কারণে মানুষের মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও শঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে যেতে হবে। কারণ, এটি ‘অন্তর্বর্তী’। একটি নির্বাচনই কেবল এই সরকারকে একটি এক্সিট দিতে পারে। ওপরে যে তিনটি সম্ভাব্য কারণের কথা উল্লেখ করেছি, তার কোনো একটি না ঘটলে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না হওয়ার কোনো কারণ দেখি না।

নির্বাচন না হলে এর চেয়ে ভালো কী হবে, সেটি বোঝা যাচ্ছে না। সমাজে একটি মত আছেড়নির্বাচন করে লাভ কী? এতে কি জনগণের মুক্তি আসবে? আমাদের সব ইহজাগতিক সমস্যার সমাধান হবে? জানি, হবে না। কিন্তু নির্বাচন না হলে কি সব সমস্যার চটজলদি সমাধান হয়ে যাবে?

যদি ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর ধরি, তাহলে যেসব সমস্যার সমাধান গত ৫৪ বছরে হয়নি, বা ১৯৪৭ সালকে যদি ভিত্তি বছর ধরি, তাহলে যার সুরাহা গত ৭৮ বছরে হয়নি, আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ঠেকিয়ে দিতে পারলেই কি সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে?

সুরা হুজুরাতের ৬ নম্বর আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘হে বিশ্বাসীগণ, যদি কোনো সত্যত্যাগী তোমাদের কাছে কোনো খবর আনে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজান্তে তোমরা (তাদের আনা খবর শুনে) কোনো জনগোষ্ঠীকে আঘাত না করে বসো এবং পরে তোমাদের কাজের জন্য লজ্জা না পাও। মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

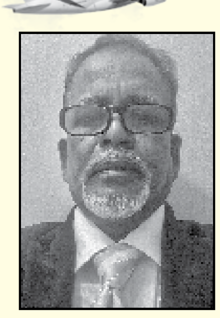

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

মুক্তির স্বপ্ন ভাঙে বাস্তবতার ঘায়ে

১৬ পৃষ্ঠার পর

বিরাজমান। হাতে দেখি আংটি, বুকের ভিতর গভীর অদৃষ্টবাদ, মস্তিষ্কে হামাগুড়ি দেয় নানাবিধ বৈজ্ঞানিকতা ও কুসংস্কার। অন্যদিকে আমাদের বুর্জোয়ারাও জাতীয় চরিত্রের নন, মুৎসুদ্দি চরিত্রের। একসময় পরাধীনতা অত্যন্ত স্থূলভাবে সত্য ছিল আমাদের জন্য। এখন সত্য পরনির্ভরতা। ঋণ, সাহায্য, দান, অনুদান, আমদানি, রপ্তানি, সব দিকের পরনির্ভরতা। ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে কেবল দরিদ্ররাই ভূমিহীন নয় বুর্জোয়ারাও ঠিকই ভূমিহীন। তাদের আস্থা নেই নিজের ওপর। তারাও দাঁড়িয়ে নেই আত্মশক্তির ভূমিতে। ভূমিহীনের পক্ষে অদৃষ্টবাদী না হয়ে উপায় কী, উপায় কোথায় হন্যে হয়ে অবলম্বন না খুঁজে? এই আত্মআস্থাহীন, অদৃষ্টবাদিতা, এই করুণাপ্রার্থী পরনির্ভরতা- এরা উভয়েই মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক।

দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে স্বাধীনতা কাউকেই স্বাধীন করল না; না ধনীকে, না গরিবকে। গরিবকে যে স্বাধীন করবে না সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু ধনীও স্বাধীন হতে পারেনি। সে যে ধনী হয়েছে, সেটা কিসের জোরে? অদৃষ্টের জোরেই বটে। সেটাই বিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাস করাতে হয় অন্যকেও। নইলে তো মানতে হয় যে বড়লোক হওয়ার জন্য সে লোক ঠকিয়েছে, চুরিচামারি করেছে, লিপ্ত হয়েছে নানাবিধ অপরাধ ও দুর্নীতিতে। যে স্বীকৃতি তার পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়। রহস্যই ধর্মের দিকে টানে মানুষকে। অজ্ঞেয়র ব্যাখ্যা ধর্ম দিয়ে করা যায়। কিন্তু এই যে নিতান্ত জাগতিক রহস্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে যার নাম ষড়যন্ত্র, সমাজের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, অর্থনীতিতে লুণ্ঠন, তার ব্যাখ্যাতেও দৈবের অনুগ্রহ তথা অদৃষ্টকে খাড়া করাই সন্তোষজনক। সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে, অক্ষুণ্ন থাকে মানসম্মান।

গরিবের তো সাংস্কৃতিক জীবন নেই বললেই চলে। বিনোদন নেই, বিলাপ ভিন্ন। কিন্তু ধনীরই বা সুস্থ সাংস্কৃতিক জীবন কোথায়? পশ্চিমের পথ ধরেছে কেউ কেউ। অনেকে পারেনি। বাধা এসেছে সংস্কার থেকে, হয়তো বা পরিবার থেকেও। সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বিনোদনের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয় করে তোলা সুবিধাজনক বৈকি। সেই ঘটনা ঘটছে যে তা বর্ণনাবাহুল্য দিয়ে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এত দেখছি চতুষ্পার্শ্বেই।

তা ছাড়া এ-ও মানতে হবে যে নৈতিক শিক্ষার সূত্রগুলো আমরা ধর্মের কাছ থেকেই পাব বলে আশা করি। কিন্তু বুর্জোয়াদের ধর্মচর্চায় তো ধার্মিকতার নামগন্ধ নেই। প্রকৃত ধার্মিকতায় আধ্যাত্মিকতা থাকে, সেখানে পরিচ্ছন্নতা পাওয়া যায়; কখনো কখনো তা মরমিবাদী হয়ে ওঠে বটে, তবে প্রায়শ মানুষের প্রতি বিদ্বেষ না জাগিয়ে ভালোবাসা জাগায়। প্রকৃত ধার্মিকের গুণ এগুলো। তিনি অন্যকে করুণা করতে পারেন, কিন্তু ঘৃণা করেন না। অন্যের ওপর নিজের মত চাপাতে যাবেন, এ আগ্রহ গড়ে উঠলেও তাকে তিনি দমন করেন। কিন্তু বুর্জোয়াদের ধর্মচর্চায় এসব গুণ অন্তর্হিত। তার ভিত কোনো দিক দিয়েই দার্শনিক নয়। সর্বতোভাবে বস্তুবাদী। মাক্স ওয়েবাররা দেখিয়েছেন যে ইউরোপে একসময় ধর্ম পুঁজিবাদের বিকাশে সাহায্য করেছে। সেটা ছিল ধর্মের একটি প্রগতিশীল ভূমিকা। কেমন করে করল? করল মানুষকে সঞ্চয়ী ও বিলাসবিমুখ করে। আমাদের বুর্জোয়াদের ধর্ম ওই ভূমিকা পালন করে না। পারবে না করতে। এ বুর্জোয়া পুঁজি সৃষ্টি করেনি; সুযোগ পেয়ে হাতিয়ে নিয়েছে মাত্র। আর ধর্ম যখন মৌলবাদীর হাতে পড়ে, তখন সে একেবারেই ধার্মিক থাকে না, মাস্তানে পারিণত হয়। মৌলবাদী নিজে ধর্মের অনুশীলন করুক না-করুক, অন্যে করছে কি না, এ বিষয়ে ভীষণ রক্তচক্ষু হয়ে থাকে। তার উদ্দেশ্য ধার্মিকতার সৃষ্টি নয়, মানুষের অগ্রগতি প্রতিহত করা। কায়েমি স্বার্থের দালাল সে; অসংশোধনীয় রূপে।

মৌলবাদীরা বলে ধর্মের সাহায্যে সমাজে শৃঙ্খলা আনবে। তা যদি সম্ভব হতো তবে পাকিস্তানি সৈন্যরা অমন বিশৃঙ্খল হতো না। বস্তুত মৌলবাদীদের আসল চেহারা যদি কেউ দেখতে চান একাত্তরের আলবদরদের মধ্যে তা দেখতে পাবেন, যে চেহারা পাকিস্তানি সৈন্যদের তুলনায়ও জঘন্য ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সম্ভব হয়নি। সম্ভব যে হবে না তার লক্ষণ একেবারে শুরুতেই দেখা দিয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যখন করা হলো, সব ধর্মের অবাধ, অর্থাৎ আরও বেশি চর্চা। ইহজাগতিকতার চর্চা এগোল না সেই তুলনায়। তার একটা বড় কারণ ব্যর্থতা। মানুষের মুক্তির স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল, বাস্তবতার ঘায়ে। বাস্তবিক ব্যর্থতার ছবি সমস্ত আশাকে গ্রাস করে ফেলবে মনে হচ্ছে। লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর সৌজন্যে

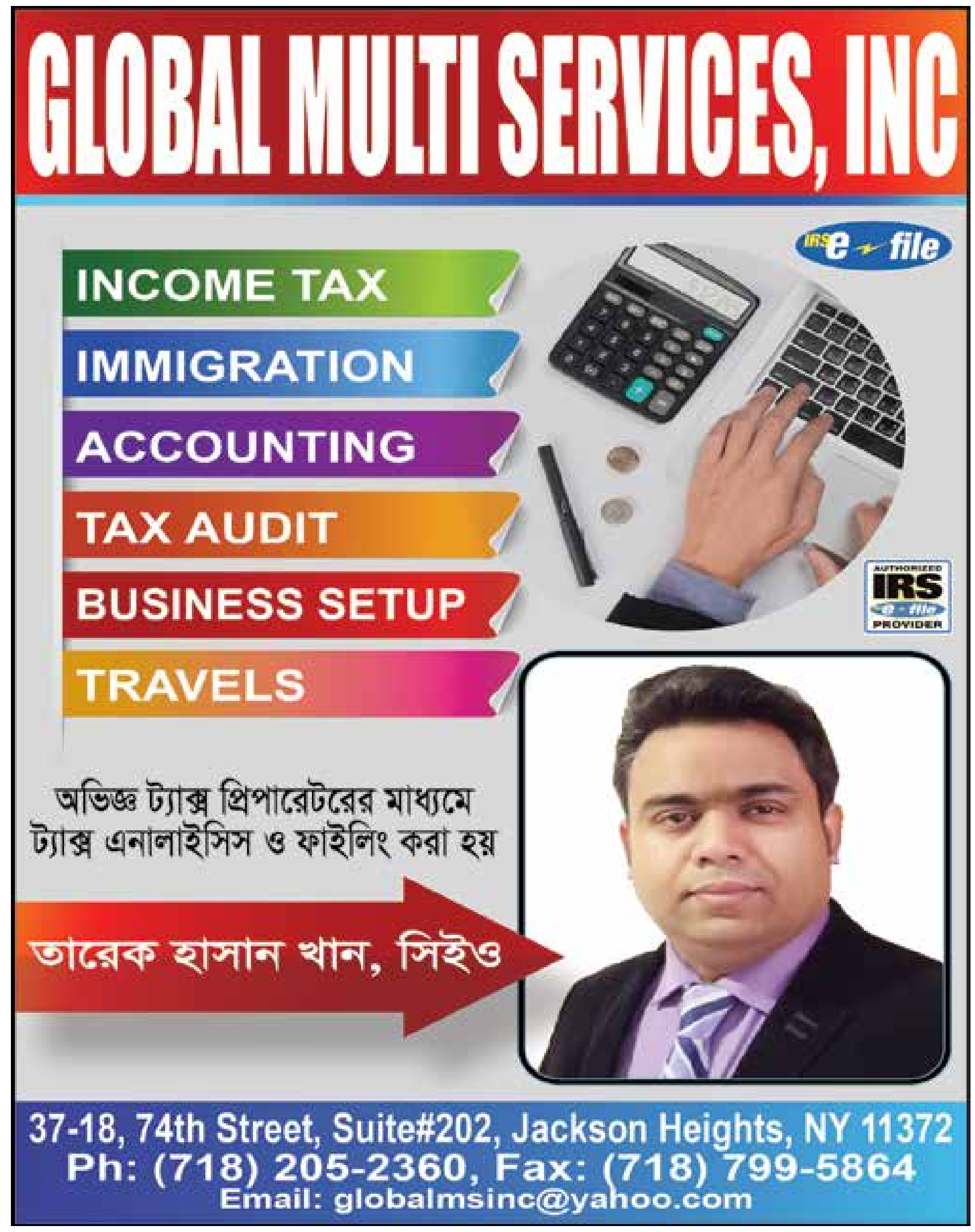

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

ইমরান খান বেঁচে আছেন, দেশ

১২ পৃষ্ঠার পর

জানান, ইমরানকে দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে চুপচাপ থাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'তারা ইমরান খানের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করছে এবং তাকে দেশ ছাড়তে বলছে। তাকে বলা হচ্ছে, তিনি যদি বিদেশে গিয়ে নিজের পছন্দমতো জায়গায় চলে গিয়ে চুপচাপ থাকেন, তবে তাকে ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু ইমরান খান কখনোই এতে রাজি হবেন না।'

বন্দি থাকা সত্ত্বেও ইমরান খানের জনপ্রিয়তা কেবল বেড়েই চলেছে উল্লেখ করে জিশান বলেন, 'পিটিআই'র ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এই ধরনের পরিস্থিতি মানুষের ভেতরকার সেরাটা বের করে আনে।'

কারাবাসের পর থেকে ইমরান খানের ছবি প্রকাশ না করার কারণ হিসেবে জিশান বলেন, 'পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভীত। তাদের আশঙ্কা, ইমরান খানের একটি মাত্র ছবিও জনসমর্থন বা গণজাগরণ তৈরি করতে পারে।'

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে ব্যাপক গোলাগুলি

পরিচয় ডেস্ক: আবারো সীমান্ত সংঘর্ষে জড়াল আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। শুক্রবার গভীর রাতে দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

সপ্তাহের শুরুর দিকে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার পর এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। সংঘর্ষে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

আফগান তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেন, পাকিস্তানি বাহিনী কান্দাহার প্রদেশের স্পিন বোল্ডাক শহরে হামলা চালায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক মুখপাত্রের অভিযোগ, চামান সীমান্তে "উসকানিহীন গুলি চালিয়েছে আফগান বাহিনী।

এক বিবৃতিতে মুখপাত্র মোশাররফ জাইদি বলেন, পাকিস্তান সম্পূর্ণ সতর্ক রয়েছে এবং দেশের সীমান্তের সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দুই দেশের শান্তি আলোচনা নতুন করে শুরু হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনো সমাধান বা অগ্রগতি হয়নি। তবুও দুই দেশই উপায় না দেখে তাদের দুর্বল বা নড়বড়ে যুদ্ধবিরতি চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছে। এই গোলাগুলির ঘটনা সেই ব্যর্থ আলোচনার দুই দিন পর ঘটল।

গত সপ্তাহের শেষের দিকে সৌদি আরবে হওয়া আলোচনা ছিল কাতার, তুরস্ক ও সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত ধারাবাহিক আলোচনার সর্বশেষ পর্ব। অক্টোবরের প্রাণঘাতী সীমান্ত সংঘর্ষের পর উত্তেজনা কমাতেই এসব আলোচনা হয়।

বিরোধের মূল বিষয় হিসেবে ইসলামাবাদ বলছে, আফগানিস্তান থেকে আসা সন্ত্রাসী বাহিনী পাকিস্তানে হামলা করেছে। এর মধ্যে আত্মঘাতী হামলার ঘটনাও আছে। আফগানিস্তান এই অভিযোগ মানছে না এবং বলছে যে পাকিস্তানের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের নয়।

গত অক্টোবরে হওয়া সংঘর্ষে বহু মানুষ নিহত হয়। ২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর সীমান্তে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংসতার ঘটনা।

দুকূলই কি রাখতে পারবেন মোদি?

১২ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। তিনি বলেন,ওএটি দেখায় যে আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়লেও ভারত রাশিয়ার পাশে থাকতে প্রস্তুতব্ধ ওতেল ও অস্ত্রের বাইরে এটি কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার কৌশলড়ীন ও যুক্তরাষ্ট্রকে দেখানো যে দিল্লির সামনে তৃতীয় পথ আছে, যা আলোচনায় তাদের কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রাখেব্ধ

সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বন্ধুত্ব

স্নায়ুযুদ্ধের সময়ই ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তখন সদ্য স্বাধীন ভারতৗনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করলেও দেশ গড়ার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে ব্যাপক শিল্প ও অর্থনৈতিক সহায়তা পাচ্ছিল।

তবে রাশিয়ার দিকে ভারতের ঝোঁক স্পষ্ট হয় সত্তরের দশকে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া বাড়াতে থাকে। সেই সময় রাশিয়া ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে এবং মস্কো ভারতের জন্য একটি বিশ্বস্ত সামরিক ভারসাম্য রক্ষাকারীর অবস্থান নেয়, যা তারা এখনো ধরে রেখেছে।

গত চার বছরে রাশিয়া থেকে ভারতের অস্ত্র কেনা কমলেও বৈশ্বিক অস্ত্র বিক্রি পর্যবেক্ষণকারী থিংক ট্যাঙ্ক এসআইপিআরআইয়ের তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়াই এখনো ভারতের সবচেয়ে বেশি সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী।

রাশিয়া থেকে যেসব অস্ত্র ভারত কিনেছে, সেগুলোর বেশির ভাগই কেনা চীনের কথা মাথায় রেখে। আর সেই চীন গত কয়েক বছরে মস্কোর ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়েছে। অথচ চীনের সঙ্গে ভারতের বহুদিনের সীমান্ত উত্তেজনা রয়েছে।

অন্যদিকে বেইজিং ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বড় অস্ত্র সরবরাহকারী। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দাবি, চলতি বছরের শুরুর দিকে সীমান্তে স্বল্পমেয়াদি সংঘর্ষে তারা যে ভারতীয় যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছিল, তাতে ব্যবহৃত জেটগুলোর একটি ছিল রাশিয়ার তৈরি সুখোই এসইউ-৩০।

রয়টার্সের তথ্যানুসারে, ভারতের ২৯টি ফাইটার স্কোয়াড্রনের বড় অংশই বর্তমানে রাশিয়ার তৈরি এসইউ-৩০ জেট।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ গত মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, এ সপ্তাহে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের আলোচনায় রাশিয়ার উন্নততম যুদ্ধবিমান এসইউ-৫৭ কেনার সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা হতে পারে।

কিন্তু গত কয়েক মাসে মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির অর্থনৈতিক সম্পর্ক শিরোনামে এসেছে এবং তা সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার তেলের দাম পড়ে গেলে ভারত সুযোগটি কাজে লাগায়। দেশের দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতি চালাতে এবং ১৪ কোটি মানুষকে সহায়তা দিতে সস্তা তেল কিনতে আগ্রহী ভারত রাশিয়ার ক্রুড তেল কেনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায় এবং ক্রেমলিনের শীর্ষ ক্রেতাদের মধ্যে একটি হয়ে ওঠে।

পশ্চিমাদের সমালোচনার জবাবে ভারত বারবার যুক্তি দিয়েছে যে, তার প্রধান কর্তব্য জনগণ ও দেশের অর্থনীতির সুরক্ষা।

তবে আগস্টে ট্রাম্প মেজাজ হারান এবং তিনি ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতির জন্য শাস্তি হিসেবে এবং রাশিয়ার তেল কেনার জন্য এই শুল্ক আরোপ করেন তিনি।

এরপর অক্টোবর মাসে ট্রাম্প রাশিয়ার দুটি বৃহত্তম তেল কোম্পানির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেন। তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রভাব পড়ে ভারতের বিভিন্ন দপ্তরে।

রফতানি ও তেল পরিশোধন সংস্থাগুলো রয়টার্সকে জানায়, এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ডিসেম্বরের তেল আমদানি অন্তত তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম হবে।

এই সফরের আগে পুতিন প্রশ্ন তোলেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেও যখন রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা করছে, তখন তেল কেনার কারণে ভারতের ওপর কেন চাপ দেওয়া হচ্ছে।

ওয়াশিংটনের আর্থিক চাপ শুধু ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে চাপের মধ্যে ফেলছে না, এটি চীনের সঙ্গে সম্পর্কের নরম হওয়াকেও ত্বরান্বিত করছে। ট্রাম্পের শুল্ক কার্যকর হওয়ার কয়েক দিন পর মোদি সাত বছর পরে প্রথমবার চীনে সফর করেন। সেখানে শি জিনপিং আয়োজিত সম্মেলনে বেইজিংকে পশ্চিমা সংস্থাগুলোর ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম বৈশ্বিক নেতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

এই সফরের আগে সেই শীর্ষ সম্মেলনে মোদি ও পুতিনের শেষ সাক্ষাৎ হয়। ক্যামেরার সামনে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে তারা হাত মেলান, এরপর জনসাধারণের চোখ থেকে দূরে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট লিমোজিনে বসে এক ঘণ্টার ব্যক্তিগত আলোচনা করেন।

অশোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজপাই বলেন,ওআমার ধারণা, সবাই বুঝতে পেরেছে ভারত সেখানে পশ্চিমাদের কিছুটা এড়ানো বা হালকাভাবে চ্যালেঞ্জ দেখানোর চেষ্টা করেছিলব্ধ

সংবেদনশীল ভারসাম্য

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের প্রশাসন এবং জো বাইডেনের প্রশাসনড় দুটিই চীনের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষায় ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। তারা প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যৌথ সামরিক মহড়া দিয়ে ভারতের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করেছে।

মোদিরও ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উভয়ই রক্ষণশীল জনবাহুল্যবাদী নেতা, যারা কূটনৈতিক সম্পর্ককে বড় আকারের অনুষ্ঠান হিসেবে রূপ দিতে পারেন। ভারতীয় নেতা তার প্রথম মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আতিথ্য দিয়েছিলেন এবং হিউস্টনে এক সমাবেশে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রচারণার জন্য কূটনৈতিক প্রোটোকল বাদ দিয়েছিলেন।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি একটি নতুন ১০ বছরের একটি কাঠামো গড়তে সম্মত হয়েছে, যেখানে শিল্প সহযোগিতা, প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় বাড়ানো হবে। এতে সম্পর্ক কিছুটা মসৃণ হতে পারে, সেই ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

নয়াদিল্লি এখনো ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগারওয়াল আশা করেন, চুক্তি বছরের শেষ নাগাদ চূড়ান্ত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়ের মুখপাত্র জানান, রিক সুইটজারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আগামী সপ্তাহে ভারত সফরে গিয়ে আলোচনায় অংশ নেবে।

ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব পদক্ষেপ অন্য অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার ইঙ্গিত দেয় না। নয়াদিল্লির অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষক নন্দন উননিকৃষ্ণ বলেন,ওযুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাণিজ্য চুক্তি করা এবং রাশিয়ার সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক রাখা একে অন্যের পরিপন্থী নয়ব্ধ এই আত্মবিশ্বাস ক্রেমলিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার কারণে আরও শক্তিশালী হয়েছে, বলেন বিশ্লেষকরা।

বাজপাই বলেন,ওনয়াদিল্লি ও মস্কোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পুতিন জানেন মোদি অনেক চাপে আছেন। তাকে নিজের দেশের জনগণকেও জবাব দিতে হয় এবং তিনি কঠিন অবস্থার মধ্যে আছেনব্ধ

তবুও এই সংবেদনশীল ভারসাম্য ওয়াশিংটনের নজরের মধ্যে থাকবে, বিশেষ করে পুতিনের নয়াদিল্লি সফরের সময় বড় প্রতিরক্ষা চুক্তি হওয়ার বিষয়টি আলোচনায় থাকায়।

উননিকৃষ্ণ বলেন,ওভারতকে সতর্ক থাকতে হবে, বিশেষ করে যেহেতু দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আজকের কঠিন পরিস্থিতিতে আরও কোনো অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করা উচিত নয়ব্ধ

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে ভোট

৯ পৃষ্ঠার পর

নিবন্ধনের সময় ভুল ঠিকানা দিলে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশোধনের জন্য মোবাইল অ্যাপের এডিট মেন্যু ব্যবহার করুনব্ধ

সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা প্রদান ব্যতিরেকে পোস্টাল ব্যালট পেপার ভোটারদের নিকট পাঠানো সম্ভব হবে না।

আজ আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্পের 'টিম লিডার' সালীম আহমদ খান বাসসকে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

দেশভিত্তিক নিবন্ধনের মধ্যে সৌদি আরবের ৩৮ হাজার ২৬৯ জন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ১৯ হাজার ২৭১ জন প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন।

আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

এর আগে ১৮ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বের সব দেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এ বিষয়ে ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, আউট অফ কান্ট্রি ভোটিং-এর ব্যাপারে নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়িয়ে ২৫ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত করা হয়েছে। এখন বিশ্বের যেকোন জায়গা থেকেই আমাদের এই অ্যাপ ডাউনলোড করে যে কেউ ভোটার নিবন্ধন করতে পারেন। ইসি সচিব জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা, আইনি হেফাজতে থাকা ভোটার এবং নিজ ভোটার এলাকার বাইরে অবস্থানরত সরকারি চাকরিজীবীদের জন্যও ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটিং (আইসিপিভি) প্রক্রিয়া চালু করা হবে।

তিনি আরো জানান, আইসিপিভি ইন-কান্ট্রি পোস্টাল ভোটের বিষয়ে তফসিল ঘোষণার পর থেকে ১৫ দিনের মেয়াদে নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি চালু করা হবে। গত ১৮ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপ উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৪৮টি নির্দিষ্ট দেশে ভোটার নিবন্ধনের সময়সূচি ঘোষণা করেন।

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য প্রবাসী ভোটারকে অবশ্যই যেখান থেকে ভোট দেবেন সেই দেশের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করতে হবে।

নিবন্ধনের জন্য প্রথমে গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপ ডাউনলোড ও ইনস্টল করতে হবে। বিদেশে ব্যালট প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সঠিক ঠিকানা প্রদান অপরিহার্য।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে পৌছেছে

৮ পৃষ্ঠার পর

আমদানি করা হবে। যার প্রথম চালানে ৫৬ হাজার ৯৫৯ টন গম গত ২৫ অক্টোবর, দ্বিতীয় চালানে ৬০ হাজার ৮০২ টন গম ৩ নভেম্বর এবং তৃতীয় চালানে ৬০ হাজার ৮৭৫ টন গম ১৫ নভেম্বর দেশে পৌঁছেছে।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ট্রাম্পের শুল্কের আঘাতে বড় সংকটে ভারত

১২ পৃষ্ঠার পর

বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৫ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। অক্টোবর মাসে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। আগের বছরের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পণ্য রপ্তানি কমে যায় ৯ শতাংশ।

এটি শুধু পরিসংখ্যানের গল্প নয়; এর পেছনে বাস্তব মানুষের কষ্ট লুকিয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্রমনির্ভর শিল্পগুলো। টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক, চামড়া, রত্ন ও গয়না, জুতা, হস্তশিল্প এবং সামুদ্রিক খাবার খাতে ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছে।

এসব খাতে কোটি কোটি মানুষ কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেক নারী ও প্রথম প্রজন্মের শিল্পশ্রমিকও আছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যখন ভূরাজনৈতিক খেলায় ব্যস্ত, তখন ভারতের এই শ্রমিকেরা কীভাবে তাঁদের পরিবারের খাবার জোগাবেন, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন।

ট্রাম্পের শুল্কে, বিশেষ করে টেক্সটাইল ও পোশাক খাত মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ১০ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের পোশাক ও বস্ত্রজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এটি ভারতের মোট পোশাক রপ্তানির ৩৫ শতাংশ। এই খাতে লাভের হার এমনিতেই খুব কম, অনেক ক্ষেত্রে তা এক অঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর ওপর হঠাৎ শুল্ক ১৩ দশমিক ৯ থেকে লাফিয়ে ৬৩ দশমিক ৯ শতাংশে উঠে যাওয়ায় ভারতের পোশাক কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকেই ছিটকে পড়েছে।

উৎপাদকেরা বসে থেকে পরিস্থিতি বদলানোর অপেক্ষাও করতে পারছেন না। এর মধ্যেই বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক, ডেনিম ও কৃত্রিম তন্তুর সরবরাহ বাড়াচ্ছে। পাকিস্তান এখন বিশ্ববাজারে ডেনিম (যেমন জিনসের কাপড়) ও ফ্লিস (শীতের কাপড় তৈরির নরম উলের মতো সুতি বা কৃত্রিম কাপড়) উৎপাদন ও রপ্তানিতে ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান শক্ত করছে।

আর কম্বোডিয়া ফ্যাশন পণ্যের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি দেশগুলোও সুযোগ নিচ্ছে। মেক্সিকো ও সিএএফটিএ-ডিআর জোটভুক্ত দেশগুলো (পাঁচটি মধ্য আমেরিকার দেশ, ডমিনিকান রিপাবলিক ও যুক্তরাষ্ট্র) দ্রুত সরবরাহ আর শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়ে মার্কিন খুচরা বিক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে। ফলে ভবিষ্যতে যদি ভারতের ওপর শুল্ক কমেও, তত দিনে সরবরাহব্যবস্থা বদলে যাবে এবং ভারতের কষ্টে গড়া বাজার হারিয়ে যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রই ভারতীয় কার্পেট ও গালিচার সবচেয়ে বড় বাজার। এ খাতের প্রায় ৬০ শতাংশ রপ্তানি যায় সেখানে। কিন্তু এখন এসব পণ্যের ওপর শুল্ক ২ দশমিক ৯ থেকে বেড়ে ৫২ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফলে মার্কিন ক্রেতারা তুরস্ক ও চীন থেকে পণ্য নিচ্ছেন। এমনকি মিসরে তুরস্কের মালিকানাধীন কারখানা থেকেও তাঁরা এসব পণ্য কিনছেন।

চামড়াজাত পণ্যের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। ২০২৪-২৫ সালে ভারতের মোট চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের ২১ দশমিক ৮ শতাংশ গেছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা একক কোনো দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু নতুন শুল্কনীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার এখন ভারতীয় পণ্যের জন্য কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

ভারতের সব খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গয়না ও রত্নশিল্প। সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ ইলেকট্রনিকস এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (এসইইপিজেড) থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রত্ন ও গয়নার রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ৭১ থেকে ৭৬ শতাংশ কমে গেছে।

এই পরিসংখ্যানের আড়ালে রয়েছে হাজার হাজার কারিগর, পোলিশ শ্রমিক ও ছোট উদ্যোক্তার হাহাকার। হঠাৎ তাঁদের কোনো অর্ডার নেই, কোনো আয় নেই। তাঁদের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অনেক রপ্তানিকারক আগেই বুঝেছিলেন, শুল্ক বাড়তে পারে। তাই তাঁরা আগে থেকেই বেশি পরিমাণে পণ্য পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ কারণেই চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানি বছরে ১৩ শতাংশ বেড়ে ৪৫ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। কিন্তু পুরো শুল্কব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পর নতুন অর্ডার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সাময়িক এ কৌশল কিছুটা সময় এনে দিয়েছিল, কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হয়নি।

বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা বাণিজ্যিক ধাক্কায় ভারতের ক্ষতি কমাতে হলে একটি পরিকল্পিত বহুমুখীকরণ কৌশল দরকার। শুরুতে ভারতকে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্ত করতে হবে। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বস্ত্র, চামড়া ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

একই সঙ্গে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে একীভূত আঞ্চলিক টেক্সটাইল ও পোশাক সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি রপ্তানি কমলেও ভারত বিশ্বব্যাপী পোশাকশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকতে পারবে। তবে উপমহাদেশের অস্থির ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এটি বাস্তবায়ন করা সহজ নয়।- শশী থারুর ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং বর্তমানে কংগ্রেস পার্টির এমপি

‘ইসলামোফোবিয়া’ নিয়ে মুখ

১২ পৃষ্ঠার পর

ব্যক্তিগতভাবে বা ভ্যাটিকানের মাধ্যমে তা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। তিনি লেবাননের হিজবুল্লাহ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন বলে জানান।

পোপ বলেন, আমাদের কাজ মূলত এমন কিছু নয়, যা আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করি। এটি বরং পর্দার আড়ালে পরিচালিত একটি কার্যকলাপ। প্রকৃতপক্ষে, আমরা ইতোমধ্যেই এটি করে আসছি এবং আমরা পক্ষগুলোকে অস্ত্র ও সহিংসতা ত্যাগ করতে, সংলাপের টেবিলে বসতে এবং এমন সমাধান খুঁজে বের করতে রাজি করার চেষ্টা চালিয়ে যাব, যা সহিংসতা জড়িত নয় এবং জনগণের জন্য আরও কার্যকর এবং উন্নত হতে পারে।

ন্যাটো ও রাশিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং ইউক্রেনের জন্য ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে পোপ বলেন, এই বিষয়টি অবশ্যই বিশ্ব শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে ভ্যাটিকানের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই, কারণ আমরা ন্যাটোর সদস্য নই এবং এখন পর্যন্ত পরিচালিত সংলাপে আমরা সরাসরি ভূমিকা পালন করিনি। তবুও আমরা বারবার যুদ্ধবিরতি, সংলাপ এবং যুদ্ধের অবসানের আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু আজ, আমরা বহুমাত্রিক সংঘাতের মুখোমুখি।

কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে

১০ পৃষ্ঠার পর

এখন যুক্তরাষ্ট্রেই বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের এই অসমতার গল্প নতুন নয়। কিন্তু আয়ের বৈষম্য যে হারে বাড়ছে, তা রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো। ১৯৮০ সালেও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যম আয়ের মানুষের উপার্জন ছিল ধনী (শীর্ষ ১০ শতাংশ) মানুষের আয়ের ৫২ দশমিক ৫ শতাংশের মতো। ২০০০ সালে তা কমে ৪৮ শতাংশে নামে। আর ২০২৩ সালে এই ব্যবধান আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ দশমিক ৫ শতাংশে।

যুক্তরাষ্ট্রের মোট অর্থনীতিতে দরিদ্রদের হিস্যা এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর পর্যায়ে নেমে গেছে। ২০০০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ধনীরা যে হারে সম্পদ বাড়িয়েছেন, তা দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মানুষের আয়ের প্রবৃদ্ধির চেয়ে দ্বিগুণ। পরিসংখ্যান বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মানুষের হাতে দেশটির মোট আয়ের মাত্র ১ দশমিক ৮ শতাংশ যাচ্ছে। এই হার বলিভিয়ার দরিদ্রদের সমান। অথচ নাইজেরিয়ায় এই হার ৩ শতাংশ এবং চীনে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। এমনকি বাংলাদেশেও জাতীয় আয়ে দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মানুষের হিস্যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশিড়৩ দশমিক ৭ শতাংশ। এই পরিস্থিতির জন্য বাজার অর্থনীতিকে দোষ দেওয়া খুব সহজ। যুক্তরাষ্ট্রের এই বৈষম্য তৈরিতে বাজারের ভূমিকা অবশ্যই আছে। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন শ্রমিকের আয়ের ভাগ কমিয়ে দিয়েছে। এগুলো শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৈষম্যকে আরও উসকে দিয়েছে। একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষিত কর্মীরা পুরস্কৃত হচ্ছেন, অন্যদিকে অদক্ষ শ্রমিকদের হটিয়ে জায়গা দখল করে নিচ্ছে রোবট বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক উদ্যোগগুলোর দিকে তাকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত চিত্রটি আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তার প্রস্তাবিত৩বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট্ট এবং যখন-তখন শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিত্যপণ্যের দাম বাড়াবে, যা শেষ পর্যন্ত ব্যবসা ও কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সম্পদের ভাগ না দেওয়া, মানুষের কাছে পৌঁছাতে না পারাটা যে মার্কিন পুঁজিবাদের কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল বা ত্রুটি নয়, বরং এটাই যে এই ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যড়ট্রাম্পের নীতি সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। নতুন এই আইনের ফলে লাখো মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হবেন। মেডিকেইড ও৩অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট্ট-এর আওতায় দেওয়া ভর্তুকি ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচ বাড়বে বহুগুণ। এমনকি গরিবের পুষ্টি সহায়তা কর্মসূচি৩স্ন্যাপ্প থেকেও শত শত কোটি ডলার কেটে নেওয়া হবে।

ইয়েল ইউনিভার্সিটির বাজেট ল্যাবের তথ্যমতে, ট্রাম্পের শুল্ক ও নতুন বিলের প্রভাবে আমেরিকার শীর্ষ ধনী ২০ শতাংশ পরিবার ছাড়া বাকি সবার আয় কমবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন দরিদ্রতম ১০ শতাংশ মানুষ; তাদের আয় কমবে প্রায় ৭ শতাংশ। অবশ্য দরিদ্রদের প্রতি এই উদাসীনতা যে হুট করে ট্রাম্পের আমলে শুরু হয়েছে, তা নয়। গত ৫০ বছর ধরে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানড়উভয় সরকারই বাজারের দক্ষতার দোহাই দিয়ে বৈষম্যের বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে। জিমি কার্টার ক্ষমতা ছাড়ার পর থেকে প্রতিটি সরকারের আমলেই গরিবদের চেয়ে ধনীদের আয় বেশি হারে বেড়েছে। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু বিল ক্লিনটন। আর হ্যাঁ, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেও গরিবদের আয় কিছুটা বেড়েছিল, তবে তা কোনো কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে নয়, বরং করোনা মহামারির সময় দেওয়া সরকারি ভর্তুকির সুবাদে। মজার বিষয় হলো, ট্রাম্প নিজেকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেন। অথচ বাস্তবে তিনি মার্কিন পুঁজিবাদের সেই পুরোনো ক্ষতকেই আরও গভীর করছেন। ট্রাম্পের৩মাগ্গ (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন) সমর্থকরা বিশ্বব্যবস্থার সমালোচনা শুনে হয়তো হাততালি দিচ্ছেন। কিন্তু তারাও একসময় বুঝতে পারবেনড়নেতার বুলি পাল্টালেও সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারায় আমেরিকার চিরাচরিত নীতি একটুও বদলায়নি। এতো কথা বলার উদ্দেশ্য চীনের একনায়কতন্ত্র, সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন বা ভিন্নমত দমনের প্রশংসা করা নয়। কিন্তু একটি প্রশ্ন এসেই যায়ড়একটি অগণতান্ত্রিক সরকার যেখানে সফলভাবে তাদের দেশে দারিদ্র্য দূর করতে পারল, সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো ও ধনী গণতান্ত্রিক দেশ হয়েও যুক্তরাষ্ট্র কেন তা পারল না?

ব্যয় বাড়লেও মূল্য স্থির, সংকটে

১০ পৃষ্ঠার পর

দামী আমদানিকৃত ওষুধের ওপর নির্ভর করছেন।

ওষুধ কোম্পানিগুলোর দাবি, অনেক জীবনরক্ষাকারী ওষুধের সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত দাম উৎপাদন ব্যয়ের অনেক নিচে নেমে গেছে, ফলে ন্যূনতম ব্যাচ উৎপাদনও আর সম্ভব হচ্ছে না। কোম্পানিগুলো আইনগতভাবে দাম বাড়াতে না পারায়, শিল্প নেতারা বলছেনড়খাতটি এখন ভাঙনের মুখে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের (বিএপিআই) মহাসচিব ডা. জাকির হোসেন বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে দাম নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হয়েছে এবং ২০২২ সালের পর সামগ্রিক কোনো মূল্য পুনর্বিবেচনা করা হয়নি। জাকির দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, “মানুষ ভাবে দাম বেড়েছে। কিন্তু ২০২২ সালের আগের অনুমোদনের ভিত্তিতে কেবল অল্পকিছু পণ্যের দাম পরিবর্তন হয়েছিলড়এবং সেটাও বাজারে প্রতিফলিত হতে অনেক মাস লাগে।চ তিনি বলেন, ঔষধ ও কসমেটিকস্ আইন, ২০২৩ -এর ৩০ ধারার অধীনে মূল্য নির্ধারণে হাইকোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হওয়া জরুরিড়এর মধ্যে রয়েছে জরুরি ওষুধের তালিকা প্রস্তুত করা এবং নিয়মিত মূল্য পুনর্বিবেচনা।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিশ্ববাজারের

১০ পৃষ্ঠার পর

পেপ্যাল ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য সুরক্ষা এবং রিফান্ডের সুবিধাও দেয়। বিশ্বের ২০০-এর বেশি দেশে ফ্রিল্যান্সার, অনলাইন ব্যবসা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

নগদ লেনদেন কমানোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে আহসান এইচ মনসুর বলেন, ও৩দেশের দুর্নীতির মূলেই রয়েছে নগদ টাকার লেনদেন। যেখানে যেখানে দুর্নীতি আছে, সেখানে সেখানে নগদ লেনদেন জড়িত৪ তিনি জানান, টাকা ছাপানো ও ব্যবস্থাপনায় বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধাপে ধাপে নগদ লেনদেন কমানোর পরিকল্পনা করছে।

কৃষি খাতের উন্নয়নে ঋণের প্রবাহ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে গভর্নর বলেন৩বর্তমানে মোট ঋণের মাত্র ২ শতাংশ কৃষি খাতে দেওয়া হয়। এটি বাড়িয়ে ১০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন। এছাড়া এসএমই ঋণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল থাকলেও ব্যাংকগুলোর সক্ষমতার অভাবে তা যথাযথভাবে বিতরণ করা যাচ্ছে না৪

খাদ্যশস্য উৎপাদনে দেশের সাফল্যের কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, ৩১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৩০ লাখ টন। এখন তা প্রায় ৪ কোটি টনে উন্নীত হয়েছে। জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও উৎপাদন তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে, যা একটি বিশাল অর্জন৪

অনুষ্ঠানে কৃষিখাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৮ জন ব্যক্তি ও ৩টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। পাঁচ শতাধিক আবেদন যাচাই-বাছাই করে এই বিজয়ীদের নির্বাচিত করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীরা নন, অর্থপাচারে

১০ পৃষ্ঠার পর

ব্যবসায়ীদের ওপর দায় চাপানো হয় যে আমরা পাচার করেছি। অথচ যে টাকাগুলো পাচার করা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি করেছেন আমলারা। আমরা ব্যবসায়ীরা এই দায় নিতে চাই না। এ সময় তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, যারা টাকা চুরি করেন বা গ্যাস চুরি করেন, সেই সব ব্যবসায়ীকে যেন দ্রুত আইনের আওতায় আনা হয় এবং সৎ ব্যবসায়ীদের ওপর যেন এর দায়ভার না আসে। তার এই বক্তব্যের সমর্থন করেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরীও।

এর আগে, জ্বালানি খাতের অন্যতম উদ্যোক্তা আজম জে চৌধুরী এলএনজি আমদানিসহ দেশের জ্বালানি খাত বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার আহ্বান জানান। এর উত্তরে জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, বিদ্যুতের মতো জ্বালানি খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যুক্ত হওয়ার নীতিমালা করা হচ্ছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার বাড়ছে

৯ পৃষ্ঠার পর

জীবিকা অনিশ্চয়তার বেড়াজালে আটকে যাচ্ছে লাখো পরিবার। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১০-১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের অগ্রগতি ছিল শক্তিশালী। সেই সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোগব্যয়ও বাড়ছিল দ্রুত। কিন্তু ২০১৬ সালের পর প্রবৃদ্ধির কাঠামো বদলে যায়।

উচ্চআয়ের পরিবারগুলো বেশি লাভবান হয়, নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর আয় থমকে পড়ে। ফল হিসেবে ২০১৬-২২ সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের হার স্পষ্টভাবে কমে গেছে।

এখন দেশে ৩ কোটি মানুষের বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। এ ছাড়া ৬ কোটি মানুষ, অর্থাৎ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যেকোনো বড় বিপর্যয়, অসুস্থতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক আঘাতে আবারও দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারে।

দেশের প্রতি ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য কমাচ্ছে মাত্র ০ দশমিক ৯ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার গড় যেখানে ১ দশমিক ৫ শতাংশ। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির গতি থাকলেও তা আর দারিদ্র্য মোকাবিলার শক্তিশালী ইঞ্জিন হয়ে কাজ করছে না।

রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবু ইউসুফ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'দারিদ্র্য কমার গতি যা ছিল, এখন আর তা নেই। এটাই সবচেয়ে বড় সতর্কতা।

প্রবৃদ্ধিকে কাগজে দ্রুত দেখানো সহজ, কিন্তু তার সুফল দরিদ্র মানুষের আয়ব্যয়ের বাস্তবতায় পৌঁছানোই মূল। বৈষম্য বাড়লে দারিদ্র্য স্থায়ী হয়, উন্নয়ন ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।'

তিনি আরও বলেন, 'মূল্যস্ফীতি, জলবায়ু-ঝুঁকি আর শহরাঞ্চলে চাকরি সৃষ্টির ধীরগতি আগামী কয়েক বছর দারিদ্র্য হ্রাসকে আরও কঠিন করে তুলবে। এখন নীতির লক্ষ্য হতে হবে আয় বাড়ানো, কর্মসংস্থান বিস্তৃত করা এবং সামাজিক সুরক্ষায় সঠিক মানুষকে শনাক্ত করা।'

এদিকে প্রতিবেদন বলছে, দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ মোটা দাগে যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়া, চাকরি হারানো, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, মজুরি সেভাবে বৃদ্ধি না পাওয়া ইত্যাদি। ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে ২০ লাখ কর্মসংস্থান কম হয়েছে। ২০২৫ সালে আরও ৮ লাখ কর্মসংস্থান কম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ সময়ে ব্যয় বেড়েছে বিভিন্ন খাতে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসহ সরকারি সহায়তা বিস্তৃত হয়েছে। তবে সুবিধাভোগী শনাক্তকরণের দুর্বলতা থাকায় প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলোর একটি বড় অংশ কাঙ্ক্ষিত সহায়তা পাচ্ছে না। একই সঙ্গে মৌলিক সেবাগুলোর মানের উন্নতি খুব কম। স্কুলে ভর্তি বাড়লেও শেখার মানের ঘাটতি বড় বাধা। স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় বাড়ছে, কিন্তু মান স্থবির। দারিদ্র্য ধীরে কমার পেছনে আরেকটি বড় কারণ হলো মূল্যস্ফীতি। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, তা নিম্ন আয়ের পরিবারে সরাসরি চাপ সৃষ্টি করছে।

প্রতিবেদনের হিসাবে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য হুমকির মুখে ফেলতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন ২০৫০ সাল নাগাদ ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করতে পারে। কৃষি খাতে জিডিপির (মোট দেশজ উৎপাদন) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন।

বাংলাদেশ সীমান্তে কাটাতারের বেড়া

৯ পৃষ্ঠার পর

বড়লোক তারা, যারা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে ফেরত দেয় না: জ্বালানি উপদেষ্টা

তবে উপদেষ্টার এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ব্যবসায়ীরা বলেছেন, টাকা পাচার ও বিত্তবান হওয়ার দৌড়ে কেবল ব্যবসায়ীরা নন, আমলারাও জড়িত।

বৃহস্পতিবার (৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর বিডা ভবনে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন শীর্ষ ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডা ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান দেশের বেসরকারি খাতের বিকাশকে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম (স্বজনতোষী পুঁজিবাদ) হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ওআমাদের দেশের বেসরকারি খাত ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছেড়যে আপনার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক থাকে। আমাদের দেশে বড়লোক কারা? যারা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে দেয় না। সম্পদশালী কারা? যারা গ্যাস বিল দেয় না, বিদ্যুৎ বিল দেয় না২

তবে এই পরিস্থিতির জন্য তিনি এককভাবে ব্যবসায়ীদের দায়ী করতে চাননি। তিনি বলেন,ওক্রোনি ক্যাপিটালিজমের জন্য আমি বেসরকারি খাতকে দোষ দেব না, আপনাদের দোষ দিতে চাই নাড়সিস্টেমই ছিল এমন২ উপদেষ্টা আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা মূলত পণ্য উৎপাদন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমেই সম্পদ গড়ে তোলেন। বেসরকারি খাতের জন্য আরও সুযোগ উন্মুক্ত করে দেবে সরকার।

বক্তব্য শেষ করে উপদেষ্টা পরিষদের জরুরি বৈঠকে যোগ দিতে ফাওজুল কবির খান অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। উপস্থিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন প্রশ্ন করার জন্য হাত তোলা হয়। ফাওজুল কবির খান চলে যাওয়ার পরই অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, ওউপদেষ্টা থাকলে ভালো হতো। বাংলাদেশে বিত্তবান কারা হয়েছেনড়আমরা শুধু ব্যবসায়ীরা না, আমলারাও হয়েছেন। এ কথা বলা হয় না। টাকা পাচার আমলারা বেশি করেছেন। ব্যবসায়ীরা এ দায় নিতে চায় না২

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরকে উদ্দেশ করে নাসিম মঞ্জুর আরও বলেন,ওব্যবসায়ী যারা টাকা চুরি করে, গ্যাস চুরি, বিদ্যুৎ চুরি করেড়তাদের ধরেন। ওনাদের দায় আমরা নিতে চাই না২

বাংলাদেশে বড়লোক তারা, যারা

৫ পৃষ্ঠার পর

জন শীর্ষ ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে উপদেষ্টা এ মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিডা ও বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।

উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান দেশের বেসরকারি খাতের বিকাশকে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম (স্বজনতোষী পুঁজিবাদ) হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ওআমাদের দেশের বেসরকারি খাত ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছেড়যে আপনার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক থাকে। আমাদের দেশে বড়লোক কারা? যারা ব্যাংকের ঋণ নিয়ে দেয় না। সম্পদশালী কারা? যারা গ্যাস বিল দেয় না, বিদ্যুৎ বিল দেয় না২

তবে এই পরিস্থিতির জন্য তিনি এককভাবে ব্যবসায়ীদের দায়ী করতে চাননি। তিনি বলেন,ওক্রোনি ক্যাপিটালিজমের জন্য আমি বেসরকারি খাতকে দোষ দেব না, আপনাদের দোষ দিতে চাই নাড়সিস্টেমই ছিল এমন২

উপদেষ্টা আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা মূলত পণ্য উৎপাদন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমেই সম্পদ গড়ে তোলেন। বেসরকারি খাতের জন্য আরও সুযোগ উন্মুক্ত করে দেবে সরকার।

বক্তব্য শেষ করে উপদেষ্টা পরিষদের জরুরি বৈঠকে যোগ দিতে ফাওজুল কবির খান অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। উপস্থিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন প্রশ্ন করার জন্য হাত তোলা হয়। ফাওজুল কবির খান চলে যাওয়ার পরই অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, ওউপদেষ্টা থাকলে ভালো হতো। বাংলাদেশে বিত্তবান কারা হয়েছেনড়আমরা শুধু ব্যবসায়ীরা না, আমলারাও হয়েছেন। এ কথা বলা হয় না। টাকা পাচার আমলারা বেশি করেছেন। ব্যবসায়ীরা এ দায় নিতে চায় না২

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরকে উদ্দেশ করে নাসিম মঞ্জুর আরও বলেন,ওব্যবসায়ী যারা টাকা চুরি করে, গ্যাস চুরি, বিদ্যুৎ চুরি করেড়তাদের ধরেন। ওনাদের দায় আমরা নিতে চাই না২

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার পরিধি

৭ পৃষ্ঠার পর

সক্ষমতা না থাকে আর আমাদের জানাতে না পারে যে এই ব্যক্তিরা কারা কিংবা তাদের যাচাই করতে আমাদের সাহায্য না করে, তাহলে আমরা কেন সে দেশের মানুষদের যুক্তরাষ্ট্রে আসার অনুমতি দেব?'

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকা দেশের তালিকা বড় করার অর্থ হলোড় গত সপ্তাহে ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলি করে হত্যার পর অভিবাসন নিয়ে আরও কঠোর হলো ট্রাম্প প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আফগানিস্তানের একজন অভিবাসী। এরপর ট্রাম্প বলেছিলেন, 'তৃতীয় বিশ্বের সব দেশ' থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করবেন তিনি। তবে কোনো দেশের নাম সে সময় উল্লেখ করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

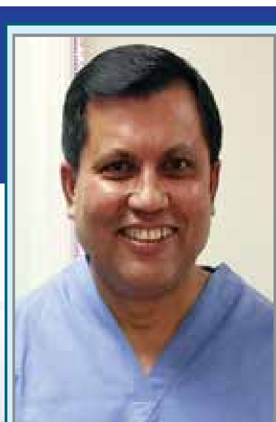

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET,	1288 WHITE PLAINS ROAD
JACKSON HEIGHTS NY 11372	BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

তারেকের দেশে ফেরার তথ্য নেই,

৮ পৃষ্ঠার পর

একটা পথনির্দেশ তৈরি করতে, যেটা আমাদের পরে যারা আসবেন, তাদের সহায়তা করবে। অনেকে আশা করছিলেন আমরা সব রিফর্ম (সংস্কার) করে দিয়ে যাব, সেটা আসলে সম্ভব না। রিফর্ম অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। আমরা শুরুটা করে দিয়ে যাব”

তিনি আরও বলেন, “বাকিটা... যেটা জনগণের উপকারে আসবে বা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে, সেটা যারাই পরে ক্ষমতায় আসবেন, তারা সেখান থেকে সরে যাবেন না। এটাই আমাদের প্রত্যাশা”

বাংলাদেশে সব নির্বাচনের পরে

৮ পৃষ্ঠার পর

এদিকে লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়েছে, “নির্বাচনী প্রচারে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষকে প্রচারের হাতিয়ার বানানো হচ্ছে। আর বিগত দিনে নির্বাচনে পরাজিত দল হামলা ও নির্যাতন করেছে। দেখা গিয়েছে বিজয়ী দলও হামলা করে। আর নির্বাচনে হামলার মুখ্য শিকার হয় প্রধানত ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা। ধর্মীয় সমাবেশে বিদ্বেষ ও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সব সময় এক শঙ্কার মধ্যে রাখে”

এই আবহে মোট ৯ দফা দাবি জানানো হয়েছে সভা থেকে। এক, রাজনীতি ও সব নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ হোক। দুই, ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হোক। তিন, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আইন আনা হোক। চার, নির্বাচনের আগে ও পরে ১ মাসের জন্য সংখ্যালঘুদের রক্ষার্থে সেনা মোতায়েন থাকুক। পাঁচ, সংখ্যালঘুদের সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ছয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বিচারে চাকরিচ্যুত হওয়া সংখ্যালঘুদের পুনর্বহাল করতে হবে। সাত, সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও দোকানপাট, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আট, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলা প্রত্যাহার করে ধৃতদের মুক্তি দিতে হবে। নয়, উল্লেখিত সব দাবি রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইস্তেহারে রাখতে হবে।

তারেক রহমানের বাংলাদেশে ফেরা

৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে আমদানি করা বিশেষ সুবিধাসম্পন্ন একটি “হার্ড জিপ” গাড়ি দেশে পৌঁছেছে। টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো এলসি ২৫০ মডেলের এই গাড়িটি ইতিমধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নামে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস অনুমোদন দিয়েছে।

বিআরটিএ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সাদা রঙের সাত আসনের এই জিপটি চলতি বছর জাপানে তৈরি করা হয়েছে। তবে এটি আমদানি করা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। আমিরাতের “ভেলোস অটোমোটিভ এক্সপোর্টিং এলএলসি” থেকে গাড়িটি আমদানি করেছে ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার প্রতিষ্ঠান “এশিয়ান ইমপোর্টস লিমিটেড”। চলতি বছরের ১ নভেম্বর চট্টগ্রামের “মা এসোসিয়েটস”-এর মাধ্যমে গাড়িটি দেশে পৌঁছায়।

গাড়ির দাম ও শুল্ক-কর

আমদানির বিল অব এন্ট্রির নথি অনুযায়ী, ২ হাজার ৮০০ সিসির এই জিপটির কেনা দাম দেখানো হয়েছে ৩৭ হাজার মার্কিন ডলার। প্রতি ডলার ১২২ টাকা ৪১ পয়সা দরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর শুল্কায়ন করেছে। সেই হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় গাড়িটির ভিত্তিমূল্য দাঁড়ায় ৪৫ লাখ ২৯ হাজার ১৭০ টাকা। তবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ গাড়িটির অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালু ধরেছে ৪১ হাজার ডলার।

গাড়িটি খালাস করতে সরকারকে শুল্ক, ভ্যাট ও কর বাবদ দিতে হয়েছে ২ কোটি ৩১ লাখ ১৬ হাজার ৯৪২ টাকা। সব মিলিয়ে গাড়িটির মোট দাম পড়েছে ২ কোটি ৭৬ লাখ ৪৬ হাজার ১১২ টাকা।

নিবন্ধন ও ফিটনেস

বিআরটিএ সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে, গাড়িটি কোনো ব্যক্তির নামে নয়, বরং “বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)”র নামে নিবন্ধন নেওয়া হয়েছে। নিবন্ধনে মালিকের ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় “২৮/১ নয়াপল্টন”। গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর “ঢাকা মেট্রো-ঘ ১৬-৬৫২৮”।

রেজিস্ট্রেশনের দিনই (২ ডিসেম্বর) গাড়িটির ফিটনেস সনদ অনুমোদন করেন ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেলের মোটরযান পরিদর্শক সাবিকুন নাহার। ফিটনেসের মেয়াদ ২০২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে ট্যাক্স টোকেনের মেয়াদ দেওয়া হয়েছে এক বছরের জন্য, যা আগামী বছরের ১ ডিসেম্বর শেষ হবে। বিল অব এন্ট্রির তথ্যমতে, সাধারণ অবস্থায় গাড়িটির ওজন ২ হাজার ৭৯০ কেজি এবং সর্বোচ্চ ওজন ৩ হাজার ৮৫ কেজি।

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রাজধানীর তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডে অবস্থিত এশিয়ান ইমপোর্টস লিমিটেডের শো-রুমে গাড়িটি দেখা গিয়েছিল। সে সময় শো-রুমের কর্মচারীরা গাড়িটির ছবি তুলতে বাধা দেন এবং এটি কার জন্য আনা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এর আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারণার নিরাপত্তার স্বার্থে দলটিকে দুটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনার অনুমতি দেয়। এর মধ্যে গত জুন মাসে একটি এবং অক্টোবর মাসে আরেকটি গাড়ি কেনার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে তারেক রহমানের ব্যবহারের জন্য সদ্য নিবন্ধিত এই জিপটি বুলেটপ্রুফ কি না, তা দালিলিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সোমালি অভিবাসীদের ট্রাম্প

৭ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্র থেকে চলে যেতে বলেন। ট্রাম্পের এ মন্তব্যের জবাব দিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে বেছে নেন ইলহান। তিনি লেখেন, ‘আমার প্রতি তাঁর আসক্তি বিরক্তিকর। জরুরি ভিত্তিতে তাঁর সাহায্য দরকার। আশা করি, তিনি সেটা পাবেন।’

গত কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প তাঁর অভিবাসীবিরোধী বক্তব্যের ধার অনেক বাড়িয়েছেন, বিশেষ করে গত মাসে ওয়াশিংটন ডিসিতে দুজন ন্যাশনাল গার্ড সদস্য গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর। সন্দেহভাজন হামলাকারী আফগানিস্তান থেকে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন।

তালেবান আবার আফগানিস্তান দখলের পর যুক্তরাষ্ট্র সে দেশে উদ্ধার অভিযান চালায়। ওই অভিযানের অংশ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে যান ওই বন্দুকধারী। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, ‘যদি আমরা আমাদের দেশে “আবর্জনা” ঢুকতে দিতেই থাকি, তবে আমরা ভুল পথে চলে যাব। ইলহান ওমর আবর্জনা। তিনি আবর্জনা। তাঁর বন্ধুরাও আবর্জনা।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘এরা এমন মানুষ নয়, যারা কাজ করে। এরা এমন মানুষ নয়, যারা বলে, চল, এগিয়ে যাই। চল, এই জায়গাটা মহান করি। এরা শুধু অভিযোগ করে। এরা অভিযোগ করে এবং যেখান থেকে তারা এসেছিল, সেখানে কিছুই পায়নি।’

ইলহান ওমর সম্পর্কে ট্রাম্প প্রায় কিছুই জানেন না বলেও দাবি করেন। কিন্তু তিনি বছরের পর বছর ধরে তাঁকে (ইলহান) যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে অভিযোগ করে যেতে দেখেছেন।

ট্রাম্প বলেন, ‘আমি মনে করি, তিনি একজন অদক্ষ ব্যক্তি। তিনি সত্যিই একজন ভয়ংকর মানুষ।’

ইলহানের জন্ম সোমালিয়ায়। গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচতে আট বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে দেশ থেকে পালিয়ে যান। কেনিয়ার একটি শরণার্থীশিবিরে চার বছর কাটানোর পর ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তিনি ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন”

আমি ২৫ বছর আগের চেয়েও

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্টের ধৈর্যশক্তি ও কাজের উপযোগীতার অভাবের প্রমাণ হিসেবে সমালোচনা করতেন।

স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করার প্রায় ১৫ মিনিট পর, ট্রাম্প যেন আর চোখ খোলা রাখতে পারছিলেন না। সেসময় বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক তার বাণিজ্য যুদ্ধের প্রশংসা করছিলেন এবং “সর্বকালের সেরা প্রেসিডেন্টের জন্য সর্বকালের সেরা মন্ত্রিসভা” বলে অভিহিত করছিলেন।

হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি স্কট টার্নার এবং তারপর কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রোলিন্সের কথা শোনার সময় ট্রাম্পের চোখের পলক ক্রমশ ধীর হতে থাকে বলে মনে হয়। ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট, শ্রমমন্ত্রী লরি শাভেজ-ডি-রেমের এবং এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লি জেলডিনের কথা শোনার সময় তার এই সংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

যখন শিক্ষামন্ত্রী লিন্ডা ম্যাকম্যান এবং স্বাস্থ্য ও মানবসেবা মন্ত্রী রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়র কথা বলছিলেন, তখন ট্রাম্পকে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে স্থির থাকতে দেখা যায়। তবে শেষে তিনি তার চোখ নাড়ান বা মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

পূর্বাঞ্চলীয় সময় অনুসারে প্রায় দুপুর পৌনে ১টার ঠিক আগে, মার্কো রুবিওর বক্তব্য চলাকালীন ট্রাম্পকে একই অবস্থায় দেখা গেছে। রুবিও তখন ট্রাম্পের যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টার প্রশংসা করছিলেন। তবে এইবার ট্রাম্পের ঝিমুনিভাব আরও বেশি স্পষ্ট ছিল কারণ তিনি সচিবের ঠিক পাশেই বসেছিলেন এবং ক্যামেরা তাদের দুজনের উপরই জুম করা ছিল। (এর আগের বক্তারা ট্রাম্প থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন।)

রুবিওর বক্তব্যের শেষে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মজা করে বলেন, আমরা এখন “বছরের সবচেয়ে চমৎকার, জাদুকরী সময়ে” এসে পৌঁছেছি। এবং এর মাধ্যমে, অবশ্যই আমি কলেজ ফুটবল প্লেঅফের কথা বলছি।”

ট্রাম্প কৌতুকটি শুনে থাকলেও, তিনি তার প্রতিক্রিয়া খুব সামান্যই প্রকাশ করেন।

মঙ্গলবার ওই দৃশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লিভিট দাবি করেন যে ট্রাম্প “মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন এবং পুরো তিন ঘণ্টার দীর্ঘ মন্ত্রিসভার বৈঠক পরিচালনা করছিলেন”। তিনি ট্রাম্পের প্রশংসা করে বলেন, এই বছর নয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠক করার জন্য এবং এক প্রশ্নোত্তর পর্বে যখন ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট এবং সোমালি অভিবাসীদের আক্রমণ করে কথা বলছিলেন তা ছিল সত্যিই “বিস্ময়কর”।

লিভিট বলেন, “এই সমস্ত ঐতিহাসিক বৈঠকে, প্রেসিডেন্ট এবং তার অবিশ্বাস্য দল আমেরিকান জনগণের পক্ষ থেকে আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার জন্য তাদের অর্জনের দীর্ঘ তালিকা তুলে ধরেন।”

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসের কোনো অনুষ্ঠানে এমন স্পষ্টভাবে ঘুমের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা গেল। এর আগে ঘটনাটি ঘটেছিল ৬ নভেম্বর, ওভাল অফিসে। সেই ঘটনার পর, ওয়াশিংটন পোস্ট একাধিক ভিডিও ফিড পর্যালোচনা করে হিসাব করেছিল যে ট্রাম্প চোখ খোলা রাখার জন্য প্রায় ২০ মিনিট ধরে লড়াই করেছিলেন।

ওই অনুষ্ঠানের সময় ট্রাম্পের তন্দ্রাচ্ছন্নের ছবি ড়যেগুলো মঙ্গলবারের ছবির চেয়ে আরও স্পষ্ট, কারণ ওভাল অফিসের ক্যামেরা কোণগুলি স্পষ্ট ছিল ড় দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়।

বিষয়টি এই নয় যে একজন ৭৯ বছর বয়সী মানুষের ঝিমিয়ে পড়া কোনো গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার লক্ষণ অথবা এটি খুব অসাধারণ কিছু। লিভিট যেমন উল্লেখ করেছেন, রুবিওর কথা বলার পরেও ট্রাম্প বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এবং এটি অনস্বীকার্য যে তিনি তার পূর্বসূরির চেয়ে প্রেসের জন্য নিজেকে অনেক বেশি সহজলভ্য করেছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে তার সম্ভবত গভীর রাত জাগা এবং খুব ভোরে ওঠা হয়েছিল; অভিবাসন, ভেনিজুয়েলা এবং অন্যান্য বিষয়ে মধ্যরাতের কাছাকাছি পোস্ট করার পরে তিনি ভোর ৫:৩০-এর আগে ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করেছিলেন। (বস্তুত, তিনি আগের রাতে ডজনখানেক পোস্ট করেছিলেন।)

তবুও, এই ধরনের দৃশ্য স্পষ্টতই আরও বেশি ঘটতে শুরু করেছে।

এবং যেমনটা প্রায়শই ঘটে, ট্রাম্প নিজেই প্রেসিডেন্টের জন্য যে মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, তার কারণেই তিনি এখন নিজেই তার শিকার হয়েছেন। তিনি শুধু বাইডেনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে তাকে বারবার “স্লিপি জো” নামে অভিহিত করেননি; তিনি প্রায়শই বাইডেনের আক্ষরিক অর্থে ঘুমানোর ড় এবং ক্যামেরার সামনে ঘুমিয়ে পড়ার ড় জন্য সমালোচনা করতেন।

ট্রাম্প এই ধরনের দৃশ্যকে একজন প্রেসিডেন্টের জন্য অশোভনীয় এবং বাইডেনের উদাসীনতার লক্ষণ হিসাবে তুলে ধরতেন, অন্তত যখন ব্যাপারটা অন্যজনের ক্ষেত্রে ঘটত।

২০২১ সালে, স্কটল্যান্ডে একটি জলবায়ু সম্মেলনে বাইডেনকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখা যাওয়ার পর, ট্রাম্প একটি ইমেলের মাধ্যমে বলেছিলেন: “যার কোনো বিষয়ে সত্যিকারের উৎসাহ এবং বিশ্বাস আছে, সে কখনও ঘুমিয়ে পড়বে না!”

২০২২ এবং ২০২৩ সালেও ট্রাম্প এই বিষয়ে বাইডেনের সমালোচনা চালিয়ে যান।

২০২৪ সালের শুরুর দিকে বাইডেনের প্রাণবন্ত স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন ভাষণের পরেও ট্রাম্প বলেছিলেন যে “অধিকাংশ সময় তাকে দেখলে মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন।”

২০২৪ সালের জুনে, বাইডেনের শোচনীয় বিতর্ক পারফরম্যান্সের ঠিক আগে, ট্রাম্প বিদেশে সফর থেকে ফেরার পর তৎকালীন প্রেসিডেন্টের ঘুমকাতুরে ভাব নিয়ে উপহাস করেছিলেন এবং বলেছিলেন, “তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ঘুমিয়ে পড়েন।”

২০২৪ সালের প্রচারণার শেষের দিকে, ট্রাম্প বারবার বাইডেনের সমুদ্র সৈকতে ঘুমিয়ে পড়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। ট্রাম্প এটিকে বিশেষভাবে অশোভনীয় এবং অদ্ভুত বলে মনে করতেন।

তিনি ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বরে এক পর্যায়ে বলেন, “ক্যামেরা চলছে এমন সময় কীভাবে কেউ ঘুমিয়ে পড়তে পারে, তাই না?”

একই মাসে তিনি পডকাস্ট হোস্ট অ্যান্ড্রু শুলজকে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনঃ

৯ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনে ৩৩.৬১ শতাংশ, ২০০১ সালের নির্বাচনে ৪০.৯৭ শতাংশ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভোট পেয়েছে ৩৩. ২০ শতাংশ। আর বিগত নির্বাচনে ভোটের পরিসংখ্যানে জামায়াতের ভোট কমেছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত ভোট পেয়েছে ১২.১৩ শতাংশ, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ৮.৬১ শতাংশ, ২০০১ সালের নির্বাচনে ৪.২৮ শতাংশ এবং ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪.৬০ শতাংশ ভোট পায় দলটি।

বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা মনে করেন, আওয়ামী লীগের গত ১৬ বছরের দুঃশাসনে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। এর ফলাফল গত বছরের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান। ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের সাধারণ জনগণও জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছিল। তাই আওয়ামী লীগের আগের ভোটের হারের সঙ্গে বর্তমানকে অবস্থা মেলানো যাবে না বলে মনে করেন তারা। গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ভোট সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ হতে পারে - এমন আলোচনা আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে।

আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা যা বলছেন

ডয়চে ভেলের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের তিনজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও দুইজন থানা পর্যায়ের নেতার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তারা সকলেই বর্তমানে বাড়ি-ঘর ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে রয়েছেন। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলার এক নেতা বলেন, “আমার ইউনিয়নে হিন্দু ভোট আছে ৩১ শতাংশ। সব বাদ দিয়েও ৬০ শতাংশ ভোট আছে আওয়ামী লীগের। এদের অনেকের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। কেন্দ্র থেকে কোনো নির্দেশনা না পাওয়ায় আমরাও তাদের মিলেমিলে থাকতে বলেছি। এখন যদি ভোট হয় এই ৬০ শতাংশ ভোটারের মধ্যে অন্তত ৩৫ শতাংশ ভোটারকে ভোট দিতে যেতে হবে। কারণ, ভোট কেন্দ্রে না গেলে তাদের পক্ষে এলাকায় থাকা মুশকিল হয়ে যাবে। এখন যারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন, তাদের নিরাপত্তা যিনি দিতে পারবেন তাকেই তারা ভোট দেবেন। কিন্তু ২০-২৫ শতাংশ কট্টর সমর্থক কেন্দ্রে যাবেন না।”

রাজধানীর পার্শ্ববর্তী একটি জেলার থানা পর্যায়ের একজন নেতা ডয়চে ভেলেকে বলেন, “আমার উপজেলায় পদধারী কোনো নেতা এলাকায় নেই। তারা সবাই পলাতক। কর্মীদের অনেকে বাড়িতে আছেন। কারও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে মিলে মিশে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠান ফেরত পেলেও নিয়মিত ‘মাসোহারা’ দিয়ে তারা টিকে আছেন। এই লোকগুলোকে তো ভোট কেন্দ্রে যেতে হবে। কারণ, ভোট দিতে না গেলে আমরা তো তাদের প্রোটেকশন দিতে পারছি না। ফলে, আমাদের ভোটারদের একটা অংশ আসলে ভোট দিতে যাবেন। এই মুহূর্তে এই কারণে এলাকায় তাদের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন। সর্বোপরি সবারই তো পরিবার আছে।”

আওয়ামী লীগের ভোট নিয়ে এনসিপির ভাবনা

গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির পক্ষ থেকে নৌকার সমর্থক এবং ভোটব্যাংক নিয়ে আলাদা মূল্যায়ন রয়েছে। দলটির মূখ্য যুগ্ম আহ্বায়ক সাদ্দাম হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, “আওয়ামী লীগের এখন আর সেভাবে ‘ভোটব্যাংক’ নেই। আওয়ামী ভোটব্যাংক নিয়ে এনসিপি পৃথক কোনো চিন্তা-ভাবনা করছে না। আওয়ামী লীগের সমর্থক তারা ভোট দিতে এসে যদি আমাদের প্রার্থীকে যোগ্য মনে করেন, তাহলে আমাদের ভোট দেবে। এছাড়া অভ্যুত্থান ও পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের- বিশেষ করে ছাত্র-তরুণদের মধ্যে একটা বড় ট্রান্সফরমেশন হয়েছে বলে মনে করে জাতীয় নাগরিক পার্টি।”

তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে দলটির আরেক নেতা বলেন, “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ছাত্রলীগ করতো, তাদের অনেকেই আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অমান্য করে সরাসরি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই জায়গা থেকে ভোটারদের মধ্যেও একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটবে। দলের জায়গা থেকে আমাদের যে সেন্ট্রাল নেতৃত্ব আছে, সেখানে সাবেক ছাত্রলীগ বলেন, সাবেক ছাত্র শিবির, ছাত্র অধিকার পরিষদ কিংবা ছাত্র ইউনিয়ন- এই যে একটা কম্বিনেশন আমাদের এখানে হয়েছে, সে জায়গা থেকে আমাদের এখানে অধিকাংশ সাবেক সংগঠনেরই মূল নেতৃত্ব আছে। ফলশ্রুতিতে এই নেতৃত্বের মূল্যায়ন বা তাদের কাজের মাধ্যমে ভোটাররা প্রভাবিত হবেন।”

আওয়ামী লীগের ভোটে বিশেষ নজর বিএনপির

বাংলাদেশে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি আগামী নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভোটকে কাছে টানার চেষ্টা করছে দলটি।

সম্প্রতি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ নৌকার ভোট টানতে নানা ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। রুহুল কবীর রিজভী এক বক্তৃতায় বলেছেন, “আওয়ামী লীগের ক্লিন ইমেজের ব্যক্তিরা বিএনপির সদস্য হতে পারবেন, যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকে অনেক আগেই দূরে সরে গেছেন। ক্লিন ইমেজ রয়েছে যাদের। এ ছাড়া শ্রমিক, কৃষক, ব্যাংকার, অর্থাৎ, এলাকায় সজ্জন হিসেবে পরিচিত সবাই আমাদের নতুন সদস্য হতে পারবেন, যদি আমাদের দলের আদর্শ ধারণ করেন।”

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ইমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, “আমরা কোনো পার্টিকুলার ধর্ম বা গোষ্ঠীর জন্য রাজনীতি করছি না। আমরা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের জন্য। কোনো গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তো কোনো রাজনীতি হতে পারে না। এটা তো ডিভিশন হবে। আমরা তো বলছি রাজনীতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে চাই। ফলে আমরা বলছি, বিএনপি নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় গেলে দেশে সবার জন্য একটা বসবাসের পরিবেশ তৈরি হবে।”

সম্প্রতি বিএনপির শীর্ষ নেতার ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে হিন্দু প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে মাগুরা-২ নির্বাচনি এলাকায় শালিখা উপজেলার সকল হিন্দুদের আমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী কাজী সালিমুল হক কামাল। ওই অনুষ্ঠানে ১০ হাজারের বেশি হিন্দু জনগোষ্ঠীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করেছেন থানা যুবদল নেতা ইকরাম হোসেন তুষার। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, “এখানে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এসেছেন। কাউকে জোর করে আনা হয়নি। ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আমাদের এখানে কোনো সংঘাত হয়নি, কারও বাড়ি-ঘর বা জমিদখলও হয়নি। এখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানে রয়েছে।”

আওয়ামী লীগের ভোট পেতে কৌশলী জামায়াত

সম্প্রতি এক নির্বাচনি জনসভায় আওয়ামী লীগের সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক মুজিবকে ভাই সম্বোধন করে দলটির ভোটারদের কাছে ভোট চাইতে দেখা গেছে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরকে। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘এবার তো মুজিব ভাই নেই। তাহলে আপনাদের আগের অনুভূতিতে তো দুই নম্বরে আমি আছি। তাহলে ইনশাআল্লাহ, আপনারা তো আমাকে ভোট দেবেন। আবার যদি মুজিব সাহেব কখনও আসেন, তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলে নিয়েন, কোনো অসুবিধা নেই।” তবে জামায়াতে ইসলামীর সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের মনে করেন, “বাস্তবে নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের ভোট ৫ শতাংশের বেশি নয়। ফলে এই ভোট তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না।”

গত ১৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিমকে আটক করে পুলিশে দেয় স্থানীয় লোকজন। কিছুক্ষণ পরই তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য লোকজন নিয়ে থানায় হাজির হন জামায়াতে ইসলামীর নেতা জাহাঙ্গীর আলম। গত জানুয়ারিতে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে শফিকুল ইসলাম সিকদার নামে আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করে গাজীপুরের জয়দেবপুর থানা পুলিশ। ওই নেতাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে বিক্ষোভ মিছিল করে জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। জামায়াতে ইসলামীর গাজীপুর সদর উপজেলার নায়েবে আমির আব্দুল বারী তখন সাংবাদিকদের বলেন, “শফিকুল আমাদের সংগঠনের লোক।” আগামী সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের শ্যালক কর্নেল (অব.) অধ্যাপক ডা. জিহাদ খান। ডা. জিহাদ খান জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরা সদস্য। বর্তমানে তিনি ইবনে সিনা হাসপাতালে কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে কর্মরত। এভাবে অনেক এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতার আত্মীয় স্বজনেরা অন্য দলের হলেও আওয়ামী লীগের ভোট টানার চেষ্টা করছে।

টার্গেট হিন্দু ভোটার?

ঝিনাইদহের স্থানীয় সাংবাদিক রফিকুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘নভেম্বরের শুরুর দিকে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার উমেদপুর বাজারের পাশে খোলা একটা স্থানে কয়েকটি বেঞ্চ বসানো। গোল হয়ে সেখানে বসেছেন দশ থেকে ১২ জন ব্যক্তি, যাদের সবাই সনাতন ধর্মের অনুসারী। তাদের মধ্যে দলীয় লিফলেট বিতরণ করছিলেন স্থানীয় জামায়াতের একজন নেতা। জিজ্ঞেস করতেই জানালেন সনাতন ধর্মের অনুসারীদের নিয়ে এটি তাদের একটি ‘দলীয় সভা’। সভায় যারা এসেছেন তাদের সকলেই জামায়াতে ইসলামীর ‘সমর্থক’।”

শুধু ঝিনাইদহ নয়, অনেক এলাকায় হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের নিয়ে জামায়াতের ‘সনাতনী কমিটি’ গঠন করা হয়েছে। কিছুদিন আগে খুলনার ডুমুরিয়ায় শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে জামায়াতের একটি ‘হিন্দু সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা-১ আসনে জামায়াত কৃষ্ণ নন্দীকে তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কারো কারো এরকম জামায়াতে যোগ দেওয়ার কারণ হিসেবে অনেকেই ‘নিরাপত্তার আশ্বাসের’ কথা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর হার প্রায় ১০ শতাংশ। দেশটির বিভিন্ন আসনে নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারণে সংখ্যালঘু ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ৫ অগাস্ট পরবর্তী সময়কালে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভোট কোন দিকে যাবে সেটা একটা বিষয়। অনেকেই মনে করেন, সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিএনপির অবস্থান থাকলেও ইসলামপন্থি দলগুলোর মধ্যে তেমন অবস্থান নেই।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ বলেন, ‘‘ভোট কাকে দেবো তার চেয়ে বড় কথা নির্বাচন আসলেই তো আমরা আতঙ্কে থাকি। আবার মনে হয় নির্যাতন শুরু হবে! আমরা যদি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না পাই তাহলে ভোট দিতেই যাব না। কারণ, আমরা ভোট দিলেও মার খাই, না দিলেও মার খাই। আমরা চাই, একটা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। ফলে আমাদের নীতির সঙ্গে যাদের যায়, তাদের আমরা ভোট দিই। এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কোনো কথাই শোনেনি। কোথাও আমাদের রাখা হয়নি। ফলে ভোট আমাদের কাছে আতঙ্ক।”

বিশ্লেষকরা কী বলছেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘‘আমরা ভোট পাগল জাতি। ভোট এলেই আমরা ভোট দিতে চাই। যদিও সুযোগ না থাকায় অনেক সময় ভোট দিতে যেতে পারিনি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না থাকলেও তাদের সমর্থকেরা এবার ভোট কেন্দ্রে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত তারা যদি কোনো প্রার্থীর কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পায় তাহলে কিন্তু তারা ভোট কেন্দ্রে যাবে। আবার জাতীয় পার্টি যদি নির্বাচনে থাকে তাহলে বিএনপি-জামায়াতের বাইরে তারা একটা বিশেষ সুবিধা পেতে পারে।

আমি ২৫ বছর আগের চেয়েও

৩৮ পৃষ্ঠার পর

বলেছিলেন: “ক্যামেরার সামনে আপনি আমাকে কখনও ঘুমোতে দেখবেন না।”

যদি বৈঠকে ঘুমিয়ে পড়া এই ইঙ্গিত দেয় যে বাইডেনের মধ্যে “উৎসাহ এবং বিশ্বাস”-এর অভাব ছিল, তবে কেন একই মানদণ্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না?

অবশ্যই, যখন স্বাস্থ্যের প্রশ্ন আসে, তখন প্রেক্ষাপটই মুখ্য। কোনো সন্দেহ নেই যে বাইডেনকে ট্রাম্পের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক মনে হত, এবং বাইডেনের চারপাশের লোকেরা তার অবনতি আড়াল করে রাখত। এমনকি ট্রাম্পের জনসমক্ষে আসা এবং অভ্যন্তরীণ সফর কমে গেলেও (যেমনটা টাইমস উল্লেখ করেছে), বাইডেনের মতো কর্মতালিকা বা জনসমক্ষে উপস্থিতি ট্রাম্প আজকাল রাখেন না। (তবে, এই মেয়াদে তার বিদেশ সফর বৃদ্ধি পেয়েছে।)

কিন্তু ট্রাম্প তার স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অস্বচ্ছতা বজায় রেখেছেন। এর মধ্যে রয়েছে তার ডাক্তারদের কাছ থেকে অতিশয়োক্তিপূর্ণ চিঠি প্রকাশ করা এবং প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তার চিকিৎসা সংক্রান্ত ভিজিট—সাম্প্রতিক একটি এমআরআইসহ—সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা। (যদিও প্রেসিডেন্ট দাবি করেছিলেন যে তিনি জানতেনই না শরীরের কোন অংশে এটি করা হয়েছিল, তবুও হোয়াইট হাউস এই সপ্তাহে অবশেষে তার কার্ডিওভাসকুলার এবং অ্যাবডোমিনাল সিস্টেমের অক্টোবরে মেডিকেল ইমেজিং-এর একটি সারাংশ প্রকাশ করেছে।)

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে, ড. হ্যারল্ড বর্নস্টাইন, যিনি ২০১৫ সালে তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসামূলক চিঠি লিখেছিলেন, বলেছেন যে ট্রাম্প পুরো চিঠিটি নিজেই “ডিক্টেট” করেছিলেন। সেই চিঠিতে অবিশ্বাস্যভাবে বলা হয়েছিল যে ট্রাম্প “ইতিহাসের সবচেয়ে সুস্থ ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচিত হবেন”। যদিও সে সময় তার বয়স ৭০-এর কাছাকাছি ছিল এবং ব্যায়ামের প্রতি তার অনিহার জন্য তিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন।

এই ধরনের ঘটনাগুলো সাধারণভাবেই সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং টাইমস-এর মতো তদন্তকে বৈধতা দেবে, বিশেষ করে যখন প্রেসিডেন্ট বার্ধক্যের আরও লক্ষণ দেখাতে শুরু করবেন।

ঠিক যেমন কাউকে বিরক্ত করার মতো করে বারবার “স্লিপি জো” বলা হলে, যখন ট্রাম্প নিজে তার ঘুম ঘুম ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন না, তখন তা আরও বেশি চোখে পড়ে।

তবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ‘মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং পুরো তিন ঘণ্টা ধরে চলা মন্ত্রিসভার দীর্ঘ বৈঠক পরিচালনা করেছেন।’ লেভিট আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট এই বছর নয়বার মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন এবং এসব ঐতিহাসিক বৈঠকে মার্কিন জনগণের পক্ষে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন লক্ষ্য অর্জনে কৃত কাজগুলোর বিস্তৃত তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

ট্রাম্প গত সপ্তাহে তাকে নিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের একটি দীর্ঘ ও বিস্তারিত প্রতিবেদনের সমালোচনা করেন, যেখানে তার কাজের সময়সূচি ও জনসমক্ষে তার উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলা হয়। প্রতিবেদনে দেখানো হয়, ৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট তার দ্বিতীয় মেয়াদে কিছুটা ধীরগতির হয়ে গেছেন।

ট্রাম্প এই সমালোচনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের পাগল বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, ‘ট্রাম্প চটপটে, তারা চটপটে নয়।’ তবে এক মাসের কম সময়ের মধ্যে হোয়াইট হাউসে কোনো অনুষ্ঠান চলাকালে এটি দ্বিতীয়বারের মতো ঘটল। এর আগে গত ৬ নভেম্বর ওভাল অফিসে এ দৃশ্য দেখা যায়, যখন ওয়াশিংটন পোস্ট ভিডিও ফিড পর্যালোচনা করে হিসাব করেছিল যে, ট্রাম্প প্রায় ২০ মিনিট ধরে চোখ খোলা রাখার জন্য লড়াই করেছেন।

কয়েক দিন আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) পরীক্ষা করা হয়, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও হোয়াইট হাউস এটিকে তার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ বলে জানিয়েছে, কিন্তু সাধারণ স্বাস্থ্যপরীক্ষার ক্ষেত্রে এমআরআই করানো হয় না।

লেভিট গত সোমবার (০১ ডিসেম্বর) বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কার্ডিওভাস্কুলার ইমেজিং পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল, রক্তনালিতে সংকোচনের কোনো চিহ্ন নেই... এককথায় তার হৃদ্‌যন্ত্র চমৎকার অবস্থায় আছে।’ তবে কেন এই এমআরআই পরীক্ষা করা হলো, তার কারণ প্রকাশ না করায় অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন যে, হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য পুরোপুরি ও সময়মতো প্রকাশ করছে কি না।

১০০ বছর পর জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব

৭ পৃষ্ঠার পর

তাদের সীমান্তের মধ্যে কেউ জন্ম নিয়ে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পেয়ে থাকে। এদেশগুলোর অধিকাংশই আমেরিকা মহাদেশে।

ট্রাম্প নির্বাহী আদেশ জারির পর এর বিরুদ্ধে উত্থাপন করা আইনি চ্যালেঞ্জের বিষয়ে কয়েকটি ফেডারেল কোর্ট তাদের রায়ে বলেছে যে এটি সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। তবে দুটি আপিল আদালত ট্রাম্পের আদেশ কার্যকরের ওপর দেওয়া স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছে।

পরে ট্রাম্প এই স্থগিতাদেশ এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যান। এতে ট্রাম্প একটি জয় পান। কারণ গত জুনে কোর্টের একটি আদেশ বলা হয়েছে নিম্ন আদালত তাদের কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করেছে। যদিও জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত কোর্ট দেয়নি।

আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পর মুক্তি পাওয়া দাস যারা আমেরিকাতেই জন্ম নিয়েছিলো তাদের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ১৪তম সংশোধনী আনা হয়েছিলো।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী গৃহীত হয়েছিলো ১৮৬৮ সালে, গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। এর আগে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে দাস প্রথার বিলুপ্তি হয়েছিলো ১৮৬৫ সালে।

মার্কিন সলিসিটর জেনারেল ডি জন সাউয়ের যুক্ত দিচ্ছেন যে, সংশোধনীটি গ্রহণ করা হয়েছিলো মুক্তি পাওয়া দাস ও তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য, এটা যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক সফরে আসা বা অবৈধভাবে আসা ব্যক্তিদের জন্য নয়। তিনি বলেন, আমেরিকার মাটিতে জন্ম নিলেই নাগরিকত্ব পাওয়া যায় এটি একটি ভুল ধারণা, বরং তার যুক্ত হলো এ চিন্তার “পরিণতি ধ্বংসাত্মক”।

যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬ সালে আড়াই লাখ শিশু জন্ম নিয়েছে যাদের বাবা অভিবাসী হিসেবে বৈধ নন। তবে এটি ২০০৭ সালের তুলনায় ৩৬ শতাংশ কম বলে জানিয়েছে দা পিউ রিসার্চ সেন্টার।

সংস্থাটি বলছে, সবশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সাল নাগাদ অননুমোদিত অভিবাসী পিতামাতার ঘরে জন্ম নেয়া মার্কিন নাগরিকের সংখ্যা ১২ লাখ।

মাইগ্রেশন পলিসি ইন্সটিটিউট ও পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির পপুলেশন রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর গবেষণায় দেখা গেছে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিল থাকলে যুক্তরাষ্ট্রে অননুমোদিত জনসংখ্যা ২০৪৫ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ২৭ লাখ ও ২০৭৫ সাল নাগাদ তা বেড়ে ৫৪ লাখ হতে পারে।

হঠাৎ কেন ভেনেজুয়েলার মাদুরোর

৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি ক্ষমতা ছাড়েননি। ওদিকে গ্রেপ্তারের ভয়ে গঞ্জালেজ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।

ট্রাম্প কেন হঠাৎ ভেনেজুয়েলার দিকে নজর দিলেন?

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এসে ট্রাম্প অভিবাসন বন্ধ করাকে তার প্রধান কাজ হিসেবে নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ভেনেজুয়েলা থেকে দলে দলে মানুষ আমেরিকায় ঢুকছে, আর এর জন্য দায়ী মাদুরো।

২০১৩ সালের পর থেকে ভেনেজুয়েলার অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক দমনের কারণে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ দেশটি ছেড়ে পালিয়েছে। এদের বড় অংশ লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে গেলেও লাখ লাখ মানুষ আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। কোনো প্রমাণ না দিলেও ট্রাম্পের অভিযোগ, মাদুরো তার দেশের জেলখানা আর পাগলা গারদ খালি করে অপরাধীদের আমেরিকায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আরেকটা কারণ হলো মাদক। ট্রাম্প ফেন্টানিল ও কোকেনের প্রবেশ ঠেকাতে চান। তিনি ভেনেজুয়েলার দুটি অপরাধী দলকে “সন্ত্রাসী” ঘোষণা করেছেন। তার দাবি, এর একটির নেতা খোদ মাদুরো। মাদুরো অবশ্য এসব অস্বীকার করে বলেন, “আমেরিকা মাদক যুদ্ধের বাহানায় আসলে আমাকে সরিয়ে ভেনেজুয়েলার তেলের খনি দখল করতে চায়।”

ক্যারিবিয়ান সাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ

১৯৮৯ সালে পানামায় হামলার পর এই প্রথম ওই অঞ্চলে এত বড় সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৫,০০০ মার্কিন সেনা, বিমানবাহী রণতরী, মিসাইল ছুড়তে সক্ষম জাহাজ এবং উভচর জাহাজ সেখানে পাঠানো হয়েছে।

তাদের লক্ষ্য নাকি মাদক পাচার ঠেকানো। সেপ্টেম্বর থেকে তারা আন্তর্জাতিক জলসীমায় সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় ২০টির বেশি হামলা চালিয়েছে। এতে ৮০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে। আমেরিকা এদের “মাদক সন্ত্রাসী” বললেও আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এই হামলাগুলো অবৈধ। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের এক সাবেক আইনজীবী বিবিসিকে বলেছেন, শান্তিকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের ওপর এমন হামলা পরিকল্পিত অপরাধের শামিল। তবে হোয়াইট হাউস বলছে, আমেরিকার মানুষকে বাঁচাতে ট্রাম্প যুদ্ধের নিয়ম মেনেই কাজ করছেন।

মাদক বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা। তাদের মতে, বিশ্বজুড়ে মাদক পাচারে ভেনেজুয়েলার ভূমিকা খুবই কম। এটি মূলত একটি রুট বা পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোকেনের সবচেয়ে বড় উৎপাদনকারী হলো প্রতিবেশী কলম্বিয়া। কিন্তু সেই মাদক ভেনেজুয়েলা দিয়ে নয়, অন্য পথে আমেরিকায় যায়।

২০২০ সালের মার্কিন এক রিপোর্ট বলছে, আমেরিকায় ঢোকা কোকেনের বেশিরভাগই আসে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে। ক্যারিবিয়ান সাগর দিয়ে আসে খুব সামান্য। অথচ ট্রাম্প প্রশাসন হামলা চালাচ্ছে ক্যারিবিয়ান সাগরেই। ট্রাম্প দাবি করছেন নৌকাগুলো ফেন্টানিলে বোঝাই। কিন্তু ফেন্টানিল মূলত তৈরি হয় মেক্সিকোতে এবং তা স্থলপথে সীমান্ত দিয়ে আমেরিকায় ঢোকে। ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন যে ২১ নভেম্বর তিনি মাদুরোর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, ট্রাম্প মাদুরোকে পরিবারসহ দেশ ছাড়ার জন্য এক সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন। মাদুরো সেই নিরাপদ প্রস্থান বা সেইফ প্যাসেজের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

সময়সীমা শেষ হওয়ার এক দিন পর ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি ভেনেজুয়েলার মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে “স্থলপথে” ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন, তবে সেটা কীভাবে হবে তা বলেননি।

ট্রাম্পের প্রেস সেক্রেটারি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, “প্রেসিডেন্টের হাতে সব অপশনই খোলা আছে।” তিনি বিস্তারিত না বললেও সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্যারিবিয়ান সাগরে আমেরিকার যে বিশাল প্রস্তুতি, তা শুধু মাদক ধরার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি।

সোমালিয়ার অভিবাসীদের

৭ পৃষ্ঠার পর

এর আগে মঙ্গলবার (০২ ডিসেম্বর) মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, সোমালিয়ার অবস্থা খুব খারাপ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সোমালি অভিবাসীদের চান না। ট্রাম্প বলেন, “আমরা যদি আমাদের দেশে আবর্জনা নেওয়া অব্যাহত রাখি, তবে আমরা ভুল পথে যাব।”

তবে ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের সরকারের নীরবতায় এবং কড়া প্রতিবাদ না জানানোয় ক্ষুব্ধ সোমালিয়ার সাধারণ মানুষ। মোগাদিসুর ব্যবসায়ী আবদুল্লাহি ওমর (৩৫) বলেন, “নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিবিদদের উচিত দেশ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। আমাদের জনগণের প্রতি ট্রাম্পের ঘৃণাবাচক বক্তব্যের বিষয়ে আপনারা কেন মুখে কুলুপ এঁটে আছেন?

যদিও আফ্রিকান দেশগুলো এবং বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গদের অপমান করার ইতিহাস ট্রাম্পের পুরোনো।

মোগাদিসুর ২৪ বছর বয়সী গ্রাফিক ডিজাইনার আলী ইয়াহিয়ে বলেন, “আমরা আবর্জনা নই। যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে সেখানে বসবাসরত সোমালি কমিউনিটির অনেক অবদান রয়েছে।”

ইস্ট আফ্রিকান ইনস্টিটিউট ফর পিস অ্যান্ড গভর্নেন্সের নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার আবদিফাতাহ বশির ট্রাম্পের এই মন্তব্যকে “সরাসরি অপমান” বলে অভিহিত করেছেন। তবে তিনি মনে করেন, সোমালি সরকার সম্ভবত ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করবে না। কারণ, সোমালিয়া এখনো যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া আর্থিক সহায়তার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল।

চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্প প্রশাসন ইউএসএআইডি (টঝঅওউ)-এর কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ায় সোমালিয়ার মতো দরিদ্র দেশগুলোতে বিদেশি সহায়তা অনেকাংশে বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ দেশটি চরম মানবিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২২ সালে ভয়াবহ খরায় সেখানে অন্তত ৪৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এরপর ২০২৩ সালে দেশটি বন্যা ও অতিবৃষ্টির কবলে পড়ে।

আনোয়ার আবদিফাতাহ বশির বলেন, “সরকার যদি চুপ করে থাকে, তবে পরোক্ষভাবে তারা ট্রাম্পের এই উগ্র ও অতিরঞ্জিত বক্তব্যকেই মেনে নিচ্ছে।”

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারজুড়েই এমন উগ্র ভাষা ব্যবহার করে আসছেন। প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট থাকার সময় তিনি হাইতি ও আফ্রিকান দেশগুলোকে অশালীন ভাষায় গালি দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, নরওয়ের মতো দেশগুলো থেকে কেন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী আসে না।

এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন ইস্যুটিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। তিনি অভিবাসীদের সঙ্গে অপরাধ ও রোগবালাইয়ের তুলনা টানছেন।

বৃহস্পতিবার (০৪ ডিসেম্বর) রাতে এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, সোমালিরা মিনেসোটা “দখল” করে নিচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, সোমালি গ্যাংগুলো “শিকারের খোঁজে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে”।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে বহু মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তারা মূলত মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে বসতি গড়েন। গবেষণা সংস্থা মিনেসোটা কম্পাসের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রাজ্যটিতে প্রায় ৭৯ হাজার ৪০০ সোমালি বসবাস করছেন। তাদের অর্ধেকের বেশিই সোমালিয়ার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

অভিবাসনকর্মী ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে, মিনেসোটায় বসবাসরত সোমালি বংশোদ্ভূতদের অধিকাংশই এখন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা বৈধভাবে স্থায়ী বাসিন্দা (গ্রিন কার্ডধারী)। মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরোর তথ্য বলছে, জাতীয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সোমালি অভিবাসীদের প্রায় ৭৩ শতাংশই দেশটির নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

এইচ-১বি ভিসার অপব্যবহার করছে আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলো, তবে বাতিল করা সমাধান নয় বললেন ইলন মাস্ক

৬ পৃষ্ঠার পর

কথপোকথনের সময় মাস্ক জোর দিয়ে বলেন, “আমেরিকা দীর্ঘ দিন ধরেই প্রতিভাবান ভারতীয় অভিবাসী কর্মীদের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। তবে তিনি এইচ-১বি ভিসা কর্মসূচির “অপব্যবহার” নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টিও স্বীকার করেন।”

এইচ-১বি ভিসা লটারির মাধ্যমে দেওয়া হয়। আউটসোর্সিং এবং স্টাফিং কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে যে, তারা এই ব্যবস্থার সঙ্গে কারসাজি করছে যেমন একই কর্মীর জন্য একাধিক আবেদন জমা দেওয়া অথবা বিশেষায়িত পেশার পরিবর্তে কম খরচে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে এই ভিসা ব্যবহার করা।

মাস্ক বলেন, “আমাদের এই ব্যবস্থার সঙ্গে কারসাজি বন্ধ করতে হবে। তবে আমি অবশ্যই সেই দলে নই যারা এইচ-১বি কর্মসূচি বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে। ডানপন্থীদের কেউ কেউ এটি চান। আমার মনে হয় তারা বুঝতে পারছেন না যে এটা আসলে খুবই খারাপ হবে।”

চলতি মাসে একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ভারতীয় আউটসোর্সিং কোম্পানিগুলোর জন্য এইচ-১বি ভিসা অনুমোদনের হার গত এক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমেছে।

ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর আমেরিকান পলিসির তথ্য অনুযায়ী, এই অর্থবছরে শীর্ষ সাতটি ভারতীয় কোম্পানির মাত্র ৪,৫৭৩টি প্রাথমিক নিয়োগের আবেদন অনুমোদিত হয়েছে। যা ২০১৫ সালের তুলনায় ৭০ শতাংশ কম এবং ২০২৪ সালের তুলনায় ৩৭ শতাংশ কম।

এনএফএপি-এর প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, ট্রাম্পের নীতি “নিয়োগদাতাদের জন্য প্রত্যাখ্যানের হার বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সমস্যার কারণ হতে পারে”।

এইচ-১বি ভিসার পাশাপাশি মাস্ক তার দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের অর্থনৈতিক নীতির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে শুল্ক বা ট্যারিফ ব্যবহারের সিদ্ধান্তের বিষয়েও কথা বলেন। মাস্ক জানান, তিনি ট্রাম্পকে শুল্ক বাড়ানো থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে “ব্যর্থ” হয়েছেন। তার মতে, শুল্ক “বাজারে বিকৃতি তৈরি করে” কিন্তু “প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি শুল্ক ভালোবাসেন।”

চলতি বছরের শুরুর দিকে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে যার মধ্যে রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ২৫ শতাংশ জরিমানাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও অন্য অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তবুও ভারতীয় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ শুল্ক গুনতে হয়। দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনা চলছে যার লক্ষ্য চলতি বছরের শেষ নাগাদ একটি সমঝোতায় পৌঁছানো।

৫০ বছরে ‘মাদকবিরোধী যুদ্ধে’

৬ পৃষ্ঠার পর

জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরির অঙ্গীকার করেছিল।

কিন্তু বাস্তবে দশকের পর দশক ধরে শাস্তিমূলক পুলিশি ব্যবস্থা ও সামরিক ধাঁচের দমনপীড়নের পরও যুক্তরাষ্ট্র রেকর্ড মাত্রায় মাদকের ওভারডোজজনিত মৃত্যু, পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ কারাবন্দির দেশ এবং মাদক সরবরাহ বা চাহিদা কমানোর তেমন কোনো প্রভাব ছাড়াই মাদকের পেছনে এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যয় করা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এসব তথ্য সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেসের।

যুক্তরাষ্ট্রে তাদের মাদকবিরোধী যুদ্ধে পুলিশিং ও ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেয়, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের অসমভাবে কারাগারে ঠেলে দেওয়া হয়। দেশের বাইরে লাতিন আমেরিকাজুড়ে সমান্তরাল এক সংঘাত তারা উস্কে দেয়, যেখানে মার্কিন সমর্থিত অভিযানের মাধ্যমে দুর্নীতি ও সংগঠিত অপরাধ আরও গভীর হয়।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিলের ওভারডোজের কারণে মৃত্যুর হার ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বহু অঙ্গরাজ্য গাঁজাকে বৈধ করার পথে এগিয়েছে।

বর্তমানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুতি নিয়েছে। দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের অভিযোগ আনলেও এর পক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করেনি ওয়াশিংটন। এমন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে, মাদকবিরোধী যুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়েছিল এবং তা যুক্তরাষ্ট্রসহ আঞ্চলিক কী প্রভাব ফেলেছে।

যেভাবে শুরু

যুক্তরাষ্ট্রের এক অস্থির রাজনৈতিক সময়ে মাদকবিরোধী যুদ্ধ শুরু করেন নিক্সন। ষাটের দশকের শেষ দিকে ভিয়েতনামফেরত সেনাদের মধ্যে হেরোইন ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, তরুণদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার বাড়ে এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তীব্র হয়।

নিক্সন প্রশাসন নতুন ফেডারেল সংস্থা তৈরি করে, কঠোর শাস্তি আরোপ করে এবং মাদক ব্যবহারে জাতীয় স্থিতিশীলতা বিপন্ন হয়—এমন বর্ণনা তুলে ধরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে।

এর রাজনৈতিক যুক্তি পরে প্রকাশ করেন নিক্সনের সহকারী জন এরলিকম্যান। তিনি ২০১৬ সালে এক সাংবাদিককে বলেন, প্রশাসন যুদ্ধবিরোধী বামপন্থী আন্দোলনকারী ও কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের প্রধান “শত্রু” হিসেবে দেখতো।

সরকার যেহেতু ভিন্নমতাবলম্বী বা জাতিসত্তাকে অপরাধী হিসেবে ঘোষণা করতে পারেনি, তাই তারা “হিপ্পিদের” সঙ্গে গাঁজা ও কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে হেরোইনকে যুক্ত করে উভয় গোষ্ঠীকেই ব্যাপকভাবে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে।

এরলিকম্যানের মতে, লক্ষ্য ছিল ওই সম্প্রদায়গুলোকে ভেঙে দেওয়া, তাদের বাড়িতে অভিযান চালানো, নেতাদের গ্রেপ্তার করা এবং সংবাদমাধ্যমে তাদের অপরাধী হিসেবে তুলে করা। তিনি বলেন, “আমরা জানতাম যে, মাদক নিয়ে মিথ্যা বলছি।”

১৯৮০-এর দশকে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের সময় এই অভিযান নাটকীয়ভাবে তীব্র হয়। ১৯৮৪ সালের কমপ্রিহেনসিভ ক্রাইম কন্ট্রোল অ্যাক্ট গাঁজা রাখার শাস্তি আরও কঠোর করে।

১৯৮৬ সালের অ্যান্টি-ড্রাগ অ্যাবিউজ অ্যাক্ট ন্যূনতম সাজা নির্ধারণ করে এবং এমন শাস্তিমূলক কাঠামো তৈরি করে, যা শেষ পর্যন্ত কারাবন্দিদের মধ্যে বড় ধরনের বর্ণগত বৈষম্য সৃষ্টি করে।

এই আইন অনুযায়ী ৫ গ্রাম ক্র্যাক কোকেন পাওয়া গেলে ন্যূনতম পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হতো। অথচ অনেক বেশি দামি পাউডার কোকেনের ৫০০ গ্রাম পাওয়া গেলেও ন্যূনতম একই শাস্তি নির্ধারিত ছিল। আইনটি পাস হওয়ার পর কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের কারাবন্দির হার পাঁচগুণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ, প্রতি এক লাখে ৫০ জন থেকে বেড়ে ২৫০ জন হয়ে যায়।

১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকের প্রশাসন এই নীতিগুলো অব্যাহত রাখে। বিল ক্লিনটনের ১৯৯৪ সালের ক্রাইম বিল কারাগারে ফেডারেল অর্থায়ন বাড়ায়, আরও আক্রমণাত্মক পুলিশিং চালু করে এবং বিতর্কিত “থ্রি-স্ট্রাইকস” নীতি প্রবর্তন করে—যেখানে তৃতীয়বার কোনো সহিংস অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বাধ্যতামূলক ছিল।

বুশ বা ওবামা প্রশাসনের সময়ও তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

২০১০-এর দশক পর্যন্ত মাদক ব্যবহারের আলোচনায় কোনো বড় পরিবর্তন আসেনি। গাঁজা বৈধকরণের প্রসার এবং প্রেসক্রিপশন পেইন কিলারের কারণে তৈরি ওপিওয়েড সংকট দেখিয়ে দেয় যে, শাস্তি দিয়ে আসক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

এখন ট্রাম্প গত অর্ধশতকে চালু হওয়া বহু অভ্যন্তরীণ নীতি বজায় রেখেও দৃষ্টি দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দিকে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার জলসীমার কাছে ক্যারিবিয়ানে ডজন ডজন নৌকায় মার্কিন সামরিক হামলার অনুমোদন দেন এবং এটিকে “মাদক পাচার দমনে নতুন অভিযান” হিসেবে উপস্থাপন করেন। তবে সমালোচকরা বলছেন, এটি মূলত ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে সরাতে ট্রাম্পের কূটকৌশল।

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রকাশ্য প্রমাণ দেখাতে পারেনি যে, যেসব নৌকায় তারা হামলা চালিয়েছে সেগুলো মাদক বহন করছিল বা তাদের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

গণগ্রেপ্তার

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মাদক অপরাধীরা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকহারে কারাবন্দি হতে থাকেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে বছরে ১৬ লাখ মাদক-সংশ্লিষ্ট গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে।

ফেডারেল তথ্য অনুযায়ী, এভাবে গ্রেপ্তারের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কারাবন্দি সংখ্যা ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে তিন লাখ থাকলেও চার দশক পরে হয়ে যায় দুই মিলিয়নেরও বেশি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে মাদকের ব্যবহার থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গদের গ্রেপ্তারের হার বহু বছর ধরেই বেশি।

সেন্টেন্সিং প্রজেক্টের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশেরও কম কৃষ্ণাঙ্গ, অথচ মাদক-সংক্রান্ত অভিযোগে মোট গ্রেপ্তারের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি তারাই।

২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী, গাঁজা রাখার অভিযোগে কৃষ্ণাঙ্গদের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ৩ দশমিক ৭ গুণ বেশি ছিল।

সান্তা ক্লারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কুলা সেন্টারের গবেষণা অনুযায়ী, ১৯৮৬ সালের অ্যান্টি-ড্রাগ অ্যাবিউজ অ্যাক্ট এবং ক্র্যাক ও পাউডার কোকেন রাখার শাস্তির মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি এই বর্ণগত বৈষম্যের অন্যতম কারণ।

ক্র্যাক কোকেন তুলনামূলক সস্তা এবং প্রধানত কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত এলাকার দরিদ্রদের জন্য সহজলভ্য হওয়ায়, সেসব এলাকার বহু কৃষ্ণাঙ্গ ব্যবহারকারী কারাগারে গিয়েছেন। অন্যদিকে ধনী শ্বেতাঙ্গদের পাউডার কোকেন ব্যবহারের শাস্তি ছিল অনেক কম।

এর পাশাপাশি মাদক দমনের মাধ্যমে সামগ্রিক অপরাধ কমবে, এমন যুক্তিও কার্যকর ফল দেয়নি।

রিগ্যানের ১৯৮৪ সালের অপরাধবিষয়ক আইন পাসের পর যুক্তরাষ্ট্রে হত্যার হার বরং বাড়ে এবং ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তা বাড়তেই থাকে।

একই সময়ে আসক্তিকে জনস্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচনা করতেও যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে।

আইনের প্রয়োগ বাড়লেও চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তায় বিনিয়োগ কমে যায়। ব্যবহার কমার পরিবর্তে পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষকে মাদকের আরও জটিল রূপের দিকে ঠেলে দেয়।

এ সংক্রান্ত অপরাধ কমাতে “মাদক রাখার” অপরাধকে দমনের ওপর জোর দেওয়ার সেই প্রবণতা এখনো বদলায়নি।

২০২০ সালে পুলিশ ১১ লাখেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করে, অধিকাংশকেই মাদক রাখার অভিযোগে।

প্রিজন পলিসি ইনিশিয়েটিভের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার মানুষ মাদক-সংক্রান্ত অভিযোগে কারাবন্দি এবং আরও কয়েক লাখ মানুষ প্রবেশন বা প্যারোলে রয়েছেন।

এতে কোনো সুফল আসেনি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন ড্রাগ অ্যাবিউজের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র এখন ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ মাদক সংকটের মুখোমুখি। প্রতি বছর এক লাখেরও বেশি মানুষ মাদকের ওভারডোজে মারা যাচ্ছে, যার প্রধান কারণ ফেন্টানিলের মতো সিনথেটিক ওপিওয়েড।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী আমেরিকানদের মৃত্যুর প্রধান কারণ এখন মাদকের ওভারডোজ।

মাদকবিরোধী যুদ্ধ যেভাবে লাতিন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে

মাদকবিরোধী যুদ্ধ শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ১৯৮০-এর দশকে ওয়াশিংটন লাতিন আমেরিকার সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে উৎস থেকেই মাদক পাচার দমন করা যায়।

লাতিন আমেরিকা ওয়ার্কিং গ্রুপের তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র “প্ল্যান কলম্বিয়া” নামে পরিচিত কর্মসূচির অধীনে কলম্বিয়ায় অন্তত ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে, যার বড় অংশ ব্যয় হয় নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য এবং কোকা ফসল ধ্বংসে।

কলম্বিয়ার মানবাধিকার সংগঠন ও ট্রুথ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এতে কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠী দুর্বল হলেও কোকা চাষ আবারও রেকর্ড পরিমাণে ফিরে আসে, আর সাধারণ মানুষকে এর চরম মূল্য দিতে হয়। ১৯৮৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার মানুষ এই সংঘাতে নিহত হন।

মেক্সিকোর সরকার ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সহায়তা ও সরঞ্জাম নিয়ে যে অভিযান শুরু করে, তা মাদক কার্টেলে ভাঙন ও প্রভাবক্ষেত্র দখলের লড়াইয়ে ঢেউ তোলে।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের তথ্য অনুযায়ী, এরপর থেকে ৪ লাখ ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত এবং আরও কয়েক হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন।

কার্টেলগুলো চাঁদাবাজি, জ্বালানি চুরি ও মানবপাচারসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি পুলিশ ও স্থানীয় সরকারেও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দপ্তর (ইউএনওডিসি) জানায়, এসব দমনপীড়নের ফলে মাদক পাচারের রুট বদলে হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা ও এল সালভাদরসহ মধ্য আমেরিকার দেশগুলো মধ্যদিয়ে নতুন পথ তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এখনো সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীদের লক্ষ্য করে সামরিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে ক্যারিবিয়ান সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে মাদক পাচারকারী সন্দেহে পরিচালিত ২১টি সামরিক হামলায় ৮৩ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

অ-ইউরোপীয় ১৯ দেশের অভিবাসন

৭ পৃষ্ঠার পর

এই স্থগিতাদেশের ফলে ওই ১৯টি দেশের নাগরিকদের গ্রিন কার্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়াও সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে।

এর আগে গত জুন মাসে দেশগুলোর ওপর আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এবার অভিবাসনের ওপর আরও কঠোর বিধিনিষেধ জারি হলো। মূলত, অভিবাসন নীতিতে কড়াকড়ি আরোপ করা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক ইশতেহারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রশাসন জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশগুলোর তালিকায় আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার নামও আছে।

নতুন নীতিমালার বিষয়ে জারি করা সরকারি স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে মার্কিন ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনাই এ সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ। ওই হামলায় জড়িত সন্দেহে এক আফগান নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুলিবর্ষণের ঘটনায় ন্যাশনাল গার্ডের একজন সদস্য নিহত এবং আরেকজন গুরুতর আহত হন।

এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে সোমালি নাগরিকদের বিরুদ্ধেও ট্রাম্প তার বিদ্বেষমূলক বক্তব্য আরও জোরদার করেছেন। তিনি তাদের “আবর্জনা” আখ্যা দিয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, “আমরা তাদের আমাদের দেশে চাই না।”

গত জানুয়ারিতে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ট্রাম্প অভিবাসন আইন প্রয়োগে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বড় শহরগুলোতে তিনি কেন্দ্রীয় এজেন্ট পাঠিয়েছেন এবং মেক্সিকো সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

তার প্রশাসন এতদিন মূলত অবৈধ অভিবাসীদের নির্বাসনের বিষয়টি ফলাওভাবে প্রচার করলেও, বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তেমন পদক্ষেপ নেয়নি। তবে, ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের ওপর হামলার পর থেকে জাতীয় নিরাপত্তার যুক্তি দেখিয়ে বৈধ অভিবাসনেও একের পর এক কড়াকড়ি আরোপ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই পরিস্থিতির জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নীতিমালাকেও দায়ী করা হচ্ছে।

বুধবার প্রকাশিত সরকারি স্মারকলিপিতে যে দেশগুলোর ওপর নতুন কড়াকড়ি আরোপের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে—আফগানিস্তান, মিয়ানমার, চাদ, রিপাবলিক অব কঙ্গো, ইকুয়েটরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান এবং ইয়েমেন। গত জুনেই এসব দেশের ওপর কঠোর অভিবাসন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল এবং বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এ দেশগুলোর নাগরিকদের প্রবেশ কার্যত বন্ধ ছিল।

১৯টি দেশের তালিকার বাকি দেশগুলো হলো—বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলা। গত জুন মাসে এই দেশগুলোর ওপরও আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

নতুন নীতিমালার আওতায় এসব দেশের নাগরিকদের অনিষ্পন্ন বা ঝুলে থাকা আবেদনগুলোর কার্যক্রমও স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, তালিকাভুক্ত দেশের আবেদনকারীদের এখন “পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার” মধ্য দিয়ে যেতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তার ঝুঁকি পুরোপুরি যাচাই করতে প্রয়োজনে তাদের সাক্ষাৎকার বা পুনরায় সাক্ষাৎকার নেওয়া হতে পারে। স্মারকলিপিতে ন্যাশনাল গার্ডের ওপর হামলাসহ অভিবাসীদের দ্বারা সংঘটিত সাম্প্রতিক কয়েকটি অপরাধমূলক ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেরিকান ইমিগ্রেশন লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সরকারি সম্পর্ক বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক শরভরি দালাল-ধেইনি জানিয়েছেন, তারা ইতোমধ্যে খবর পেয়েছেন যে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা দেশগুলোর নাগরিকদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান, নাগরিকত্বের সাক্ষাৎকার এবং স্ট্যাটাস পরিবর্তনের সাক্ষাৎকার বাতিল করা হচ্ছে।

ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা ছেড়ে

৬ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে—এমনটা বলব না, এটি কেবল একটি ফোনালাপ ছিল।”

ধারণা করা হচ্ছে, গত ২১ নভেম্বর এই বিরল ফোনালাপটি অনুষ্ঠিত হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা ভেনিজুয়েলা—কোনো পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত জানায়নি। মিয়ামি হেরাল্ড সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ট্রাম্প মাদুরোকে “অত্যন্ত কঠোর বার্তা” দিয়েছেন। গত চার মাস ধরে ভেনিজুয়েলার উপকূলে বিশাল নৌবাহিনী মোতায়েন করে তিনি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আসছেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ট্রাম্প মাদুরোকে বলেছেন—“আপনি চাইলে নিজেকে এবং আপনার কাছের মানুষদের বাঁচাতে পারেন, তবে আপনাকে এখনই দেশ ছাড়তে হবে।”

ট্রাম্প শর্ত দেন—মাদুরো যদি অবিলম্বে পদত্যাগে সম্মত হন, তাহলেই তাকে, তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিরাপদে দেশ ছাড়ার সুযোগ (সেফ প্যাসেজ) দেওয়া হবে। তবে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। উল্টো তিনি বেশ কিছু পাল্টা শর্ত দেন। এর মধ্যে রয়েছে—বিশ্বজুড়ে তার বিরুদ্ধে থাকা মামলার বিচার থেকে দায়মুক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়লেও সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা।

মিয়ামি হেরাল্ড আরও জানায়, ওই ফোনালাপের পর ট্রাম্প ও মাদুরোর আর কোনো সরাসরি যোগাযোগ হয়নি। ট্রাম্প ভেনিজুয়েলার আকাশসীমা “পুরোপুরি বন্ধ” ঘোষণা করার পর মাদুরো গত সপ্তাহে আবারও কথা বলতে চেয়েছিলেন। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। জানা গেছে, তাদের প্রথম আলোচনাটিতে ব্রাজিল, কাতার ও তুরস্ক মধ্যস্থতা করেছিল। এদিকে সোমবার হাজারো সমর্থকের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মাদুরো বলেছেন, ভেনিজুয়েলা কখনোই “ক্রীতদাসের শান্তি” মেনে নেবে না। সমাবেশে মাদুরো বলেন, “আমরা শান্তি চাই, তবে তা হতে হবে সার্বভৌমত্ব, সমতা ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে! আমরা কোনো ক্রীতদাসের শান্তি চাই না, উপনিবেশের শান্তিও আমাদের কাম্য নয়।”

ট্রাম্প আল্টিমেটাম দিলেও অনেক পর্যবেক্ষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সত্যিই বড় ধরনের কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেবেন কি না। গত মাসে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-কে ভেনিজুয়েলার শীর্ষ কর্মকর্তাদের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, “মাদুরো ও তার সহযোগীরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক হুমকি আসলে ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।”

২০১৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে নিকোলাস মাদুরো একের পর এক সংকট মোকাবিলা করে টিকে আছেন। এর মধ্যে রয়েছে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের “সর্বোচ্চ চাপ” প্রয়োগ, কয়েক দফা গণবিক্ষোভ, ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক ধস ও ২০১৮ সালের হত্যাচেষ্টা। এছাড়া গত বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাবেক কূটনীতিক এডমুন্ডো গঞ্জালেজের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়—তবুও তিনি ক্ষমতা ধরে রেখেছেন। রোববার (৩০ নভেম্বর) ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক সম্পাদকীয়তে ট্রাম্প প্রশাসনকে ভেনিজুয়েলার ওপর চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছে। পত্রিকাটির মতে, “মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের অংশ।” সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়, “যদি মাদুরো ক্ষমতা না ছাড়েন এবং ট্রাম্প তাকে সরাতে পদক্ষেপ নিতে পিছু হটেন, তবে ট্রাম্প এবং যুক্তরাষ্ট্র—উভয়েই নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।”

সংকট নিরসনে শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার 'থ্যাংকস গিভিং' উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনে গত ২৯ নভেম্বর শনিবার অপরাহ্নে উডহ্যাভেনের জয়া পার্টি হলে থ্যাংকস গিভিং ডে ২০২৫ উদযাপন করেছে প্রবাসে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতদের প্রাচীনতম ও নন্দিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা। ানুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের সভাপতি শাহিদা সিকদার হাই ২১ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটিকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানান এবং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন।

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার ২১ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটিতে যারা রয়েছেন তাঁরা হলেন: প্রধান উপদেষ্টা বেদারুল ইসলাম বাবলা, উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, শাহীন চৌধুরী, নুরুল আমীন ও আমানুল্লাহ। সভাপতি শাহিদা সিকদার হাই, সহ-সভাপতি সৈয়দ মুকুল হক, আনোয়ারুল হক লাভলু, দেলোয়ার চৌধুরী দিল, শেখ আতিকুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাকিল হক, সহ-সাধারণ সম্পাদক এম এ ওয়াদুদ, অর্থ সম্পাদক আলী হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক লুসি হাসান, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক নাহিদা খানম, উম্মে মারিয়ম, অফিস সম্পাদক শীলা মুহিত, প্রচার সম্পাদক হাফিজা হুসেন, যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক বিউটি ইয়াসমিন, অনামিকা জাহান, খেলাধুলা সম্পাদক লায়েকুল মুরাদ, সাধারণ সদস্য, প্রফেসর গোলাম মোহাম্মাদ মুহিত, শামীম আহমদ, শওকত হুসেন, নুরুন হামিদ সিমু, শাকিলা রাফাফিল। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাকিল হক এর সঞ্চালনায়থ্যাংকস গিভিং ডে উদযাপন অনুষ্ঠানে পারর্ফম করে বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার ইয়ূথ ফোরাম। আরহাম ওয়াদুদের উপস্থাপনায় সংগীত পরিবেশন করে রাইসা জেরিন, আরাফ হাসান, দানিয়া সৈয়দ দিয়া। নৃত্য পরিবেশনা করে মুন হাই, লিওনা মুহিত, রাইসা জেরিন। এরপর শুরু হয় সবার প্রতীক্ষিত "হাসুন আর ভাবুন" ইন্টারেকটিভ পর্বটি!

সহ-সাধারণ সম্পাদক ওয়াদুদ আহমেদের পরিচালনায় এবং শীলা মুহিত ও সাকিল হকের এর উপস্থাপনায় অতিথিরা অংশ নেন এক প্রাণবন্ত ও ব্যতিক্রমী সেশনে।

অংশগ্রহণ করেন এমাদ চৌধুরী, বেদারুল ইসলাম বাবলা, শাহীন চৌধুরী, নুরুল আমিন, মুকুল হক, শেখ আতিক, ফকির ইলিয়াস, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, শেখ সিরাজসহ আরও অনেকে।

হাস্যরস, তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অতিথিরা উপভোগ করেন অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এই পর্ব শেষে সংগঠনের সভাপতি শাহিদা সিকদার হাই একটি মনোমুগ্ধকর গান পরিবেশন করেন।

এরপর প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি বেদারুল ইসলাম বাবলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় থ্যাংকস গিভিং এর ঐতিহ্যবাহী টার্কি ডিনার। সুস্বাদু খাবার, সুন্দর পরিবেশ এবং সৌহার্দ্যময় আড্ডায় ডিনার পর্ব ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য। ডিনারের পর পরিবেশিত হয় বহুল প্রতীক্ষিত সাংস্কৃতিক পর্ব। এক এক করে মঞ্চে আসেন অতিথি শিল্পীরা এবং শ্রোতাদের অনুরোধে পরিবেশন করেন তাদের পছন্দের গান। অংশগ্রহণ করেন লিপি রজারিও, কানিজ ফাতেমা পাপড়ি, তাহরিনা পারভিন প্রীতি, শারমিন আক্তার রেক্সনা, এজাজ আলম। পরিচালনা করেন লুসি হাসান ও হাফিজা হুসেন। মিউজিক সহায়তায় ছিলেন অর্থ সম্পাদক আলী হাসান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, লেখক কবি ফকির ইলিয়াস ও কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, সাংবাদিক মাহবুব রহমান, আবদুল কাদের চৌধুরী শাহীন, শেখ আতিকুল ইসলাম, শেখ সিরাজ প্রমুখ। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

সরকারি বৃন্দাবন কলেজ যুক্তরাষ্ট্র ইনক-এর অভিষেক ও থ্যাঙ্কসগিভিং উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ নভেম্বর রবিবার জ্যাকসন হাইটসের সানাই পার্টি হলে নিউইয়র্কে প্রবাসী বৃন্দাবন সরকারি কলেজ পরিবারের উদ্যোগে 'হবিগঞ্জ সরকারি বৃন্দাবন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন,যুক্তরাষ্ট্র ইনক-এর অভিষেক ও থ্যাঙ্কসগিভিং ডে উদযাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সিলেটের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবিগঞ্জের বৃন্দাবন সরকারি কলেজ প্রবাসী প্রাক্তন শিক্ষার্থী,শিক্ষক, শুভানুধ্যায়ী ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল বাংলাদেশি ও আমেরিকান জাতীয় সংগীত পরিবেশন। সদস্য সচিব এডঃ রহিম শেখের সঞ্চালনায় এবং বিদায়ী সভাপতি জায়েদুল মোহিত খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। স্বাগতিক বক্তব্যে

বিদায়ী সভাপতি উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন আহবায়ক দেওয়ান মুতাচ্ছির মঞ্জু, সমন্বয়কারী মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ। এরপরই বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত দাশ হরে তাঁর বিদায়ী বক্তব্য প্রদান করেন। বিদায়ী বক্তব্যে তিনি গত দুই বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন, এবং সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এরপর নবনির্বাচিত কমিটির আনুষ্ঠানিক অভিষেক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে শপথ গ্রহণ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইব্রাহিম খলিল বারভূঁইয়া।শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক সোহাগ আফছার। সভাপতির বক্তব্যে তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভবিষ্যতে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।পদধারীরা দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি প্রবাসে বৃন্দাবন কলেজের বন্ধন আরও দৃঢ় করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।নতুন কমিটিকে স্বাগত জানান অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার ফজলুর রহমান চৌধুরী ও আবু সাঈদ চৌধুরী কুটি।

আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কার্যকরী কমিটির নবনির্বাচিত সভাপতি মন্ডলীর সদস্যা আশুপ্তা খানম রাখি ,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ টিপু,সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ফখরুল আবেদীন মাসুম, সম্মানিত সদস্য এম ফয়সল আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি এম আলমগীর মিয়া, সম্মানিত সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মিয়া মোঃ আকছির।

যাদের উপস্থিতিতে ছিল অনুষ্ঠানের প্রানবন্ত ও আলোকিত করেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমাদের হবিগঞ্জের গর্ব এটর্নি মঈন চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অব আমেরিকা ইনকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রুখন হাকিম, উপদেষ্টা মোজাহিদ আনসারি, উপদেষ্টা এডঃ নাসির উদ্দিন উপদেষ্টা বাবু নারায়ণ দেবরায় , উপদেষ্টা জাকির হোসেন চৌধুরী অসীম, ছাত্র নেতা আব্দুল মুকিত , বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক উপদেষ্টা ওয়াসি চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ তাজুল ইসলাম চেয়ারম্যান, ডাঃ জালাল উদ্দিন, আব্দুল মোমেন প্রমুখ।

পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় থ্যাঙ্কসগিভিং সেশনে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রাক্তন বৃন্দাবন কলেজ পরিবারের সদস্যরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও বার্তা শেয়ার করেন। বক্তারা প্রবাসে থেকেও শিকড়ের টানে কলেজকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত এবং সুধী সমাবেশে বক্তব্য ছিল সন্ধ্যা ব্যাপী আয়োজনের প্রধান আকর্ষণ। উপস্থিত অতিথিরা বলেন, এই আয়োজন প্রবাসীদের মধ্যে এক অনন্য বন্ধন তৈরি করেছে এবং কলেজের সুনাম বিশ্বে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতে বৃন্দাবন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আরো বৃহৎ পরিসরে কর্মসুচি হাতে নেওয়া হবে।

উষ্ণতা, প্রীতি, ঐক্য ও কৃতজ্ঞতার আবহে সফলভাবে শেষ হয় সরকারি বৃন্দাবন কলেজ যুক্তরাষ্ট্র ইনক'র অভিষেক ও থ্যাঙ্কসগিভিং ডে উদযাপন অনুষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে নতুন 'বাবরি মসজিদ'-এর

৫০ পৃষ্ঠার পর

বিধায়ক হুমায়ুন কবির। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩৩ বছর পর শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে নতুন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন 'বাবরি মসজিদ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত নেতা বিধায়ক হুমায়ুন কবির।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শত শত আলেম-ওলামা ও হাজার হাজার মুসল্লির উপস্থিতিতে ফিতা কেটে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হুমায়ুন কবির। এ আয়োজনকে ঘিরে ৪০ হাজার মানুষের জন্য রান্না করা হচ্ছে বিরিয়ানি।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩৩তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে গত শনিবার (২২ নভেম্বর) ভারতীয় সংবাদ সংস্থা এএনআই'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে নতুন করে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দেন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মুসলিম বিধায়ক হুমায়ুন কবির।

মুর্শিদাবাদের ভরতপুর আসন থেকে নির্বাচিত এই বিধায়কের বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তীব্র প্রতিক্রিয়া।

গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) 'দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে'র অভিযোগে তাকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য করায় হুমায়ূন কবীরকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়ায় হুমায়ুন কবির বহিস্কার নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বা প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে কোনোভাবেই বিচলিত নন তিনি। জানান, আগামী ২২ ডিসেম্বর নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার ঘোষণা দেবেন তিনি। তার কথায়, 'বহিষ্কারের জবাব টিএমসি (তৃণমূল কংগ্রেস) ও বিজেপিও পাবে। এই দুই দলের মধ্যে কি বোঝাপড়া হয়েছে আগামী ২২ তারিখে আমি প্রমাণ করে দেব।'

রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে আজ শনিবার মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা হলো। এরপর শুরু হয়েছে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। রাজ্যের একমাত্র উত্তর-দক্ষিণ মহাসড়ক এনএইচ-১২ লাগোয়া বিশাল এক এলাকায় চলছে এলাহি কাণ্ড। মুর্শিদাবাদের সাতটি কেটারিং প্রতিষ্ঠানকে শাহি বিরিয়ানি রান্নার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। হুমায়ুন কবিরের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী জানান, অতিথিদের জন্য প্রায় ৪০ হাজার প্যাকেট এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আরও ২০ হাজার প্যাকেট তৈরি করা হচ্ছে। শুধু খাবারের ব্যয়ই ৩০ লাখ রুপির বেশি হয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে আয়োজনের বাজেট ৬০৭০ লাখ রুপিতে পৌঁছাবে বলে জানান তিনি। তথ্যসূত্র: এনডিটিভি ও টাইমস অব ইন্ডিয়া

বাবরি মসজিদ নির্মাণের বাজেট ৩০০ কোটি, এক ব্যক্তিই দিচ্ছেন ৮০ কোটি টাকা

পরিচয় ডেস্ক:পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শনিবার (৬ ডিসেম্বর), বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩৩তম বার্ষিকীর দিনেই, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় একই নামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা দেন যে মসজিদ নির্মাণের জন্য এক ব্যক্তি ৮০ কোটি টাকা অনুদান দেবেন।

সংবাদমাধ্যম টিভি৯ জানিয়েছে, বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হলে বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। হাইকোর্ট থেকে সবুজ সংকেত মেলার পর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মহা সমারোহে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সম্পন্ন করা হয়।

হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, বাবরি মসজিদ তৈরি করতে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ হবে, যা সম্পূর্ণভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অনুদানে নির্মিত হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তিনি সরকারের থেকে কোনো টাকা নেবেন না, কারণ এতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হবে। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন, "এক জন রয়েছেন, তিনি নাম ঘোষণা করতে বারণ করেছেন। আগামী ১ মাসের মধ্যে ৮০ কোটি টাকা আমার সংস্থাকে দেবে। টাকার কোনও অভাব হবে না।" বর্তমানে ২৫ বিঘার জমি হাতে রয়েছে হুমায়ুনের। এই বিশাল জায়গার মধ্যে কেবল মসজিদই নয়, তিনি ইসলামিক হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, হেলিপ্যাড এবং মুসাফিরখানা নির্মাণেরও পরিকল্পনা করেছেন।

পুনর্নিমাণের ঘোষণা দেওয়ায় এবং দলীয় লাইনের বাইরে যাওয়ায় হুমায়ুন কবীরকে আগেই তৃণমূল কংগ্রেস থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আসন্ন নির্বাচনের আগে হুমায়ুনের এই উদ্যোগ তৃণমূলকে তীব্র বিড়ম্বনায় ফেলেছে।

বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করছে যে হুমায়ুন কবীর সংখ্যালঘু কার্ড খেলছেন, অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, হুমায়ুন সংখ্যালঘু প্রার্থীর বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছেন।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা

৫ পৃষ্ঠার পর

বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, "এর আগেও আরো প্রতিকূল অবস্থা থেকে তিনি সেরে উঠেছেন।" সবাইকে দোয়া করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, "বিদেশ নেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষা করা হচ্ছে, তাই বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো উচিত নয়।" ১৩ দিন ধরে খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষায় ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ায় তাকে ভর্তি করা হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে মধ্যবর্তী নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (এইচডিইউ) থেকে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (সিসিইউ) নেওয়া হয়।

বন্ধু দেশের এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স আসতে দেরি হচ্ছে, পিছিয়ে গেল খালেদার লন্ডনযাত্রা!

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি-র চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার লন্ডনযাত্রা কিছুটা পিছিয়েছে। কারণ, এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা এখনও করা যায়নি। সূত্রের খবর, কাতার খালেদার জন্য এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পাঠাবে বলেছিল। কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তাতে দেরি হচ্ছে। ফলে খালেদার যাত্রার সময়ও পিছিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে খালেদাকে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হতে পারে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স।

খালেদার পুত্র তথা বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘ দিন ধরে লন্ডনে থাকেন।

কাতারের এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ঢাকায় পৌঁছোনোর কথা ছিল বৃহস্পতিবার রাতেই। কিন্তু বিএনপি সন্ধ্যায় জানায়, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছোতে দেরি হবে। বিকল্পের কথাও ভাবছেন কাতার কর্তৃপক্ষ।

গত ১২ দিন ধরে ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞেরা তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন। ৮০ বছর বয়সি নেত্রীকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রথমে শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। কিন্তু পরে নিউমোনিয়া ধরা পড়ে। তাঁর আগে থেকেই আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস এবং কিডনির সমস্যা ছিল। ফলে চিকিৎসায় জটিলতা তৈরি হয়। এখনও তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রে জটিলতা রয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ড্র শেষ, কে কোন গ্রুপে খেলবে?

৪৮ পৃষ্ঠার পর

কিউরাসাওর কোচ ডিক অ্যাডভোকাট ব্যক্তিগত কারণে ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন না, তবে ৭৮ বছর বয়সে তিনি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া সবচেয়ে বয়সী কোচ হিসেবে ইতিহাস গড়বেন।

কিউরাসাও ভেনেজুয়েলার উপকূল থেকে ৩৭ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ২০১০ সালে নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলিসের বিলুপ্তির পর নেদারল্যান্ডসের অধীনে স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে পরিচিতি পায়।

দশ বছর আগে তারা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫০তম স্থানে ছিল, এখন ৮২তম।

জর্ডান

দীর্ঘ পথ পার হলেও জর্ডান শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

আরব দেশটি প্রথমবার ৪০ বছর আগে বাছাইপর্বে অংশগ্রহণ করেছিল। এবারে এএফসি গ্রুপ বিতে দক্ষিণ কোরিয়ার পেছনে রানার-আপ হয়ে ২০২৬ সালের টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা নিশ্চিত করল।

প্রাক্তন টটেনহ্যাম, পোর্টসমাউথ ও কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের কোচ হ্যারি রেডনাপ জর্ডানের দায়িত্বে ছিলেন ২০১৮ সালের রাশিয়ার বিশ্বকাপের দুটি বাছাই ম্যাচের জন্য। রেডনাপের অধীনে জর্ডান ৮-০ গোল ব্যবধানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয় পায়, আর অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫-১ গোল ব্যবধানে হার হয়।

উজবেকিস্তান

এশিয়ার বাছাইপর্ব থেকে প্রথমবার বিশ্বকাপে পৌঁছানো আরেকটি দেশ হলো উজবেকিস্তান।

উজবেকিস্তান আগেও বিশ্বকাপে খেলার খুব কাছাকাছি গিয়েছিল- ২০০৬ সালের জার্মানি এবং ২০১৪ সালের ব্রাজিলে হওয়া বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের বাছাইপর্বের শেষ রাউন্ডে তারা বাদ পড়েছিল।

দলে রয়েছে কিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড়, যার মধ্যে অন্যতম ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্ডার আবদুকোদির খুসানভ, যিনি প্রথম উজবেক খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছেন।

খেলা হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে। প্রথমবারের মতো একসঙ্গে তিন দেশের যৌথ আয়োজনে এটি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত বিশ্বকাপ। তিন দেশই উন্নত অবকাঠামো, আধুনিক স্টেডিয়াম ও বিশাল দর্শকসমর্থন নিয়ে প্রস্তুত, যা টুর্নামেন্টকে করবে আরও বর্ণিল ও বাণিজ্যিকভাবে সফল।

মেক্সিকো এরই মধ্যে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ আয়োজন করে রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে, আর যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিশাল ক্রীড়া বাজার ও দর্শকসংস্কৃতির পরিবর্তনের সুযোগ দেখছে।

কানাডা প্রথমবার আয়োজন করবে ফিফা বিশ্বকাপ।

সব মিলিয়ে উত্তর আমেরিকার তিন দেশের এ যৌথ আয়োজন ফুটবলের বৈশ্বিক বিস্তৃতি, দর্শকসংখ্যা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নতুন মাত্রা দেবে, এমনটাই আশা করছে ফুটবলবিশ্ব।

২০২৬ সালের বিশ্বকাপের গ্রুপ ড্র

গ্রুপ এ: মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরো প্লেঅফ ডি বিজয়ী
গ্রুপ বি: কানাডা, ইউরো প্লেঅফ এ বিজয়ী, কাতার, সুইজারল্যান্ড
গ্রুপ সি: ব্রাজিল, মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড
গ্রুপ ডি: যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, ইউরো প্লেঅফ সি বিজয়ী
গ্রুপ ই: জার্মানি, কিউরাসাও, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর
গ্রুপ এফ: নেদারল্যান্ডস, জাপান, ইউরো প্লেঅফ বি বিজয়ী, টিউনিশিয়া
গ্রুপ জি: বেলজিয়াম, ইজিপ্ট, ইরান, নিউ জিল্যান্ড
গ্রুপ এইচ: স্পেন, কেপ ভার্দে, সৌদি আরব, উরুগুয়ে
গ্রুপ আই: ফ্রান্স, সেনেগাল, ফিফা প্লেঅফ ২ বিজয়ী, নরওয়ে
গ্রুপ জে: আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান
গ্রুপ কে: পর্তুগাল, ফিফা প্লেঅফ ১ বিজয়ী, উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া
গ্রুপ এল: ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, ঘানা, প্যানামা
প্লেঅফ বিজয়ী- মানে হলো বাছাইপর্বের প্লেঅফ থেকে আসা দল।

যুক্তরাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন বেড়ে যাওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের বর্ডার সিকিউরিটি মন্ত্রী ডেম অ্যাঞ্জেলা ইগল সতর্ক করে বলেছেন, ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ভিসা ব্যবস্থাকে ‘পেছনের দরজা’ হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

ভর্তি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইউনিভার্সিটি অব চেস্টার অন্যতম। সাম্প্রতিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার বেড়ে যাওয়ার কারণ দেখিয়ে তারা ২০২৬ সালের শরৎকাল পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি স্থগিত করেছে। ইউনিভার্সিটি অব উলভারহ্যাম্পটন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে স্নাতক পর্যায়ের কোনো আবেদন গ্রহণ করছে না। অন্যদিকে, ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন পাকিস্তান থেকে শিক্ষার্থী নেওয়া স্থগিত করেছে।

এছাড়া ইউনিভার্সিটি অব সান্ডারল্যান্ড এবং কভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটি উভয়েই বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করেছে। ইউনিভার্সিটি অব সান্ডারল্যান্ড জানিয়েছে, স্টুডেন্ট ভিসা ব্যবস্থার ‘অখণ্ডতা রক্ষায়’ কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তারা ‘মোটেও দুঃখিত নয়’।

চলতি বছরের শুরুতে হোম অফিস স্টুডেন্ট স্পন্সর লাইসেন্স ধরে রাখার জন্য যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলোর পালনীয় তিনটি ‘বেসিক কমপ্লায়েন্স অ্যাসেসমেন্ট’ বা মানদণ্ডে পরিবর্তন এনেছে। অভিবাসন ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধ এবং নিট অভিবাসন কমানোর লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতিমালার বৃহত্তর সংস্কারের অংশ হিসেবে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে নিট অভিবাসন গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসা আবেদনের প্রত্যাখ্যানের হার ৫ শতাংশের বেশি হতে পারবে না, আগে যা ছিল ১০ শতাংশ।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বছরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ডিপেন্ডেন্ট বা নির্ভরশীল সদস্য ছাড়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভিসা আবেদনের প্রত্যাখ্যানের হার যথাক্রমে ১৮ শতাংশ এবং ২২ শতাংশ যা নতুন নির্ধারিত সীমার অনেক ওপরে। একই সময়ে হোম অফিস মোট ২৩,০৩৬টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, যার অর্ধেকই এই দুই দেশের। এছাড়াও পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয়ের আবেদনও বেড়েছে, যাদের অধিকাংশই প্রথমে কাজ বা স্টুডেন্ট ভিসায় ব্রিটেনে প্রবেশ করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষা পরামর্শক ভিনসেঞ্জো রাইমো বলেছেন, এই কড়াকড়ি কম ফি নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি সংকট তৈরি করেছে কারণ তারা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তিনি বলেন, ‘সমস্যাযুক্ত কেস বা আবেদন সংখ্যায় কম হলেও তা হোম অফিসের মানদণ্ড পূরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে’।

অন্যান্য বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনেছে। ইউনিভার্সিটি অব হার্টফোর্ডশায়ার যাকে হোম অফিস কঠোর কমপ্লায়েন্স বা নিয়ম মানার ‘অ্যাকশন প্ল্যান’-এর আওতায় রেখেছে তারা ‘দীর্ঘ ভিসা প্রসেসিং সময়’-এর অজুহাতে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি স্থগিত করেছে। ফিনান্সিয়াল টাইমসের দেখা একটি মেমোতে জানা গেছে, গ্লাসগো ক্যালেডুনিয়ান ইউনিভার্সিটি গত জুলাই মাসে তাদের কর্মীদের জানিয়েছিল যে, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাময়িক পরিবর্তন আনতে হবে। তারা সতর্ক করে বলেছিল, নতুন কঠোর মানদণ্ডের কারণে কিছু না করে বসে থাকার সুযোগ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়টির একজন মুখপাত্র জানান, সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য বেশ কিছু প্রোগ্রামে ভর্তি বন্ধ রাখা হলেও জানুয়ারিতে শুরু হতে যাওয়া কোর্সে তা পুনর্বহাল করা হয়েছে।

অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি ‘ভিসা প্রসেসিং সময়’-এর কারণ দেখিয়ে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত স্নাতক কোর্সে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে ভর্তি স্থগিত করেছে। তারা জানিয়েছে, ওই বছরের সেপ্টেম্বরের জন্য তারা পুনরায় আবেদন গ্রহণ করবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিপিপি ইউনিভার্সিটি ‘ঝুঁকি প্রশমন’ কৌশলের অংশ হিসেবে পাকিস্তান থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। গত গ্রীষ্মে লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি নিশ্চিত করেছিল যে, তারা বাংলাদেশ থেকে শিক্ষার্থী নেওয়া বন্ধ করেছে। তাদের মোট ভিসা প্রত্যাখ্যানের ৬০ শতাংশই ছিল বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের। পাকিস্তানি শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনায় সহায়তাকারী লাহোরভিত্তিক শিক্ষা এজেন্সি ‘এডভান্স অ্যাডভাইজারস’-এর প্রতিষ্ঠাতা মারিয়েন আব্বাস বলেন, শেষ মুহূর্তে আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় প্রকৃত শিক্ষার্থীরা যে অবস্থায় পড়েছেন তা হৃদয়বিদারক।

তিনি যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দোষারোপ করে বলেন, তারা এমন সব প্রলোভন তৈরি করেছে যা ভুয়া আবেদনের পথ সুগম করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের নিয়োগ করা বিদেশি এজেন্সিগুলোর ওপর আরও কঠোর নজরদারি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানে শত শত এজেন্সি আছে যারা শিক্ষার্থী কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে মোটেও ভাবে না। এই খাতটি এখন একটি টাকা কামানোর ব্যবসায় পরিণত হয়েছে’।

শেখ হাসিনা ভারতে থাকবেন কি না

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়ায় সমস্যা ছিল। যদি নির্বাচন নিয়েই আপত্তি থাকে, তাহলে প্রথম কাজ হওয়া উচিত একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা। প্রতিবেশীর প্রতি ভারতের গণতান্ত্রিক অগ্রাধিকারের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করি। ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সবসময় চায়, প্রতিবেশী দেশেও জনগণের মতামত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হোক।

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে যে সরকারই আসুক, তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে এবং আশা করি পরিস্থিতির উন্নতি হবে। গত বছরের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা। সহিংসতায় বহু মানুষের প্রাণহানির পর তার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এরপর থেকেই ভারতে অবস্থান করছেন তিনি। পরবর্তীতে জুলাই-অগাস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

ফিফার প্রথম শান্তি পুরস্কার পেলেন

৫ পৃষ্ঠার পর

মতো তার দেশেও খেলাটির নাম হওয়া উচিত ‘ফুটবল’। আর সে জন্য আমেরিকার জনপ্রিয় ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল)-এর নতুন নাম খুঁজে বের করা দরকার।

শুক্রবার (০৫ ডিসেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত ড্র অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে ফুটবল মানেই যে খেলা আমরা সকার বলি, সেই খেলাটার সঙ্গেই নামটা মানায়।

অথচ শুধু যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল নামে আছে আরেকটা খেলা। ভাবলে তো মনে হয় এনএফএল-এর অন্য নাম হওয়া উচিত। এটা ঠিক মনে হয় না।’

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এনএফএল নামটি প্রচলিত।

১৯২২ সালে ‘আমেরিকান প্রফেশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন’ থেকে লিগটির নামকরণ করা হয় ‘ন্যাশনাল ফুটবল লিগ’। এখন সেই ঐতিহ্যবাহী নামই বদলে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট।

বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তি এড়াতে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের খেলাটিকে বলা হয় ‘আমেরিকান ফুটবল’। যেখানে মাত্র একজন খেলোয়াড় বল কিক করেন; বিপরীতে ফুটবলে (সকারে) প্রায় সবাই বল পায়ে খেলেন।

উল্লেখ্য, ১৯ শতকে ইংল্যান্ডে ‘অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল’ ও ‘রাগবি ফুটবল’কে আলাদা করে চিনতে ‘সকার’ শব্দটির জন্ম হয়েছিল। ২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। এই আসরের ড্রমঞ্চে দাঁড়িয়েই নামবদলের এই প্রস্তাব দেন ট্রাম্প।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনকের ফান্ডরাংজিং ও থ্যাংক্সগিভিং অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৬শে নভেম্বর বুধবার জ্যাকসন হাইট্স নবান্ন পার্টি সেন্টারে শহীদ সামসুজ্জোহা স্মৃতি ফাউন্ডেশনে মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান উপলক্ষে ফান্ডরাংজিং ও থ্যাংক্সগিভিং পার্টি অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সভাপতি ফতেনুর আলম বাবু সভাপতিত্ব করেন এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান , সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাহ আল শফি আনসারী ও সাহিত্য সম্পাদক শাহীন কেয়া ।

অনুষ্ঠানটির শুরুতে পবিত্র কোরআন ও গীতা পাঠ , বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সম্মানিত উপদেষ্টা সৈয়দ আব্দুর রহিম দুদু , সাইদুর রহমান ডন , এডঃ শাহ বখতিয়ার হোসেন , আহসানউল্লাহ ফিলিপ , আকলিমা রানা চৌধুরী , সাবেক সভাপতি একেএম মনিরুল হক রাহুল , সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বিপ্লব, কার্যকরী কমিটির সদস্য কনা , ফেরদৌস জান্নাত লিপি , নিলুফার জেরীন ,সোনিয়া সুলতানা, মোঃ ইস্রাফিল, মনিরুজ্জামান টুটুল , মোছাঃ পারভিন, শমসের জামান , এরশাদ রাফি তুহিন , তোফাজ্জল লিটন , শামসুজ্জামান, মাসুদ বেগ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিলুফার জেরীন, এরপরে সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের এর সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত মল্লিক অয়ন , রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্মানিত উপদেষ্টা সৈয়দ আব্দুর রহিম দুদু , সাইদুর রহমান ডন , আহসানউল্লাহ ফিলিপ , এডঃ শাহ বখতিয়ার , আকলিমা রানা চৌধুরী, সাবেক সভাপতি একেএম মনিরুল হক রাহুল , সাধারণ সম্পাদক শাহ শফি আনসারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান, মোঃ মনিরুজ্জামান টুটুল , মোঃ ইস্রাফিল। বক্তব্যে সবাই কিভাবে আরো বেশি ফান্ডরাংজিং করা যায় ও সেটা কিভাবে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন ।

এছাড়া যারা উপস্থিত হতে পারেননি তারাও সংগঠনের একাউন্টে জেল করে ফান্ডরাংজিং এ শরীক হতে পারবেন । সংগঠনের জেল করতে জajshahi University alumni Association এর Zelle B‡gj ruusa1953@gmail.com ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয় । উপস্থিত সবাই ফান্ডরাংজিং এ শরীক হন এবং অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ফান্ডরাংজিং অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

সংগঠনটির ফান্ডরাংজিং অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনে বিশেষ অবদান রাখায় সাবেক সভাপতি সম্মানিত উপদেষ্টা সৈয়দ আব্দুর রহিম দুদু ও সাইদুর রহমান ডনকে সম্মাননা প্রদান করা হয় ।

পরিশেষে সভাপতি ফতেনুর আলম সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ফান্ডরাংজিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ডনেশন করার জন্য এবং এটা যেন অব্যাহত রাখতে পারেন সেই প্রত্যাশা করেন । বক্তব্যের শেষে রাতের থ্যাংক্সগিভিং ডিনারে সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।

সবাই এক সাথে থ্যাংক্সগিভিং ডিনারে তার্কির পাশাপাশি রাতের খাবার শেষে অনুষ্ঠানটি শেষ হয় । প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে 'উৎসব গ্রুপ'র এর মূল পৃষ্ঠপোষকতায় 'অর্থহীন'র জমজমাট কনসার্ট

পরিচয় ডেস্ক: গত শনিবার ২৯ নভেম্বর নিউইয়র্কের ফ্লাশিং হিন্দু টেম্পলে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের দুটি আইকনিক ব্যান্ড, 'অর্থহীন' এবং 'শিরোনামহীন'র বহুল প্রত্যাশিত কনসার্ট। উৎসব গ্রুপ এর মূল পৃষ্ঠপোষকতায় ও মিউজিক বাংলা বোস্টন আয়োজিত এই কনসার্ট তরুণ প্রজন্মের কাছে ছীর ব্যাপকভাবে উপভোগ্য এবং উদ্যোগটিও প্রশংসা পেয়েছে । জনপ্রিয় ব্যান্ড 'অর্থহীন' ও এর দলনেতা সুমন এবং 'শিরোনামহীনে'র সাবেক ভোকালিস্ট তানজির তুহিনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে দর্শক-শ্রোতারা ছিলেন উচ্ছ্বসিত।

মঞ্চে উঠে অর্থহীনের প্রতিষ্ঠাতা ও দলনেতা সুমন একে একে পরিবেশন করেন তাদের জনপ্রিয় গানগুলো। রক ও

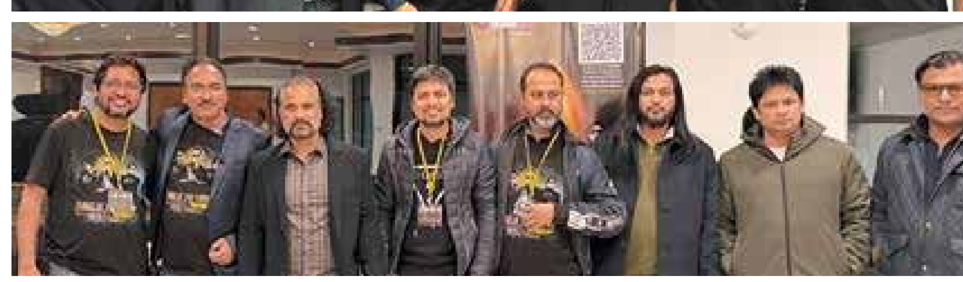

হেভি মেটালের মিশেলে ব্যান্ডের হিট গানগুলোতে দর্শকরা গলা মিলিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলেন আভাস'র কর্ণধার ও শিরোনামহীনের সাবেক ভোকাল তানজীর তুহিনও। তার সারাবেলা বন্ধ জানালা ও ইচ্ছে ঘুড়ি গান দুটি কনসার্টে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। শুরুওতে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন রাফি আলম ও তার দল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা জানান কনসার্টের টাইটেল স্পন্সর উৎসব গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও রায়হান জামান, আয়োজক প্রতিষ্ঠান মিউজিক বাংলা বোস্টনের স্বত্তাধিকারী পারভেজ, ইভেন্ট ইউএসএ এন্টারটেইনমেন্টের প্রেসিডেন্ট এনাম চৌধুরী, পিন্‌ক নয়েজ-এর সিইও আরিফুজ্জামান আরিফ, সিনিয়র ইমিগ্র্যান্ট কলসালটেন্ট নাসরিন আহমেদ এবং আইআর এন্টারটেইনমেন্টের সায়িদ ইমাম বুলবুল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জনপ্রিয় উপস্থাপিকা সাদিয়া খন্দকার।

আয়োজকরা জানান, অর্থহীনের উত্তর আমেরিকা সফরের অংশ হিসেবে নিউইয়র্কের এই কনসার্টটি ছিল অন্যতম সফল আয়োজন। দর্শক-শ্রোতাদের আন্তরিক ভালোবাসা ও সাড়া প্রমাণ করেছে যে প্রবাসেও তাদের জনপ্রিয়তা অটুট। কনসার্ট সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আয়োজক ও স্পন্সর প্রতিষ্ঠানগুলো সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

নিউইয়র্কের আটজন অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত

৫০ পৃষ্ঠার পর

পরিচালনা করেন। গত কয়েক মাসে মুখোশধারী ফেডারেল কর্মকর্তারা প্রায় প্রতিদিনই জ্যাকব কে জাভিটজ ফেডারেল বিল্ডিং-এর করিডরে টহল দিয়ে আসছিলেন। তারা শুনানি থেকে বেরিয়ে আসার পর অভিবাসীদের আটক করছিলেন এবং বেশ কয়েকবার সংবাদমাধ্যমের সামনেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও অভিবাসী পরিবারগুলোকে পৃথক করে দেওয়ার ছবি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে ২৬ ফেডারেল প্লাজা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসীদের ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের প্রতীকী জায়গা হয়ে উঠেছে।

নিউইয়র্কের এই আট বিচারককে ঠিক কী কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে, সেটা স্পষ্ট নয়। তবে নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসনবিষয়ক ৬০০ বিচারক রয়েছেন, তাদের মধ্যে প্রায় ৯০ জনকে বছরজুড়ে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন এই ৮ জন। অভিবাসীদের পক্ষে কাজ করে আসা সংগঠনগুলো মনে করছে যে, বরখাস্ত হওয়া বিচারকদের পরিবর্তে এসব পদে এমন লোকদের নিয়োগ দেওয়া হবে, যাদের মনোভাব ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন নীতির সঙ্গে আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূত্রঃ রয়টার্স

মামদানির গ্রেপ্তারের হুমকি সত্ত্বেও নিউইয়র্ক সফর করতে চান নেতানিয়াহু

৫০ পৃষ্ঠার পর

মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম এবং প্রথম দক্ষিণ এশীয় মেয়র। মামদানি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) যেসব বিশ্বনেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে (যেমন নেতানিয়াহু বা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন), তারা নিউইয়র্কে প্রবেশ করলে গ্রেপ্তার করা হবে।

গত বছর হেগভিত্তিক আইসিসি জানায়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার কারণে নেতানিয়াহু যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ি। এমনটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ইসরায়েল এসব অভিযোগের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া, এই তিন দেশই আইসিসিতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তবে মামদানির বক্তব্য সত্ত্বেও নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তার কার্যত অসম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে এবং এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে একজন নির্বাচিত মেয়রের কতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

ফেডারেল সরকারই যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

আর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ইসরায়েলের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এমনকি আইসিসির বিচারক ও প্রসিকিউটরদের ওপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত আরোপ করেছিল ট্রাম্প।

নিউইয়র্ক শহর ইসরায়েলের বাইরে বিশ্বের সর্বাধিক ইহুদি জনসংখ্যার আবাসস্থল। পাশাপাশি এখানে জাতিসংঘের সদর দপ্তরও অবস্থিত, যেখানে নেতানিয়াহু প্রতিবছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে অংশ নেন।

চুক্তি অনুযায়ী, আয়োজক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘের সরকারি কার্যক্রমের জন্য ভিসা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। যদিও গত সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প প্রশাসন ফিলিস্তিনি নেতা মাহমুদ আব্বাসকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। সূত্র : এএফপি

ষ্টেট অ্যাসেম্বলী পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদাকে এনড্রোর্স করলেন ষ্টেট সিনেটর জন ল্যু

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীর অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩৯-এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মেরী জোবায়দাকে এনড্রোর্স করেছেন ষ্টেট সিনেটর জন সি ল্যু। গত ২৮ নভেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউস্থ আলাদীন রেষ্টুরেন্টের সামনে আয়োজিত এক নির্বাচনী সমাবেশে জন ল্যু বিপুল করতালীর মাধ্যমে মেরী জোবায়দাকে এনড্রোর্স করেন।

সমাবেশে জন লু তার বক্তব্যে মেরী জোবাইদা-কে একজন ভালো মা ও শিক্ষক এবং অনেক গুণ সম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে অ্যাখিত করে বলেন, তিনি নির্বাচিত হলে জনগণের সেবক হিসেবে এস্টোরিয়াবাসীর স্বপ্ন পূরণ করবেন। তিনি একজন গর্বিত বাংলাদেশী। আমরাও তাকে নিয়ে গর্ব করতে পারি। বাংলাদেশী কমিউনিটিকে এগিয়ে যাবার স্বপ্নে মেরী মেরী জোবাইদা এখন অনেকের কাছে আইডল।

মেরী জোবাইদা বলেন, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, আমাদের পরিশ্রম করে চলতে হয়। তিনি বলেন, আমাদের আশা-প্রত্যাশা পূরন করতে হলে আলবেনীতে আমাদের প্রতিনিধ্বিত্ব থাকতে হবে। তিনি নির্বাচিত হলে এস্টোরিরাবাসীর স্বপ্ন পুরণ করবেন এবং সবার পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গর্বিত এই বাংলাদেশী নির্বাচিত হলে গর্বিত হবে বাংলাদেশ। মেরী জোবাইদার নির্বাচনী সমাবেশটি শুধু জনসমাগম নয়, উচ্ছাস আর আনন্দে ছিল পরিপূর্ণ। আগামী নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে বিশ্বাসী মেরী জোবাইদা ও তার সমর্থনকারীরা। এজন্য বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ সবার সমর্থন কামনা করেন তারা।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, টাইম টেলিভিশনের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মূলধারার রাজনীতিক সুগা রায়, ইমাম শামসী আলী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ)-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, কাজী ফৌজিয়া, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি সোহেল আহামেদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি মামুনুর রশীদ শিপু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমিন মেহেদী, তুষার ভূইয়া, সৈয়দ আল আমিন রাসেল, মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম শিমুল, রুবেল আহমেদ, মোহাম্মদ আলম, আল আমীন, মনসুর আলম, আব্দুল খালিক, ফারুক আহমেদ, আজিজুর রহমান, পলি বেগম, সায়েরা আহমেদ, মাইসা রহমান ও মূলধারার রাজনীতিক মাহতাব খান সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাহাঙ্গীর আলম। খবর ইউএনএ'র।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে শোক ও বিজয়গাথা মুক্ত নীড় ২০২৫

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের আয়োজনে গৌরবময় বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে -আগামী ১৪ ডিসেম্বর, রোববার, নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেস অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "শোক ও বিজয়গাথা মুক্ত নীড় ২০২৫" অনুষ্ঠান। স্বাধীনতার চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আয়োজনে থাকছে আলোচনা, সংগীত, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ আয়োজন।

অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা পারভেজ কাজীর অফিস কাকাতুয়া এজেন্সিতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহার, এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল।

সভায় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও সফল আয়োজন বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের সাবেক দুই সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা পারভেজ কাজী এবং মুহাম্মদ আবদুল আজিজ নঈমী। বক্তারা বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সবার অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মোল্লা মতবিনিময়ে অংশ নিয়ে প্রস্তুতি কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া বক্তব্য দেন বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক গোলাম মুহিত, সহ-সভাপতি ও মুক্তনীড়-এর সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান বকুল, যুগ্ম সম্পাদক অনুপ দাশ, ফারহানা আখতার, লাভলি, এবং সাইফুল ইসলাম।

শোক ও বিজয়গাথা মুক্ত নীড় ২০২৫ -অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী, আবৃত্তিকার ও মননিবদ্ধ ভাবগানের অনন্য পরিবেশক তাজুল ইমাম। গান ও কবিতার মিশ্রণে তিনি সৃষ্টি করবেন এক ভিন্নতর আবহ।

এছাড়া আয়োজনটির পরিচালনা, নির্দেশনা ও অংশগ্রহণে থাকবেন মহিতোষ তালুকদার তাপস, যিনি স্বাধীন বাংলা বেতারের গান, গণসঙ্গীত এবং "দাও দাও রক্তে রাঙা"পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুনভাবে তুলে ধরবেন।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য আকর্ষণ - শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইয়ের পরিবেশনা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা। নতুন প্রজন্মের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গানে অংশগ্রহন করবে রুদ্রনীল দাশ রুপাই, আলভার চৌধুরী ও জারিন মাইশা।

এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারী এলামনাই সংগঠনগুলো হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা।

সভায় বক্তারা বলেন, বিজয় দিবসের মতো ইতিহাসমণ্ডিত দিনকে প্রবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানটি আরও বর্ণিল, অর্থবহ ও করে তুলতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সবাই আশা প্রকাশ করেন, এবারের "মুক্ত নীড় ২০২৫" আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যরা এক অনন্য মিলনমেলায় একত্রিত হবেন। শোক ও শক্তির এ সম্মিলনে সবার উপস্থিতি কামনা করছে আয়োজকরা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

শরণার্থী-আশ্রয়প্রার্থীদের ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ

৫০ পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসীদের প্রবেশ কমাতেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেকযোগ্যটি হলো এইচ-১বি ভিসার ফি বৃদ্ধি করা। এই ভিসার মাধ্যমে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কর্মী হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের যুক্তরাষ্ট্রে আনতে পারে। গত সেপ্টেম্বরে এই ভিসার বাৎসরিক ফি ১ হাজার ৫০০ ডলার থেকে ১ লাখ ডলারে উন্নীত করে ট্রাম্প প্রশাসন। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে এক আফগান শরণার্থীর গুলিতে নিহত হন যুক্তরাষ্ট্রের আধাসামরিক বাহিনী ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্য। এই ঘটনার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই ১৯টি দেশ হলো আফগানিস্তান, মিয়ানমার, বুরুন্ডি, শাদ, কিউবা, রিপাবলিক অব কঙ্গো, ইকুয়াটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লাওস, লিবিয়া, সিয়েরা লিওন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, টোগো, তুর্কমেনিস্তান, ভেনেজুয়েলা এবং ইয়েমেন। এদিকে গত বৃহস্পতিবার(৪ ডিসেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোয়েম বলেছেন, বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি)। সূত্র : এএফপি

৪ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে/বাস ভাড়া বাড়ছে

৫০ পৃষ্ঠার পর

যেখানে বেসিক ভাড়া ৳২.৯০ থেকে বেড়ে ৳৩.০০ হবে, যা ১০ সেন্ট বৃদ্ধি, এবং হ্রাসকৃত ভাড়া ৳১.৫০ হবে, যা মূলত ভাড়া ফাঁকি রোধ এবং ট্রানজিট সিস্টেমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে করা হয়েছে ৪ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে কার্যকর মূল পরিবর্তন: নতুন ভাড়া: ৳২.৯০ থেকে ৳৩.০০ (১০ সেন্ট বৃদ্ধি)।হ্রাসকৃত ভাড়া: ৳১.৪৫ থেকে ৳১.৫০।

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে গীতা জয়ন্তী পালিত

পরিচয় ডেস্ক: হিন্দু ধর্মে বেদ-পুরাণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে ভাগবত গীতা। এটি একমাত্র গ্রন্থ যার জয়ন্তী পালিত হয়। এবছর গীতার ৫১৬২তম বার্ষিকী । প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি অর্থাৎ মোক্ষদা একাদশী তিথিতে গীতা জয়ন্তী পালিত হয়। গত ১ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটির ১৪১১, পেনরোজ এভিনিউর প্রার্থনা হলে কৃষ্ণভক্তদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ধর্মসভার বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল পবিত্র গীতার সাতশত শ্লোক পাঠ, সমবেত প্রার্থনা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি।

ধর্মসভায় পশ্চিম ভার্জিনিয়াস্থ নতুন বৃন্দাবনের ব্রম্মচারি শুভানন্দ দাস বলেন, বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্হ ভাগবত গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি মানুষকে বিভিন্ন অপকর্ম থেকে বিরত রাখে। নিষ্কাম কর্ম এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ থেকে উওরনের জন্য গীতা শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। তিনি আরো বলেন,মানব জীবনের সমগ্র সারকথা গীতায় বলা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কর্ম যোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগের শিক্ষা।যারা প্রতিদিন গীতা পাঠ করেন এবং তাদের জীবনে গীতায় দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন তারা মোক্ষ লাভ করেন। গীতায় বলা বিষয়গুলো মানুষকে মায়ার ফাঁদ থেকে সরিয়ে সফলতার পথে নিয়ে যায়।

কৃষ্ণভক্ত সুমন মজুমদার, তৃপ্তি সরকার, আন্না মিত্র, দীপংকর মিত্র ,প্রদীপ দে, গংগা সাহা,মেরি দে, দীপা দে জয়া,সুনীল সরকার ,সুপ্রীতি দে, বিউটি দাশ,রানা দাশ,সুনীল সরকার, বর্ষা,সেনটু সরকার প্রমুখ ধর্মসভার বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এদিন কৃষ্ণভক্তদের অনেকেই গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে গীতা দান করেন।- আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

ভিত্তিহীন অভিযোগে হার্ভার্ডের অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করল

৫০ পৃষ্ঠার পর

কার্লোস পর্তুগাল গুভেয়াকে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গ্রেপ্তার করেছে ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, গুভেয়ার অস্থায়ী নন-ইমিগ্রান্ট ভিসা বাতিল করার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অধ্যাপক গুভেয়া ব্রাজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি সদ্য সমাপ্ত শরৎকালীন সেমিস্টারে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে হার্ভার্ডে পড়িয়েছেন। ডিএইচএস জানিয়েছে, গুভেয়া যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। হার্ভার্ডও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

গত অক্টোবরে অধ্যাপক গুভেয়ার বিরুদ্ধে ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসবের আগের দিন ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের একটি সিনাগগের (ইহুদি উপাসনালয়) বাইরে পেলেট গান (ছররা গুলি) ছোড়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ম্যাসাচুসেটসের ব্রুকলাইনে টেম্পল বেথ জিয়নের (ইহুদি উপসনালয়) কাছে গত ১ অক্টোবর সন্ধ্যায় অস্ত্র হাতে এক ব্যক্তির উপস্থিতির খবর পায় পুলিশ। পরে সেখানে গিয়ে পুলিশ গুভেয়াকে আটক করে। ওই সময়টা ছিল ইহুদিদের পবিত্র উৎসব ইয়ম কিপুরের আগের দিন। পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুভেয়া দাবি করেছিলেন, তিনি কাছাকাছি ইঁদুর মারতে পেলেট গান ব্যবহার করছিলেন।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন ওই ঘটনাকে ‘ইহুদিবিদ্বেষী’ ঘটনা বলে আখ্যা দেয়। অন্যদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের দাবির বিপরীতে টেম্পল বেথ জিয়ন জানায়, ঘটনাটি ইহুদিবিদ্বেষ থেকে ঘটেছে বলে মনে হয় না। ঘটনাটি তদন্তের পর ব্রুকলাইন পুলিশ বিভাগও একই মত দেয়। উপসনালয়টির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, পুলিশ তাদের জানিয়েছে, গুভেয়া জানতেন না যে তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে একটি উপাসনালয় আছে বা ওই দিন সেখানে কোনো ধর্মীয় উৎসব চলছে।

তবে গত মাসে অবৈধভাবে পেলেট গান ছোড়ার অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন গুভোয়া। এরপর তিনি ছয় মাসের প্রিট্রায়াল প্রবেশন (বিচার পূর্ববর্তী বিশেষ ব্যবস্থা) মেনে নেন। তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনা শান্তিভঙ্গ, বিশৃঙ্খল আচরণ ও সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগগুলো প্লিয়া ডিলের (ফৌজদারি আইনের একটি প্রক্রিয়া) অংশ হিসেবে বাতিল করা হয়। কিন্তু গত বুধবার ছয় মাসের প্রিট্রায়াল প্রবেশন শেষ হওয়ার আগেই অস্থায়ী নন-ইমিগ্রান্ট ভিসা বাতিল করে অধ্যাপক গুভেয়াকে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এদিকে গুভেয়ার গ্রেপ্তারের খবর এমন সময়ে এল, যখন ট্রাম্প প্রশাসন হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে চাপ দিচ্ছে।

হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছেড়বিশ্ববিদ্যালয়টি ইহুদিবিদ্বেষ মোকাবিলায় যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি এবং ক্যাম্পাসে ইহুদি শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ নিয়ে হার্ভার্ড কিছু সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মামলাও করেছে। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত সেপ্টেম্বরে একজন বিচারক রায় দেন যে ট্রাম্প প্রশাসন বেআইনিভাবে হার্ভার্ডের জন্য বরাদ্দ করা ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি গবেষণা অনুদান বাতিল করেছিল। রয়টার্স

সৌদি আরবে উমরাহ গিয়ে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী একজন মহিলার মুত্যু

৫০ পৃষ্ঠার পর

হয়ে ২২ নভেম্বর মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন) তাঁকে মক্কা নগরীতেই দাফণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জ্যাকসন হাইটসের কর্ণফুলী ট্র্যাভেলস এর সেলিম হারুন।

তিনি গত ১৯ নভেম্বর কর্ণফুলী ট্র্যাভেলস এর আয়োজনে মহিলা উমরাহ টিমের সদস্য হয়ে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী ও কন্যা নিউ ইয়র্কে বসবাসরত।

নিউইয়র্কে ‘বাংলাদেশী প্রফেশনালস’র আত্মপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ‘বাংলাদেশী প্রফেশনালস’ নামে নতুন একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী পেশাজীবীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমন্বয় বাড়িয়ে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণের পথ সুগম করার লক্ষ্য নিয়ে নতুন সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি স্টেটে বসবাসরত বাংলাদেশিদের নিয়ে গঠিত ‘বাংলাদেশি প্রফেশনালস’ একটি আধুনিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে আসছে।

গত শনিবার (২৯ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন গুলশান টেরেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য রাখেন নবগঠিত সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট শেখ এনামুল কবির। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাঈদ এম আলম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। এর পরই বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গিত বাজানো হয়। অনুষ্ঠানে চ্যানেল আইস সিইও ফরিদুর রেজা সাগর এবং অভিনেত্রী অপি করিমের ভিডিও শুভেচ্ছা প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম সংগঠনের কর্মকর্তা ও অতিথিদের সাথে নিয়ে ‘বাংলাদেশী প্রফেশনালস’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় মঞ্চে ফায়ারওয়ার্ক প্রজ্জলন করা হয়। শতকণ্ঠে ধ্বনিত হয় শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম, সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী, নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির ট্রানজিশন টিমের সদস্য মো. শামসুল হক, মূলধারার রাজনীতিক ফাহাদ সোলায়মান, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬ নির্বাচনে প্রার্থী মেরি জোবায়দা, কম্যুনিটি লিডার ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল হক, ব্যবসায়ী সালাম ভূইয়া, সাংবাদিক আবু তাহের, ডা. ওয়াজেদ এ খান,আকবর হায়দার কিরন, নিউইয়র্ক ট্যাক্সি ওয়ার্কার্স এলায়েন্সের নেতা টিপু সুলতান, লায়ন আহসান হাবিব, রাশেদ আহমেদ, এ আর খান সেলিম, প্রমুখ। তাঁরা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বাংলাদেশি প্রফেশনালস একটি ব্যতিক্রমি উদ্যোগ বলে অভিমত জানিয়েছেন।

সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট শেখ এনামুল কবির বলেন, তিনি বাংলাদেশি প্রফেশনালস এর উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। পারস্পরিক নেটওয়ার্ক গঠনের মধ্যদিয়ে একটি শক্তিশালি কমিউনিটি গঠন করা সম্ভব। তিনি বলেন, “দলীয় মতানৈক্যের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা সকলে বাংলাদেশী এই পরিচয়ে এক নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে চাই। সোস্যাল মিডিয়া, অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আমাদের কার্যক্রম থাকবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বহুজাতিক এ সমাজে আমরা এগিয়ে যাব।” এর আগে একটি মিনি ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়। যাতে বাংলাদেশ ও কমিউনিটির চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশি প্রফেশনালস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সাঈদ এম আলম নব গঠিত সংগঠনটিকে এগিয়ে নেতে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বাংলাদেশিদের একটি নেটওয়ার্কে নিয়ে আসার যে উদ্যোগ চলছে তা পাওয়ার প্রিন্টসহ বিস্তারিত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে ‘বাংলাদেশি প্রফেশনালস’ ম্যাগাজিনের সম্পাদক হাসান মাহমুদ ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যা, পূর্ববর্তী প্রকাশিত সংখ্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশি প্রফেশনালস প্রতিমাসের ১৫ তারিখ এবং ৩০ তারিখে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইপেপার, অন লাইন এবং প্রিন্টিং কপি পাওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যায় যারা লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাদেরকে তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জানান।

সংগঠনটির সমৃদ্ধি কামনা করে নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার এর পক্ষ থেকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এছাড়া এসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা, কাউন্সিল মেম্বর শাহানা হানিফ এর পক্ষ থেকেও সাইটেশন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নওশীন নেহরিন মৌ। সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন পারভেজ সাজ্জাদ, রন্টি দাস ও গাজী সালাহউদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাজীবীসহ কম্যুনিটি লিডাররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ওয়াশিংটন, ফ্লোরিডা, মেরিল্যান্ড, জর্জিয়া, নিউজার্সি থেকে পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিল গোল্ডেন এজ হোমকেয়ার, স্পন্সর বিসমিল্লাহ হালাল চিকেন। সঙ্গিত আয়োজন করেছে সারগাম ব্যান্ড। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ড্র শেষ, কে কোন গ্রুপে খেলবে?

পরিচয় ডেস্ক: ১২টি গ্রুপ, ৪৮টি দল, তিন দেশে হবে খেলা- ফুটবল বিশ্বকাপকে এমনিতেই বলা হয় 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' - পৃথিবীর সেরা স্পোর্টস প্রতিযোগিতা যেন আরও বড় পরিসর করে নিলো, যেখানে ফিফার সদস্য তালিকার চার ভাগের এক ভাগ দলই এবারে বিশ্বকাপ খেলবে, যাদের কেউ কেউ খেলবে প্রথমবারের মতো।

এতো বড় পরিসরে আয়োজিত হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপের ড্র সম্পন্ন হয়েছে শুক্রবার মধ্যরাতে। ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার মতো দলগুলোর খেলা কাদের বিপক্ষে হবে তা এখন প্রকাশ্যে এসেছে।

বিশেষ কায়দায় পটের মাধ্যমে দলগুলোকে র্যাংকিং-এর শক্তিমত্তা, আগের আসর ও আয়োজক দেশের হিসাব করে আলাদা করে এই লটারি করা হয়েছে, যাতে ব্রাজিল আর্জেন্টিনার যদি দেখা হয়েও যায়, তা সেমিফাইনালের আগে হবে না।

ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার গ্রুপ নিয়ে সমর্থকদের বড় অংশই খুশি। কেউ কেউ লিখেছেন জার্মানি এবার চাইলেও গ্রুপ পর্বে বাদ পড়তে পারবে না, ইংল্যান্ডকে নিয়ে শংকা প্রকাশ করছেন দেশটির বিশ্লেষকরাই।

তবে অনেকেই এবারের বিশ্বকাপে স্পেনকে 'হট ফেভারিট' ধরছেন।

এবারের বিশ্বকাপে ১২টি গ্রুপ এখান থেকে ২৪টি দল সরাসরি দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে। ৮ গ্রুপ থেকে তৃতীয় সেরা ৮টি দল নিয়ে মোট ৩২ দল খেলবে দ্বিতীয় রাউন্ড।

আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের গ্রুপে কারা আছে?

২০২২ সালের চ্যাম্পিয়ন দল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা এবারে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়েছে, গ্রুপ-জে তে আর্জেন্টিনার সাথে আছে আলজেরিয়া, জর্ডান ও অস্ট্রিয়া।

এর মধ্যে জর্ডান প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলবে।

পাঁচ বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের গ্রুপে আছে গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো, গ্রুপ-সিতে আরও আছে স্কটল্যান্ড ও হাইতি।

ইউরোপের বড় দলগুলো কে কোন গ্রুপে?

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে হয়তো সবচেয়ে সহজ গ্রুপে পড়েছে ৪ বারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন জার্মানি। গ্রুপ-ইতে জার্মানির সাথে আছে কিউরাসাও যারা এই প্রথম বিশ্বকাপ খেলবে। এছাড়া আছে ইকুয়েডর ও আইভরি কোস্ট।

গ্রুপ-এফ এ আছে নেদারল্যান্ডস, সাথে আছে তিউনিসিয়া, জাপান ও প্লে অফ খেলে উঠে আসা আরেকটি দল। সেই আরেকটি দল হতে পারে তুরস্ক,

স্লোভাকিয়া, কসোভো অথবা রোমানিয়া।

গ্রুপ-জিতে আছে বেলজিয়াম, মিশর, ইরান ও নিউজিল্যান্ড।

ইউরোপিয়ান ফুটবল বিশ্লেষক জুলিয়েন লরেন্স বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভ-কে বলেন, "এডেন হ্যাজার্ডের যে প্রজন্ম, সেটা এখন ইতিহাস। আর ডি ব্রুইনে, লুকাকু, কোর্তোয়া, এই সোনালি প্রজন্মের জন্য হয়তো এটাই শেষ বড় সুযোগ। জাতীয় দলের কোচ হিসেবে রুডি গার্সিয়ার প্রতি

খুব একটা আস্থা নেই আমার। মাঝেমধ্যে ভালো মুহূর্ত এসেছে ঠিকই, কিন্তু ম্যাচ দীর্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা এখনো দলের মধ্যে দেখা যায় না।"

গ্রুপ-এইচে আছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেন, প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা কেপ ভার্দে, উরুগুয়ে ও সৌদি আরব।

গ্রুপ-আইতে ২০০২ বিশ্বকাপের মতো এবারো মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ফ্রান্স ও সেনেগাল।

সেবার সেনেগাল প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে নেমেই তৎকালীন বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়েছিল ১-০ গোলে। এই গ্রুপে আরও আছে এর্লিং হালান্ডের দল নরওয়ে।

ইউরোপিয়ান ফুটবল বিশ্লেষক জুলিয়েন লরেন্স বিবিসি রেডিও ফাইভ লাইভ-কে বলেন, "একদিক থেকে দেখলে কিলিয়ান এমবাপ্পের দুর্দান্ত ফর্মই ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় শক্তি, আর সামনে যে চারজন আক্রমণভাগে সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে, তাদের ওপরও বড় আশা রাখা যায়। তবে বাস্তবতা হলো, এখন দলটি অনেকটাই এমবাপ্পেকে ঘিরে নির্ভর করে আছে।"

তবে ফুটবল সমর্থকদের জন্য মজার ব্যাপার গ্রুপ পর্বেই এমবাপে বনাম হালান্ড লড়াই তারা দেখতে পাবে।

গ্রুপ-কেতে আছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল, সাথে উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া এবং প্লে অফ খেলে উঠে আসার সুযোগ থাকছে জ্যামাইকা, ডিআর কঙ্গো ও নিউ ক্যালেডোনিয়ার মধ্যে একটি দলের।

গ্রুপ-এলএ আছে ইংল্যান্ড, বলা হচ্ছে এটাই সবচেয়ে কঠিন গ্রুপ।

এই গ্রুপে আছে ক্রোয়েশিয়া, ঘানা ও পানামা।

ইংল্যান্ডের কোচ থমাস টুখেল বিবিসি স্পোর্টকে বলেছেন, "গ্রুপটা কঠিন, শুরুর ম্যাচটাও কঠিন। ক্রোয়েশিয়া আর ঘানা, দু'টো দেশই নিয়মিত বিশ্বকাপে খেলে এমন শক্তিশালী দল ও গর্বিত ফুটবল খেলুড়ে দেশ । পানামা সম্পর্কে এখনই খুব বেশি জানি না, তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই অবশ্যই তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেব।"

স্বাগতিকদের গ্রুপ কেমন?

গ্রুপ-এ তে আছে মেক্সিকো, তাদের সাথে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ কোরিয়া। এই গ্রুপের বাকি একটি দল এখনও নির্ধারিত হয়নি, সেখানে উঠে আসতে পারে ডেনমার্ক, চেক প্রজাতন্ত্র, আয়ারল্যান্ড অথবা নর্থ ম্যাসেডোনিয়া।

গ্রুপ-বিতে আছে কানাডা, সাথে গত বিশ্বকাপের স্বাগতিক কাতার ও সুইজারল্যান্ড। এখানে খেলতে পারে ইতালি, ওয়েলস, বসনিয়া অথবা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড।

গ্রুপ-ডিতে আছে যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে ও অস্ট্রেলিয়া, সাথে খেলতে পারে তুরস্ক, স্লোভাকিয়া, কসোভো অথবা রোমানিয়া।

এবারই যাদের প্রথম বিশ্বকাপ

রেকর্ড ৪৮টি দেশ অংশ নিচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে, ফলে অনেক দেশেরই প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপের স্বাদ পাওয়া নিশ্চিত হলো।

ব্রাজিল যেখানে আগের সব ২২টি বিশ্বকাপেই খেলেছে, সেখানে ফিফার ২১১ সদস্য দেশের মধ্যে ১৩২টি দল কোনোদিনই বিশ্বকাপের মঞ্চে উঠতে পারেনি।

কেপ ভার্দে

ফিফা বিশ্বকাপের কোনও আসরে এবারে প্রথম বারের মতো খেলছে কেপ ভার্দে।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের কাছে ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জ কেপ ভার্দের জনসংখ্যা মাত্র ৬ লাখ। অক্টোবর মাসে তারা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে, ২০১৮ সালের আইসল্যান্ডের পর বিশ্বের দ্বিতীয় সবচেয়ে ছোট দেশ হিসেবে ফাইনালে পৌঁছানোর কীর্তি গড়েছিল।

তবে এই রেকর্ড দ্রুত হারিয়ে যায় কিউরাসাওর কাছে।

কেপ ভার্দি এই বিশ্বকাপে স্থান পেতে এসওয়াটিনি-কে হারায় এবং এটি তাদের শেষ ৪০ বছরে ফুটবলে অভূতপূর্ব উত্থানের প্রমাণ। তারা ১৯৯০ সালে প্রথমবার বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব খেলেছিল, এবং ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কেপ ভার্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খেলোয়াড় খুঁজে নেওয়ার মাধ্যমে গ্লোবাল টুর্নামেন্টে পৌঁছানোর পথে এগিয়েছে।

বর্তমান স্কোয়াডে আছে ছয় জন নেদারল্যান্ডস জন্ম নেয়া খেলোয়াড় এবং একজন আইরিশ, শ্যামরক রোভার্সের ডিফেন্ডার রবার্তো লোপেস।

৩৩ বছর বয়সী লোপেস ডাবলিনে জন্ম হলেও তার পিতার মাধ্যমে কেপ ভার্দের হয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আরও মজার ব্যাপার পেশাদার কাজের জন্য পরিচিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম লিঙ্কডইন ব্যবহার করে দলটি তাকে নিয়োগ করেছিল।

কিউরাসাও

ছোট্ট ক্যারিবিয়ান দ্বীপ কিউরাসাও বিশ্বকাপে খেলার ইতিহাসে সবচেয়ে ছোট দেশ হয়ে উঠল জ্যামাইকার সাথে ড্র করে। কিউরাসাও এর জনসংখ্যা মাত্র ১ লাখ ৫০ হাজার এবং ১৭১ বর্গমাইল এলাকা, যা আইল অফ ম্যানের থেকেও ছোট।

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

শরণার্থী-আশ্রয়প্রার্থীদের ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ ৫ বছর থেকে ১৮ মাসে কমাল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বিদেশি শরণার্থী-আশ্রয়প্রার্থীদের ওয়ার্ক পারমিট বা এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্টস (ইএডি)-এর মেয়াদ হ্রাস করেছে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন ট্রাম্প প্রশাসন। আগে যেখানে ইএডির মেয়াদ ছিল ৫ বছর, সেখানে বর্তমানে তা নামিয়ে আনা হয়েছে ১৮ মাসে। নতুন নিয়ম ৫ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর ।

ইএডি একপ্রকার সরকারি নথি, যা সাধারণভাবে 'ওয়ার্ক পারমিট' নামে পরিচিত। আগে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিদেশি নাগরিকরা ইএডি লাভ করলে তা ৫ বছর পর পর নবায়ন করতে হতো। এখন প্রতি ১৮ মাস অন্তর নবায়ন করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (হোমল্যান্ড সিকিউরিটি) অধীন সংস্থা কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে এ তথ্য। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত শরণার্থী, আশ্রয়ের জন্য আবেদনকারী, নিজ দেশে ফেরত পাঠানো থেকে বেঁচে যাওয়া অভিবাসীসহ ১৯ ক্যাটাগরিরর বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে গত ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনের সময়েই ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ক্ষমতায় গেলে অবৈধ অভিবাসী ও অভিবাসন ইস্যুতে কঠোর পদক্ষেপ নেবেন তিনি। সেই অনুযায়ী শপথ গ্রহণের পর এ সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। তার সেই স্বাক্ষরের পরে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অবৈধ অভিবাসীদের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মামদানির গ্রেপ্তারের হুমকি সত্ত্বেও নিউইয়র্ক সফর করতে চান নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) পরোয়ানা মেনে তাকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়ার পরেও নিউইয়র্ক সফরের পরিকল্পনা করছেন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বুধবার এই মন্তব্য করেছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের ডিলবুক ফোরামে ভার্চুয়াল সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, 'হ্যাঁ, আমি নিউইয়র্কে আসব।' নব নির্বাচিত মেয়র মামদানির সঙ্গে কথা বলতে চান কি না জানতে চাইলে নেতানিয়াহু উত্তর দেন, 'যদি তিনি (মামদানি) তার মন পরিবর্তন করেন এবং বলেন, আমাদের (ইসরায়েল) অস্তিত্বের অধিকার আছে, তাহলে আলোচনার জন্য এটি একটি ভালো সূচনা হবে। *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে মেট্রোকার্ড বিক্রি আগামী ৩১শে ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, OMNY সিস্টেম পুরোদমে চালু

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির MTA (মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি) মেট্রোকার্ড বিক্রি আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিচ্ছে, যার ফলে পুরনো সোয়াইপ সিস্টেমের পরিবর্তে এখন নতুন contactless OMNY (One Metro New York) ট্যাপ-এন্ড-গো পেমেন্ট সিস্টেম চালু হচ্ছে, তবে বিদ্যমান মেট্রোকার্ডগুলোতে ৩১ ডিসেম্বরের পর কোন অর্থ যোগ করা যাবেনা তবে সেগুলোর ব্যালেন্স OMNY-তে স্থানান্তর করা যাবে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত মেট্রোকার্ড ব্যবহার করা যাবে। MTA-এর নতুন ট্যাপ-এন্ড-গো সিস্টেম (OMNY) এখন প্রধান পেমেন্ট পদ্ধতি, যা স্মার্টফোন, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড বা OMNY কার্ড ট্যাপ করে ব্যবহার করা যায়। ঙগঘণ সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাপ্তাহিক ভাড়া ক্যাপ অনুসরন করে, অর্থাৎ একই ডিভাইস ব্যবহার করলে সপ্তাহে $34 ($17 Fair Fares ব্যবহারকারী হলে) এর বেশি চার্জ লাগবে না, যা মেট্রোকার্ডের চেয়ে সুবিধাজনক। যদি আপনার মেট্রোকার্ডে অর্থ থাকে, তবে দ্রুত OMNY-তে স্থানান্তরিত করা অথবা শেষ হওয়ার আগে ব্যবহার করতে হবে।

৪ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়ে/ বাস ভাড়া বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটি সাবওয়েতে ভাড়া বাড়ছে যা আগামী ৪ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে, *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কের আটজন অভিবাসন বিচারককে বরখাস্ত করেছেন ট্রাম্প, আদালতে আরো ধীরগতির আশঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ নিউইয়র্ক শহরে আটজন অভিবাসনবিষয়ক বিচারককে বরখাস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট বিচারকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইমিগ্রেশন জাজেস (এনএআইজে) মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এই তথ্য জানিয়েছে।

অনিবন্ধিত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কট্টর অবস্থান ঘিরে যে অনিশ্চিয়তা চলছে, তার মধ্যেই এই আট বিচারককে বরখাস্ত করার খবর জানা গেল।

এনএআইজে জানায়, বরখাস্ত হওয়া আট বিচারকের সবাই ম্যানহাটানের ২৬ ফেডারেল প্লাজায় কর্মরত ছিলেন, এখানকার একটি আদালত অভিবাসীদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়ুাসংক্রান্ত মামলাগুলোর কার্যক্রম *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

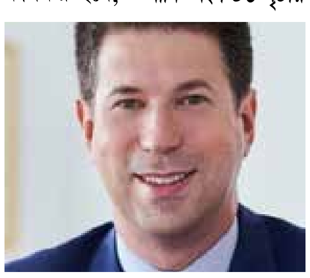

ভিত্তিহীন অভিযোগে হার্ভার্ডের অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করল যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ হার্ভার্ড ল স্কুলের একজন অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করেছে। হার্ভার্ডের অধ্যাপক ও ব্রাজিলের নাগরিক *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে নতুন 'বাবরি মসজিদ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে রান্না হলো ৪০ হাজার মানুষের জন্য বিরিয়ানি

পরিচয় ডেস্ক:ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ভেঙে ফেলা বাবরি মসজিদের আদলে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় নতুন 'বাবরি মসজিদ'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত নেতা *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

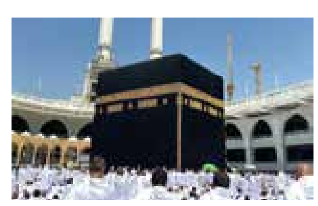

সৌদি আরবে উমরায় গিয়ে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী একজন মহিলার মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবে উমরাহ করার সময় নিউ ইয়র্ক প্রবাসী একজন মহিলা আকস্মিক হৃদযন্ত্রের কেিয়া বন্ধ *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*